ISSN-0971-8435

যোজনা
ধনধান্যে

আগস্ট, ২০১৮ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹ ২২

সামাজিক ক্ষমতায়ন

সকলের সম্মান সকলের উত্থান
নীলম সাহানে

তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন
এস. শ্রীনিবাস রাও, সুন্দরেশ ডি. এস.

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন
ড. সন্ধ্যা লিমায়ে

বিশেষ নিবন্ধ
আর্থিক বিকাশ সূত্রে দুর্বলতর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন
ড. মুনিরাজু এস. বি.

ফোকাস
প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্যোগ স্থাপন সম্ভাবনার বিকাশ
ড. সুনীল শুক্লা

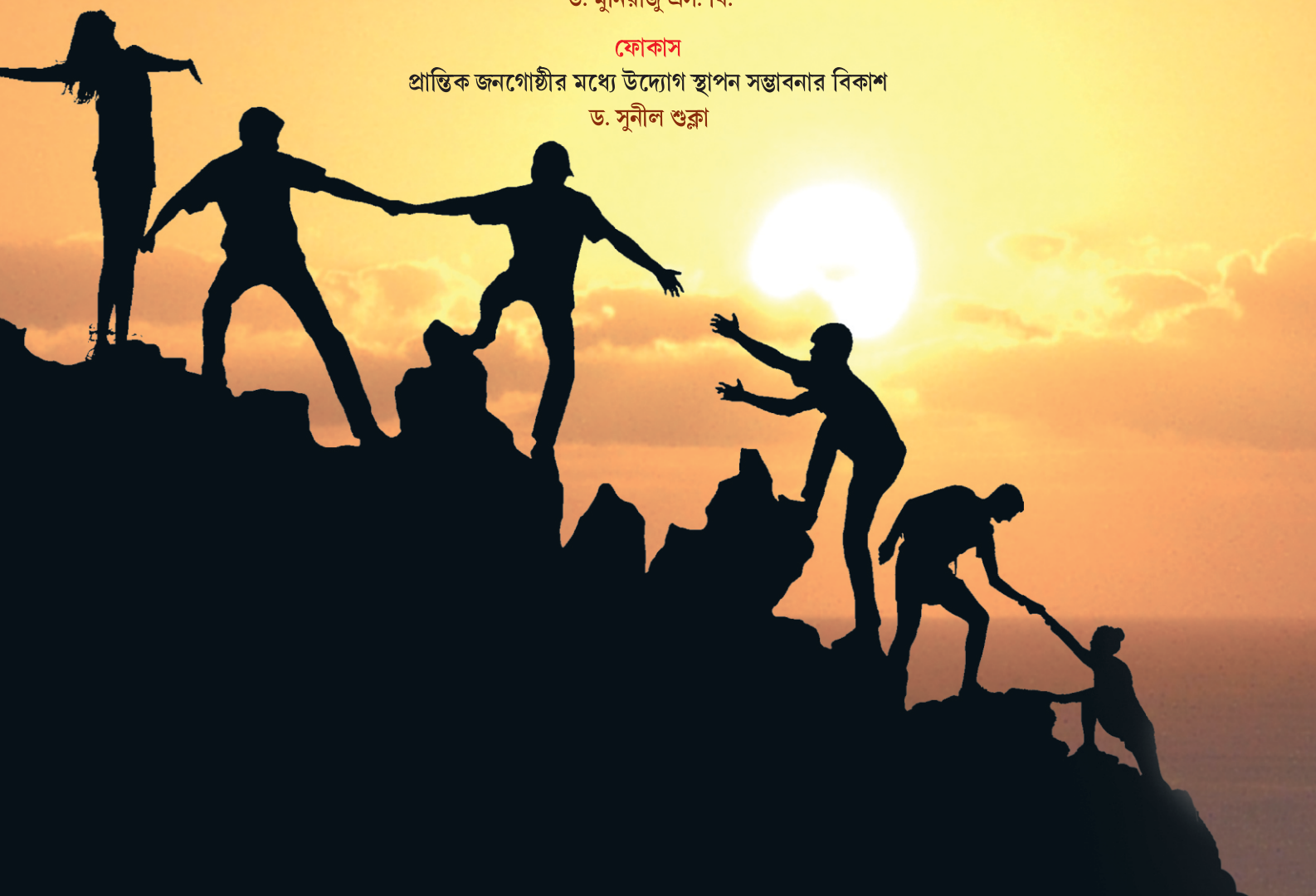

গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আরও পদক্ষেপ করলেন প্রধানমন্ত্রী

২৯ জুন নয়া দিল্লির 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকাল সায়েন্সেস'। একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনা করছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী জে. পি. নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের দুই প্রতিমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে ও শ্রীমতি অনুপ্রিয়া প্যাটেল, প্রমুখ।

সম্প্রতি নয়া দিল্লির 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকাল সায়েন্সেস' (এম্‌স)-এ একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পগুলি বিশেষত প্রবীণদের জন্য। এদিন প্রধানমন্ত্রী এম্‌স-এ বার্দ্ধক্যের জন্য জাতীয় কেন্দ্র, 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর এজিং'-এর শিলান্যাস করেন। তিনি সফদরজঙ্গ হাসপাতালের ৫৫৫-টি শয্যা বিশিষ্ট 'সুপার স্পেশালিটি ব্লক'-এর উদ্‌ঘাটন করেন এবং সেখানকার ৫০০ শয্যার নতুন আপতকালীন ব্লকটি উৎসর্গ করেন ; উৎসর্গ করেন এম্‌স-এ ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট 'পাওয়ার গ্রিড বিশ্রাম সদন' এবং এম্‌স, আনসারি নগর ও ট্রমা সেন্টারের মধ্যে যোগাযোগের জন্য সুড়ঙ্গপথ 'কানেকশান মোটরেবেল টানেল'।

অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান যে সরকার পুরানো হাসপাতালগুলিকে সব ধরনের আধুনিক সুযোগসুবিধা প্রদান করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে; পাশাপাশি, স্বাস্থ্য পরিষেবা দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও সুনিশ্চিত করছে।

বার্দ্ধক্যের জন্য জাতীয় কেন্দ্র, 'ন্যাশানাল সেন্টার ফর এজিং'-এ প্রবীণদের জন্য 'মাল্টি-স্পেশালিটি হেল্‌থ কেয়ার'-সহ অত্যাধুনিক উন্নতমানের পরিচর্যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'জেরিয়াট্রিক মেডিসিন' (বার্দ্ধক্য-জনিত শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান) ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এই কেন্দ্র। আইসিইউ-তে ২০-টি শয্যা-সহ, এখানে থাকছে ২০০-টি সাধারণ ওয়ার্ডের শয্যা।

ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গপথটি এম্‌স ও জেপিএনএ ট্রমা সেন্টারের মধ্যে নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের পাশাপাশি যাতায়াতের সময় কমিয়ে দিচ্ছে অনেকখানিই। এম্‌স ও জেপিএনএ ট্রমা সেন্টারে ভর্তি রুগী ও তার পরিবারপরিজনের জন্য রাত্রিবাসের ব্যবস্থা থাকছে ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট 'পাওয়ার গ্রিড বিশ্রাম সদন'-এ।

সফদরজঙ্গ হাসপাতালের নতুন আপতকালীন ব্লকটিতে থাকছে ৬০-টি 'ট্রাইয়েজ বেড', শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য 'রেড জোন' এবং সড়ক দুর্ঘটনার শিকার, ঘরে-বাইরে আক্রান্ত ('অ্যাকিউট ট্রমা'), বিষাক্রান্ত এবং জরুরি শল্যচিকিৎসা তথা অন্যান্য গুরুতর আপতকালীন সমস্যার শিকার রোগীদের জন্য আইসিউ-তে ৯০-টি শয্যা। সফদরজঙ্গ হাসপাতালের 'সুপার স্পেশালিটি ব্লক'-এ আছে 'কার্ডোভাসকিউলার সায়েন্সেস', 'নিউরোসায়েন্সেস', 'পাল্মোনারি মেডিসিন', 'নেফ্রোলজি' ও 'এন্ডোক্রিনোলজি'-র চিকিৎসাব্যবস্থা; 'হার্ট কমান্ড সেন্টার', 'রেস্পিরেটরি কেয়ার ফ্যাসিলিটি', 'স্লিপ ল্যাব', ২৪×৭ ডায়ালিসিস ইউনিট, এমআরআই-পরিচালিত 'ব্রেন স্যুট', ইত্যাদি।

আগস্ট, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন : সকলের সম্মান সকলের উত্থান — নীলম সাহানে ৫
- উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন : তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন — এস. শ্রীনিবাস রাও, সুন্দরেশ ডি. এস. ১০
- তপশিলি জনজাতিদের কল্যাণের জন্য সরকারি উদ্যোগ — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ১৩
- প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন — ড. সন্ধ্যা লিমায়ে ১৫
- লক্ষ্য মাতৃমৃত্যু রোধ: দেশে প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত কমে ১৩০ — ড. মনীষা ভার্মা, পূজা পাসসি ১৮
- নারীদের ক্ষমতায়ন — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ২১
- ভারতে বৃদ্ধদের নেতিবাচক ভাবমূর্তি : এক গবেষণামূলক বিবরণ — ড. শীলু শ্রীনিবাসন ২২
- পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিকবর্গের ক্ষমতায়ন — ড. টি. ব্রহ্মানন্দম, ড. কে. ভি. শ্রীনিবাস ২৭

বিশেষ নিবন্ধ

- আর্থিক বিকাশ সূত্রে দুর্বলতর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন — ড. মুনিরাজু এস. বি. ৩২

ফোকাস

- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্যোগ স্থাপন সম্ভাবনার বিকাশ — ড. সুনীল শুক্লা ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি ? — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ৪১
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৪২
- যোজনা নোটবুক — —ওই— ৪৩
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— ৪৫
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো ৫৬
- উন্নয়নের রূপরেখা — —ওই— দ্বিতীয় প্রচ্ছদ

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**
উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**
সম্পাদক : **রমা মণ্ডল**
সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**
প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দুই বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

একসাথে এগিয়ে যেতে

ব্যক্তি হিসাবে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের অধিকারই হল ক্ষমতায়নের মূল কথা। আর সামাজিক ক্ষমতায়নের অর্থ, সমাজভুক্ত সর্বশ্রেণির মানুষের নিজের নিজের জীবনের উপর সমান হারে নিয়ন্ত্রণের অধিকার তথা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সমানাধিকারের সুযোগ। বিভিন্ন মানুষের কাছে ক্ষমতায়ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ। যুবসমাজের কাছে সামাজিক রীতিরেওয়াজের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামতো যা খুশি করার স্বাধীনতা প্রাপ্তিই ক্ষমতায়ন। পক্ষান্তরে, জীবনের শেষ বছরগুলিতে এসে আত্মসম্মান বজায় রেখে মর্যাদাপূর্ণ ভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হওয়াটাই বয়স্ক নাগরিকদের কাছে ক্ষমতায়নের অন্য নাম। সমাজের পুরুষ সদস্যদের কাছে, আর্থিক স্বাধীনতাই ক্ষমতায়নের পরাকাষ্ঠা আর মেয়েদের কাছে লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের হাত থেকে মুক্তিই ক্ষমতায়নের প্রকৃত স্বরূপ।

যেকোনও জাতির ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি বা বিকাশের সর্ব প্রথম তথা পূর্বশর্ত হল সমাজের সকল শ্রেণির সমান তালে ক্ষমতায়ন। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমমানের বৃদ্ধির সুযোগ সুনিশ্চিত করা এবং সকলে যাতে তার সুফল তথা নাগাল পান সেই ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে একমাত্র তবেই এই অভীষ্ট ক্ষমতায়ন অর্জন সম্ভব। এক বহুমুখী প্রচেষ্টা উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকার নিরন্তর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির ক্ষমতায়নের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

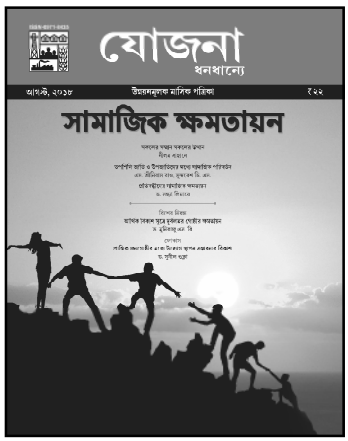

যেকোনও জাতির বিকাশ সুনিশ্চিত করতে নারীসমাজ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কথায়, "মহিলাদের ক্ষমতায়ন গোটা পরিবারের ক্ষমতায়নের সমার্থক।" ভারতে মেয়েদের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের জন্য সংগ্রামের সূচনা সেই জন্ম লগ্ন থেকেই। কন্যাসন্তানকে এমনকি জন্মগ্রহণের অধিকারটুকু অর্জন করার জন্যও যে লড়তে হচ্ছে, এই তথ্যই তার প্রমাণ। বিষয়টির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বলা যেতে পারে এটিই সরকারের অন্যতম প্রধান ফোকাসের জায়গা। 'বেটি বাচাও, বেটি পড়াও', 'সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা'-সহ সমগোত্রীয় অন্যান্য বহু উদ্যোগ ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের উন্নতি ঘটাতে বেশ ভালোরকম কাজে আসবে।

তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মতো সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতায়নের অর্থ, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অনায়াসে পেয়ে যাব বলে ধরেনি এমন বহু জিনিসের নাগাল মেলা। যেমন কিনা, প্রাথমিক শিক্ষা, জীবিকা নির্বাহের সুযোগ এবং আর্থিক বিকাশের সুযোগ। প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, মুদ্রা ঋণ, ঝুঁকি মূলধন তহবিল পরিকল্প, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, শিক্ষালাভের জন্য জলপানি প্রকল্প, চাকরিতে সংরক্ষণ ইত্যাদির সুযোগসুবিধা এই শ্রেণির মানুষদেরকে দেওয়া হয়ে আসছে; যাতে করে বিকাশের লক্ষ্যে ব্যবহৃত সহায়সম্পদের তথা সুযোগসুবিধার নাগাল অন্যদের সাথে এরাও সমানতালে পেতে পারে।

প্রবীণ মানুষজন অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের স্বর্ণখনি। কিন্তু জীবনের শেষলগ্নে পৌঁছে এদের মধ্যে অনেকেই নিজেদেরকে ব্রাত্য ও অবহেলিত হিসাবে মনে করেন। 'প্রবীণ নাগরিকদের জন্য সমন্বয়িত কর্মসূচি', 'রাষ্ট্রীয় বয়ঃশ্রী যোজনা', 'অটল পেনশন যোজনা', 'বয়ঃবন্দনা যোজনা' ইত্যাদির মতো প্রকল্প এদেশের বয়স্ক নাগরিকদের আর্থিক স্ব-নির্ভরতা সমেত এক সম্মানজনক জীবনযাপনে সমক্ষ করে তুলছে।

প্রতিবন্ধী বা ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনের জন্য জীবনের গল্পটা সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের। অক্ষমতার দৌলতে তারা প্রায়শই নিজেদেরকে সমাজের বোঝা বলে মনে করেন। ক্ষমতায়নের জন্য এদের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠি একেবারেই ভিন্ন। কাজেই এমন কর্মসূচি এদের জন্য ছকতে হবে যা সেই প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে খাপে খাপে মিলে যাবে। মিশন মোড-এ প্রযুক্তি বিকাশ প্রজেক্ট, মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, অ্যাকসেসেবল ইন্ডিয়া ক্যাম্পেন, দীনদয়াল প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন প্রকল্প ইত্যাদি ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজনকে উন্নত গুণগত মানের জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে উঠতে উৎসাহিত করে তুলবে।

আদিবাসীদের ক্ষেত্রে, ক্ষমতায়নের প্রথম ধাপই হল, স্বতন্ত্র জাতিগত সত্তা বজায় রাখার অধিকার প্রাপ্তি। প্রায়শই, জাতীয় মূলস্রোতের নীতিসমূহ এবং বাধ্যবাধকতার ফলস্বরূপ আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি নিজেদেরকে দেশের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করে বা নিজেদের অস্তিত্বকেই বিসর্জন দেয়। বর্তমান সরকারের তরফে তপশিলি উপজাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষা লাভের নিমিত্তে ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রকল্প, ছোটোখাটো বনজ উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম সহায়তা মূল্য, বিশেষ করে অসুরক্ষিত আদিবাসী শ্রেণির উন্নয়নের জন্য প্রকল্প এবং অরণ্যের অধিকার আইন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতায়নের প্রশ্নে বড়োসড়ো অবদান রাখছে।

এটা সাধারণ ভাবে স্বীকৃত যে কেউ যদি উন্নয়নের রথের চাকায় ভর করে সামনে এগোনোর ইচ্ছা প্রকাশ করে .....যদি চেষ্টা চালিয়ে যায়, তবে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই অবশ্যই কোনও না কোনও পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। সরকার তার নীতির সূত্রে সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমুলক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে ইতোমধ্যেই সেই পরিবর্তনের সূত্রপাতে সক্ষম হয়েছে। ❑

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন : সকলের সম্মান সকলের উত্থান

নীলম সাহানে

ভারতীয় সংবিধানে ৩৮ নং ধারায় মানুষের কল্যাণকল্পে সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণের লক্ষ্যে দপ্তর সতত দায়বদ্ধ। বর্তমান সরকারের "সব কা সাথ, সব কা বিকাশ" দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিও এটি। দপ্তরের টার্গেট জনসংখ্যা, অর্থাৎ, প্রান্তিক ও অসহায় মানুষজনের ক্ষমতায়নের কাজ যখন তাদের সম্ভাবনার পূর্ণমাত্রায় সম্ভবপর হবে তখনই দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বলে ধরে নেব আমরা।

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের অভীষ্ট লক্ষ্য হল দেশের সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সকলের ঠাঁই মিলবে এমন এক বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা। যে সমাজে দেশের জনসংখ্যাভুক্ত সবচেয়ে অবদমিত তথা অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনও গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে সসম্মানে জীবনযাপন করতে পারবেন। জাতির মানবসম্পদের পুঁজিতে সক্রিয় অবদান রাখতে পারবেন। আমাদের ঘোষিত অভীষ্ট, তপশিলি জাতি, উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মতো সমাজের অসুরক্ষিত অংশভাগের আর্থিক, শিক্ষাগত এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল, প্রান্তিক মানুষের অধিকারকে দৃষ্টিগোচর করে তোলা, সে সম্পর্কে সোচ্চার হওয়া। সরকারের যাবতীয় নীতি ও কর্মসূচিতে তাদের সঙ্গে জড়িত বিষয়সূচিকে আলাদা করে তুলে ধরা। দেশের জনসংখ্যাভুক্ত এই শ্রেণিগুলি সরকারের নীতিসমূহ ও কর্মসূচির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ 'টার্গেট গোষ্ঠী' বিশেষ। দেশজুড়ে 'গ্রাম স্বরাজ অভিযান', 'অভিকাঙ্ক্ষী জেলা কর্মসূচি' (Aspirational Districts Program), মিশন অন্ত্যোদয় ইত্যাদির মতো মিশন মোড-এ চালানো কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব রূপায়ণ হচ্ছে।

তপশিলি জাতির উন্নয়ন

তপশিলি জাতিভুক্ত জনসংখ্যার শিক্ষাগত দিক থেকে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার উদ্দেশ্যে দপ্তরের বাজেটের একটা বড়োসড়ো অংশই স্কলারশিপ খাতে বরাদ্দ করা হয়। আর সেই অর্থ টার্গেট গোষ্ঠীর মধ্যে বন্টনে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সফল আমাদের দপ্তর। তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক পরবর্তী স্তরে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে দেওয়া স্কলারশিপ Post-Matric Scholarship (PMS-SC) বা হল সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প। ১৯৪৪ সাল থেকে চালু এই প্রকল্প, তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের বৃহত্তম আকারের একক পদক্ষেপ। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে পিএইচডি পর্যন্ত শিক্ষার্থী মিলিয়ে প্রত্যেক বছর গড়ে মোট প্রায় ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই প্রকল্পের আওতায় উপকৃত হয়ে থাকে। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে ২ কোটি ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৫৪ জন শিক্ষার্থী এই স্কলারশিপ পেয়েছে। আর এখাতে খরচ করা অর্থের পরিমাণ ১০ হাজার ৩৮৮ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট টার্গেট জনসংখ্যার মধ্যে সাক্ষরতার স্তর বা হার বৃদ্ধি, স্কুলছুটের প্রবণতা হ্রাস, উচ্চশিক্ষায় আরও বেশি অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে এই উদ্যোগ যে যথেষ্ট সাফল্য এনে দেবে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ফলত,

[লেখক সচিব, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার। ই-মেল : secywel@nic.in.]

বক্স : ১ টার্গেট জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

- ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যার ১৬ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ তপশিলি জাতিভুক্ত।
- গোটা দেশে ছড়িয়ে থাকা ৫২২-টি জেলার ৪৬৮৫৯-টি গ্রামে জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ তপশিলি জাতিভুক্ত।
- স্বাধীনতার পর ভারতে 'অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনির'-র কোনও বিশদ তালিকা তৈরি করা হয়নি। 'মণ্ডল কমিশন'-এর হিসাব অনুযায়ী, দেশের জনসংখ্যায় OBC গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের অংশভাগ ৫২ শতাংশ। পক্ষান্তরে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO)-র হিসাবে তা ৪১ দশমিক ৭ শতাংশ (২০০৯-১০)।
- দেশে প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা ১০ কোটি ৩৬ লক্ষ।
- মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ নিগ্রহের শিকার বলে ধারণা করা হয়।

আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা, অর্থাৎ জাতির সেবায় মানবসম্পদ নামক পুঁজি গঠনের কাজে মিলবে সন্তোষজনক সাফল্য। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে, বহুদিন ধরে জমে থাকা বকেয়া হিসাবে ৮ হাজার ৭৩৭ কোটি টাকা মিটিয়ে দেবার ছাড়পত্র সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়েছে। যার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য আলোচ্য খাতের বরাদ্দ ৩ হাজার কোটি টাকা। এছাড়াও তপশিলি জাতিভুক্ত শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত অন্যান্য স্কলারশিপ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে মাধ্যমিক পূর্ব স্তরে পড়াশোনা চালানোর জন্য স্কলারশিপ, সেরা মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করার জন্য "Top Class Education Scheme" এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুরি কমিশনের সহযোগে চালানো 'জাতীয় ফেলোশিপ প্রকল্প'।

তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের সসম্মানে জীবনধারণ ও তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এক গুরুত্বপূর্ণ আইন হল, "তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি (হিংসা প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯"। সংশ্লিষ্ট আইনটিকে আরও জোরালো করার জন্য বর্তমান সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা কার্যকর হয় ২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখ থেকে। সরকার এই আইনে যেসব সংশোধনী জুড়েছে তা মূলত তপশিলি জাতি/উপজাতিদের প্রতি সংঘটিত হিংসা/নিগ্রহমূলক ৪৭ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে আর্থিক ত্রাণের সংস্থান, একাধিক ধাপে ত্রাণের অঙ্ক প্রদান করা হলে তার যুক্তিযুক্ত কার্যকারণ স্থির, অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনা করে ত্রাণের অঙ্ক স্থির (৮৫ হাজার থেকে ৮ লক্ষ ২৫ হাজারের মধ্যে), প্রাপ্য অর্থ সাত দিনের মধ্যে প্রদানের বন্দোবস্ত করা, তথা তদন্ত শেষ করে ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করা, যাতে সময় মতো বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয় ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত।

এই সরকারি দপ্তর, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য চালু করা প্রকল্প সরাসরি রূপায়ন করা ছাড়াও 'তপশিলি জাতির কল্যাণে বরাদ্দ' (Allocation for the Welfare of SCs AWSC)-এর উপরও নজর রাখে। তপশিলি জাতি সংক্রান্ত উপ-পরিকল্পনা (SC Sub Plan)-র নয়া নাম এটি। তপশিলি জাতিগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ অংশভাক পরিকল্পনা (Special Component Plan SCP)-র ব্যবস্থাপত্র চালু আছে ১৯৭৯-৮০ সাল থেকে। পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দ সম্পদ নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে যাতে তপশিলি জাতি / উপজাতি জনগোষ্ঠীর বিকাশে ব্যবহৃত হয়, তা সুনিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। সাবেক যোজনা আয়োগ 'তপশিলি জাতি উপ-পরিকল্পনা'র এক সার্বিক নির্দেশিকাপত্র প্রস্তুত করে। সেই গাইডলাইন অনুযায়ী, সমস্ত রাজ্য, মন্ত্রক, দপ্তরগুলিকে তাদের পরিকল্পনা ব্যয়ের একাংশ উল্লিখিত উপ-পরিকল্পনা খাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখতে হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা এদেশে তপশিলি জাতির জনসংখ্যার বিচারে এই অনুপাত স্থির করা হয়। ২০১৭ সালে 'তপশিলি জাতি সংক্রান্ত উপ-পরিকল্পনা' (SC Sub Plan) নামটি পরিবর্তন করে রাখা হয় 'তপশিলি জাতির কল্যাণে বরাদ্দ' (Allocation for the Welfare of SCs বা AWSC)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে AWSC খাতে বরাদ্দ ছিল ৩০ হাজার ৮৫০ দশমিক

৮৮ কোটি টাকা। ৮৩ দশমিক ৫২ শতাংশ বাড়িয়ে তা করা হয়েছে ৫৬ হাজার ৬১৮ দশমিক ৫০ কোটি টাকা। ২০১৭ সালে আমাদের দপ্তর একটি ওয়েব-পোর্টাল (e-utthaan.gov.in) চালু করে। ব্যয়িত অর্থ এবং বাস্তব চিত্র ও ফলাফল ভিত্তিক নজরদারী সূচক সংক্রান্ত তথ্য-পরিসংখ্যান বা ডেটা, নিতি আয়োগের তরফে নির্দিষ্ট করে দেওয়া ফর্ম্যাট অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রক/দপ্তর থেকে অনলাইন সংগ্রহের জন্যই চালু করা হয় উল্লিখিত পোর্টালটি। আর্থিক বিষয়ের উপর নজরদারীর বিষয়টিকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে 'সরকারি আর্থিক পরিচালন ব্যবস্থা' বা Public Financial Management System (PFMS) -এর সঙ্গে। কাজে কাজেই সঠিক সময় ভিত্তিক (real time basis) নজরদারী কর্মকাণ্ড চালানো সম্ভব হচ্ছে। বাস্তবিক কতটা কী সাফল্য অর্জিত হচ্ছে, তার সঠিক ছবিটা পেতে সমস্ত নোডাল আধিকারিককে লগ-ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে তথ্যাদি সরাসরি পোর্টালে পেশ করার জন্য। শিক্ষার দিকটির পাশাপাশি তপশিলি জাতি অধ্যুষিত বসতি এলাকা উন্নয়নে অঞ্চল ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে এই দপ্তর। এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, স্বচ্ছ ভারত, জীবিকা ও দক্ষতা বিকাশ এই সব দিকগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। মূলত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি প্রকল্পগুলি যৌথভাবে রূপায়ণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা (PMAGY) তপশিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলির সার্বিক উন্নয়নের এক রূপরেখা অঙ্কন করেছে। এক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণে কেন্দ্রীয় সহায়তার সংস্থান জোগানো হচ্ছে। যেসব গ্রামে অধিবাসীদের ৫০ শতাংশের বেশি তপশিলি জাতিভুক্ত সেখানে এই কর্মসূচি চালানো হচ্ছে। সংস্লিষ্ট দপ্তর তপশিলি জাতির উন্নয়নকল্পে বরাদ্দ তাদের

হাতে থাকা সহায়কসম্পদ সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর এবং অন্যান্য দপ্তর ও মন্ত্রকের চলতি উদ্যোগের সঙ্গে তালমেল বজায় রাখায় বিষয়ে বিশেষ ভাবে নজর দিয়ে আসছে।

অনগ্রসর শ্রেণির বিকাশ

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট গোষ্ঠী হল, অনগ্রসর শ্রেণি। এই শ্রেণিভুক্ত মানুষজনের কল্যাণসাধনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে, পূর্ববর্তী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ ১২৩৭ দশমিক ৩০ কোটির তুলনায় ৪১ দশমিক ০৩ শতাংশ বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৭৪৭ কোটি টাকা। অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত জনসংখ্যার কল্যাণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যেও স্কলারশিপ প্রকল্পই মূল। এর মধ্যে পড়ছে মাধ্যমিক স্তর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধাপের পড়াশোনা চালানোর জন্য স্কলারশিপ এবং জাতীয় স্কলারশিপ। দক্ষতা বিকাশ এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ এবং তা হাতে নেওয়া হয়েছে "জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি অর্থ ও বিকাশ কর্পোরেশন" (National Backward Classes Finance & Development Corporation NBCFDC)-এর মাধ্যমে। এই শ্রেণিভুক্ত মানুষজনের মধ্যে দক্ষতার উন্মেষ তথা সেই দক্ষতাকে ঘষেমেজে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে উদ্যোগস্থাপনের বীজ বোনার দিকে তাকিয়েই উল্লিখিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যার অন্তিম লক্ষ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আমাদের অভিপ্রায় রয়েছে এই চাহিদাপূরণে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির জন্য একটি ঝুঁকি মূলধন তহবিল (Venture Capital Fund) শুরু করার।

সামাজিক প্রতিরক্ষা

এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু প্রায়শই অবহেলার শিকার টার্গেট গোষ্ঠী হল প্রবীণ নাগরিকেরা। এদের সংখ্যাটা তথা বৃদ্ধ বয়সে নির্ভরশীলদের অনুপাত বহু গুণ বেড়ে চলেছে। পরিবর্তিত জনবিন্যাসগত চিত্র, প্রবীণ নাগরিকদের আর্থ-সামাজিক চাহিদা, সমাজিক মূল্যবোধ ব্যবস্থা, প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অগ্রগতি ইত্যাদি দিকগুলিকে মাথায় রেখে তাদের জন্য একটি সংশোধিত নীতির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য যে সমন্বিত কর্মসূচি (Intergrated Programme for Senior Citizens) চালু রয়েছে, তার আওতায় ধার্য ব্যয়ের অঙ্ক (cost norms) ২০১৫ সালের পয়লা এপ্রিল ১১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়। ফের ২০১৮ সালের পয়লা এপ্রিল তা আরও ১০৪ শতাংশ পরিমাণ বাড়ানো হয়। ফলত, ২০১৫-র পয়লা এপ্রিলের তুলনায় বর্তমানে 'cost

সারণি - ১			
ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি অর্থ ও বিকাশ কর্পোরেশন	২০১৪-১৮	
		আর্থিক (টাকা/কোটিতে)	বাস্তবে উপকৃত
(১)	**জাতীয় তপশিলি জাতি অর্থ ও বিকাশ কর্পোরেশন :**		
	১) ঋণ ভিত্তিক প্রকল্প	১৭২৯.০৭	৩৩৩২৪৫
	২) দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৫২.১২	৬২১৫৯
	মোট:	১৭৮১.১৯	৩৯৫৪০৪
(২)	**জাতীয় সাফাই কর্মচারী অর্থ ও বিকাশ কর্পোরেশন :**		
	১) সাধারণ ঋণ প্রকল্প	৪৪০.৮৮	৪১৬৪৫
	২) অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	১৭৬.৯১	৪২৮৯০
	৩) দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৫০.৩৬	৩৫০১৭
	মোট:	৬৬৮.১৫	১১৯৫৫২
(৩)	**জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি অর্থ ও বিকাশ কর্পোরেশন :**		
	১) সাধারণ ঋণ প্রকল্প	৭৩২.৫৮	১৩২১২৪
	২) অতিক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প	৭৩৪.৫	৫৩১৮৭০
	৩) দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৫৯.৭৮	৫৭২৭৪
	মোট:	১৫২৬.৮৬	৭২১২৬৮

norms' ২৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতি বৃদ্ধাবাস পিছু ৫ দশমিক ৪২ লক্ষ থেকে বেড়ে ২১ দশমিক ৬ লক্ষ)। ফিজিওথেরাপিস্ট অ্যাটেন্ডেন্ট ও যোগ শিক্ষকের পদ তৈরি করা হয়েছে এই প্রকল্পের আওতায়। বৃদ্ধাবাসগুলির নিবন্ধীকরণ, গুণগত মান ও ক্রম নির্ধারণ (standardisation and rating)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বয়ঃশ্রী যোজনার আওতায় মোট ১৯২-টি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এই যোজনা চালু করা হয়েছে বয়স্ক মানুষদের সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করার জন্য। কারা তা পাওয়ার যোগ্য, তা বিচার করে দেখতে দেশের ৫২-টি জেলায় শিবিরের আয়োজন করা হয়; এবং ৩৯-টি জেলায় শিবির করে এই সামগ্রী বয়স্কদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সামগ্রী প্রাপকের সংখ্যা ৪৩ হাজার ৮৬৫ জন। দারিদ্র্যসীমার নিচের গোষ্ঠীভুক্ত প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে মোট ৯৯ হাজার ৪৩১-টি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

মদ ও মাদকাসক্তির শিকার মানুষজনের নিরাময়ের জন্য চালু প্রকল্প, "Scheme of Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse" -এর আওতায় ২০১৮ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে দপ্তরের সহায়তাপুষ্ট আসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলির 'cost norms' ৩০ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। এসব কেন্দ্রে রাঁধুনি, সর্বক্ষণের জন্য চিকিৎসক এবং অতিরিক্ত একজন চৌকিদার নিয়োগের সংস্থান করা হয়েছে। এই প্রথমবার, মাদকাসক্তির শিকারদের চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় সমীক্ষার কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ১৮৫-টি জেলার দেড় লক্ষ পরিবার ও ৬ লক্ষ মানুষ এই সমীক্ষার আওতায় এসেছেন। কাজ এখনও চলছে, তবে খুব শীগ্রই শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

স্বহস্তে আবর্জনা সাফাইকর্মীদের পুনর্বাসন প্রকল্প এবং তাদের নিয়ে জাতীয় সমীক্ষা

স্বহস্তে আবর্জনা সাফাইকর্মীদের সাথে যুগ যুগ ধরে যে অন্যায় আচরণ করা হয়ে আসছে এবং তারা যে অসম্মান সহ্য করে আসছেন, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর সার্ধশততম জন্মবর্ষে দপ্তর সেই ঐতিহাসিক ভুল শোধরাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এইসব মানুষগুলিকে এক সম্মানজনক জীবনযাপনের সুযোগ করে দিতে এদের পুনর্বাসনে উদ্যোগী হয়েছে। এই লক্ষ্য নিয়ে, ১৮-টি রাজ্যের ১৭০-টি নির্বাচিত জেলায় স্বহস্তে আবর্জনা সাফাইকর্মীদের উপর একটি জাতীয় সমীক্ষা চালানোর কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে এই সমীক্ষা চালানো, সমন্বয় সাধন এবং নজরদারির দায়িত্বপালন করছে জাতীয় সাফাই কর্মচারী অর্থ ও বিকাশ কর্পোরেশন বা NSKFDC। ১২৫-টি জেলায় ইতোমধ্যেই সমীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়ে গেছে। সেখানে এযাবৎ ৫ হাজার ৩৬৫ জনকে স্বহস্তে আবর্জনা সাফাইকর্মী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় সমীক্ষায় যাদের স্বহস্তে আবর্জনা সাফাইকর্মী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, তাদেরকে এককালীন ৪০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হবে। তার সাথে অন্যান্য ব্যবস্থাপত্রের সূত্রে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পাশাপাশি, NSKFDC এদের জন্য প্রশিক্ষণদান, পুনর্বাসন ও সচেতনতা জাগানোর উপর জোর দেবে। 'Recognition of Prior Learning (RPL) Program' শীর্ষক কর্মসূচিকে কাজে লাগিয়ে ১০ হাজার স্যানিটেশন কর্মী ও বর্জ্য ওঠানোর কাজে নিযুক্ত মানুষকে নিরাপদ, স্বাস্থ্যহানিকর নয় তথা যন্ত্রের মাধ্যমে সাফাইয়ের কাজে প্রশিক্ষিত করে তোলা হবে। বড়ো বড়ো পৌরসভাগুলিতে কর্মশালার আয়োজন

করে "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" (MS Act, 2013)-এ যেসব সংস্থান রয়েছে, সেসম্পর্কে সচেতনা বাড়ানোর উপরও জোর দেওয়া হবে। পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ঠিকাদার এদের সবাইকেই ওই কর্মশালায় জড়িত করতে হবে।

এই প্রকল্পে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বা পৌর নিগমগুলির যোগদান নিতান্ত জরুরি। স্যানিটেশন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত যানবাহন ও যন্ত্রসামগ্রী কেনাকাটার জন্য পঞ্চায়েত ও পৌরনিগমগুলির সাথে সমঝোতাপত্র (MOA) সইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্যানিটেশন কর্মীদের স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীগুলির তরফে এ ধরনের যানবাহন ও যন্ত্রসামগ্রী কেনার জন্য ঋণের সুযোগ করে দেওয়া হবে। ফলত। স্যানিটেশন কর্মে নিযুক্ত কর্মচারীরা স্বহস্তে সাফাইয়ের ঝুঁকিপূর্ণ অস্বাস্থ্যকর রীতির হাত থেকে রেহাই পাবেন।

নিগম

এই দপ্তরের আওতায় আছে তিনটি অর্থ বিকাশ নিগম। এগুলি হল, জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি অর্থ ও বিকাশ নিগম বা NBCFDC (National Backward Classes Finance and Development Corporation), জাতীয় সাফাই কর্মচারী অর্থ ও বিকাশ নিগম বা এবং জাতীয় তপশিলি জাতি অর্থ ও বিকাশ নিগম বা (National Scheduled Castes Finance and Development Corporation)। এই নিগমগুলি লাভজনক সংস্থা নয়। নির্দিষ্ট টার্গেট গোষ্ঠীর উপকারকল্পে আর্থিক এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসারের লক্ষ্যে এরা কাজ করে। এছাড়াও উল্লিখিত বর্গের মানুষজনকে জীবিকানির্বাহ, দক্ষতা বিকাশ এবং স্বনিযুক্তি উদ্যোগ স্থাপনেও সাহায্য করা হয় নিগমের

তরফে। উল্লিখিত লক্ষ্যপূরণে সরকারের প্রতিভূ হিসাবে কাজ করে নিগমগুলি। এদের আর্থিক এবং বাস্তব সাফল্য চিত্র ১নং সারণিতে তুলে ধরা হল।

ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (DAIC) এবং ড. আম্বেদকর জাতীয় স্মারক (DANM)

ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের ধ্যানধারণাকে আরও বেশি করে মানুষের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে দপ্তর ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গঠন করেছে। গত ২০১৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখে প্রধানমন্ত্রী ১৫, জনপথ, নয়াদিল্লির ঠিকানায় এই কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ড. আম্বেদকরের শিক্ষা, আদর্শ ও দূরদর্শিতাকে আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে দিতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তা ছাড়াও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইস্যুগুলি বিষয়ে গবেষণার জন্য এটি অন্যতম সেরামানের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে চলেছে। সমস্ত শ্রেণির মানুষকে দেশের বৃদ্ধি কর্মকাণ্ডে শামিল এবং তার সঙ্গে জড়িত আর্থ-সামাজিক ইস্যুসমূহের জন্য এক 'থিঙ্ক ট্যাঙ্ক' হিসাবে কাজ করবে এই প্রতিষ্ঠান। ড. আম্বেদকর জাতীয় সংগ্রহশালা (Dr. Ambedkar National Memorial বা DANM) বাবা সাহেব আম্বেদকরের জীবন ও কর্মের উপর এক "স্টেট অব দ্য আর্ট" মিউজিয়াম বিশেষ। প্রধানমন্ত্রী চলতি বছরের ১৩ এপ্রিল নয়াদিল্লির আলিপুর রোড স্থিত ঠিকানায় এই মিউজিয়ামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের পর থেকেই প্রতিদিনই প্রচুর মানুষ এই কেন্দ্র পরিদর্শনে আসছেন।

উপসংহার

ভারতীয় সংবিধানে ৩৮ নং ধারায় মানুষের কল্যাণকল্পে সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা পূরণের লক্ষ্যে দপ্তর সতত দায়বদ্ধ। বর্তমান সরকারের "সব কা সাথ, সব কা বিকাশ" দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তিও এটি। দপ্তরের টার্গেট জনসংখ্যা, অর্থাৎ, প্রান্তিক ও অসহায় মানুষজনের ক্ষমতায়নের কাজ যখন তাদের সম্ভাবনার পূর্ণমাত্রায় সম্ভবপর হবে তখনই দপ্তরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বলে ধরে নেব আমরা। ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে ক্ষমতায়ন : তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তন

এস শ্রীনিবাস রাও, সুন্দরেশ ডি. এস.

সমীক্ষায় দেখা গেছে, এতদিনকার কট্টর সমাজ কাঠামোয় বদল আনতে, শিক্ষা ও চাকরিতে ইতিবাচক নীতির ভূমিকা যথেষ্ট। স্বাধীনতার পর দেশে, তপশিলিদের মধ্যে এক 'নয়া' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হওয়ার জন্য, উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ এক বড়ো হাতিয়ার — একথা জোর গলায় দাবি করা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের বাধাবিপত্তি ভেঙ্গে ফেলতে আরও বেশি বেশি তরুণ তপশিলিকে প্রেরণা জুগিয়েছে উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ নীতির কঠোর রূপায়ণ। এর দরুন, সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক - সবক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা বেড়েছে।

সমাজে যে কয়েকটি জাতি ও উপজাতি অন্যদের তুলনায় বিশেষ সুবিধেভোগী সেকথা হাজার বার সত্যি। সেই একই যুক্তিমাফিক, এগিয়ে থাকা জাতি-উপজাতিদের সাপেক্ষে কিছু অন্যান্য জাতি ও উপজাতি পিছিয়ে পড়া। ঠিক এ কারণেই সংবিধান বেশি অসুবিধেগ্রস্ত গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করেছে (ধর্মীয় মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের কাঠামোগত দিকদারির জন্য তপশিলি জাতি এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও দুর্গতি হেতু তপশিলি উপজাতি)। এদের জন্য, বিশেষ সুরক্ষা কবচ এবং ইতিবাচক পদক্ষেপ, যেমন বৈষম্য বিরোধী, নির্যাতন বিরোধী ব্যবস্থা এবং অস্পৃশ্যতা প্রথা (তপশিলি জাতিদের বেলায়) নিষিদ্ধকরণ এর মতো সদর্থক বাছবিচার (পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন) আইন। জমি ও বসতির অধিকার (উপজাতিদের ক্ষেত্রে) এবং তপশিলি জাতি ও উপজাতি উভয়ের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ। কিছুদিন হল, তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের বাজেটে সাব-প্ল্যানের জন্য রয়েছে আলাদা সংস্থান। গত মোটামুটি এক দশকে, এমন সাব-প্ল্যানের দরুন তপশিলিদের মধ্যে শিল্পোদ্যোগী ও বানিজ্যমনস্ক এক শ্রেণির পত্তন হয়েছে।

খুব ক্ষুদ্র হলেও, এই নব্য শ্রেনির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাড়ার পূর্ব লক্ষণ রূপে, তপশিলিদের মধ্যে 'নতুন' এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি উঠে এসেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, এতদিনকার কট্টর সমাজ কাঠামোয় বদল আনতে, শিক্ষা ও চাকরিতে ইতিবাচক নীতির ভূমিকা যথেষ্ট। স্বাধীনতার পর দেশে, তপশিলিদের মধ্যে এক 'নয়া' শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হওয়ার জন্য, উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ এক বড়ো হাতিয়ার — একথা জোর গলায় দাবি করা যায়। সামাজিক পরিবর্তনের বাধাবিপত্তি ভেঙ্গে ফেলতে আরও বেশি বেশি তরুণ তপশিলিকে প্রেরণা জুগিয়েছে উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ নীতির কঠোর রূপায়ণ। এর দরুন, সামাজিক, অর্থনীতিক ও রাজনৈতিক - সবক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা বেড়েছে।

শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই ক্ষমতায়নের প্রভাব স্পষ্ট । একভাবে বলা যায় যে এই প্রভাব ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় ক্রমশ। রাষ্ট্রীয় নীতি তপশিলিদের শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে। এটা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঠাটবাটের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। আবার সেই সুবাদে আরও উচ্চ এবং উন্নতমানের শিক্ষার জন্য তাদের সামনে খুলে গেছে নতুন নতুন পথ।

প্রথমত, অসুবিধাগ্রস্তদের সামাজিক ক্ষমতায়নের এক বড়ো সুফল হল, এর দরুন

[শ্রী রাও দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইকনমিক্সের জাকির হুসেন সেন্টার ফর এডুকেশনাল স্টাডিজে সোশিওলজির সহযোগী অধ্যাপক। ই-মেল : srinivas.zhccs@ gmail.com এবং শ্রী সুন্দরেশ ডি.এস. সেই কেন্দ্রেরই ডক্টরেট ছাত্র। ই-মেল : dssundresh@ gmail.com]

কাজকর্ম জোটাতে ভালো এবং দরকারি শিক্ষা পেতে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেছে। তপশিলিদের মধ্যে লেখাপড়ার মান বেড়েছে সব অঞ্চল এবং রাজ্যে। বৃদ্ধি পেয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়াও। লেখাপড়ায় পাততাড়ি গোটান কমেছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। শিক্ষার সব স্তরেই পড়া চালিয়ে যাওয়ার হার বেড়েছে। তা সত্ত্বেও এ দিকগুলোতে এখনও উদ্বেগের কারণ আছে বৈকি। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক এবং সেখান থেকে উচ্চশিক্ষায় নাম লেখানো বেড়ে গেলেও, আরও বেশি উন্নতি করা দরকার।

উচ্চশিক্ষায় যোগদান ও ক্ষমতায়ন

সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতায়নের সুবাদে তপশিলিরা উচ্চশিক্ষায় আগের চেয়ে বেশি ঢুকছে। আর এই উচ্চশিক্ষা হল আরও উন্নত জীবন, সামাজিক মানমর্যাদা ও আর্থনীতিক সুযোগসুবিধের পাসপোর্ট বা হাতিয়ার। গত ১৫ বছরে, তপশিলিদের মোট ভর্তির অনুপাতে দারুণ উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ২০১৪-১৫-এ তপশিলি জাতিদের এই ভর্তির হার ছিল ১৯.১ শতাংশ। ২০০৫-০৬-এ তা ছিল মাত্র ৮.৪ শতাংশ দ্রষ্টব্য সরণি (১)। তেমনই ২০০৫-০৬ -এ ৬.৬ শতাংশ থেকে উপজাতিদের ভর্তির হার বেড়ে ২০১৪-১৫ -তে দাঁড়ায় ১৩.৭ শতাংশ।

বস্তুত, ১৯৯৯-২০০০ থেকে এই হার বেড়েই চলেছে। সৌজন্যে এদিকে রাষ্ট্রের নীতিতে জোর দেওয়া এবং উদ্যোগ গ্রহণ। এর ফলে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশকে

সরণি-১ : উচ্চশিক্ষায় মোট ভর্তির অনুপাত (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫)

বছর	সব শ্রেণি একত্রে			তপশিলি জাতি			তপশিলি উপজাতি		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০০৫-০৬	১৩.৫	৯.৪	১১.৬	১০.১	৬.৪	৮.৪	৮.৬	৪.৭	৬.৬
২০১৪-১৫	২৫.৩	২৩.২	২৪.৩	২০	১৮.২	১৯.১	১৫.২	১২.৩	১৩.৭

উৎস : ভারত সরকার, ২০১৬ পৃষ্ঠা ২৫,২৯ এবং ৩১

তৈরি হয়েছে আরও এক ঝাঁক নয়া উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৯-২০০০-এ তপশিলি জাতিদের মোট ভর্তির হার ৫.০৯ শতাংশের কথা ধরলে, ২০১৪-১৫-তে তা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। উপজাতিদের বেলায় অবশ্য দু'গুণ (১৯৯৯-২০০০-এ ৬.৪৩ থেকে ২০১৪-১৫-এ ১৩.৭) (রাও, ২০১৭ : ১৫৯; ভারত সরকার ২০১৬ : পৃষ্ঠা ২৯ এবং ৩১)। পক্ষান্তরে, অসংরক্ষিত শ্রেণি-সহ গোষ্ঠীর মোট ভর্তির হার ২০০৫-০৬-র ১১.৬ থেকে ২০১৪-১৫-এ বেড়ে হয় ২৪.৩ শতাংশ।

এ থেকে গুটিকয়েক সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়। ২০০০-২০১৫ সময়কালে সব গোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চশিক্ষায় যোগদানের হার বেড়েছে। তপশিলি জাতিদের বেলায় এটা আরও বেশি। তপশিলি জাতি এবং উপজাতির মহিলারাও এর ব্যতিক্রম নন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০০৫-০৬ (তপশিলি জাতি মহিলা ৬.৪ ও উপজাতি মহিলা ৪.৭) এবং ২০১৪-১৫ (তপশিলি জাতি মহিলা ১৮.২ ও তপশিলি উপজাতি মহিলা ১২.৩)-র মধ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোকার হার বেড়েছে ৩ গুণ।

উচ্চশিক্ষায় তপশিলি জাতি ও উপজাতির যোগদান এতখানি বৃদ্ধি পাওয়াটা এসব গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতায়নের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে এক নতুন চেতনা জাগার প্রতীক। এ থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে তপশিলি জাতি ও উপজাতির বহু যুবা, অর্থাৎ নবীন প্রজন্ম উচ্চশিক্ষা পেয়ে সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ায় উপকৃত হচ্ছে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তাদের সাফল্য এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, আইনের মতো একদা উচ্চকোটির পেশাদারি কোর্সে তাদের যোগদান বৃদ্ধি, এ কথার সমর্থনে যুক্তি হিসেবে খাড়া করা যায়। এর ফলে, সম্প্রতি মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে তাদের উত্তরণ ঘটছে এবং এসব জাতি ও উপজাতির পেশাগত পরিচিতিও যাচ্ছে বদলে। তবে, সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য, সরকারি এবং বেসরকারি ক্ষেত্রে নিচুপদে তপশিলিরাই সংখ্যায় বেশি, যা কিনা আধুনিক, জাতপাতমুক্ত জীবিকায় এক ধরনের শ্রেণি কাঠামোমূলক পিরামিড়ের নয়া ধাঁচ। পড়াশুনো আগেভাগে ছেড়ে দেওয়াদের মধ্যে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিচু পদে স্থায়ী চাকরিতে থিতু হওয়ার বাসনা বেড়ে যাওয়াটাও এর এক হেতু হতে পারে। এ সত্ত্বেও, বলতেই হবে, বহুদিন ইস্তক চলে আসা নিচু পদের কাজে আটকা না থেকে এখন অনেক তপশিলি উচ্চপদস্থ আধুনিক জীবিকায় নিযুক্ত। এর দরুন, তপশিলিদের মধ্যে এসেছে যথেষ্ট সামাজিক পরিবর্তন এবং মানমর্যাদা। উদারীকরণ যুগের পর আর এক অগ্রগতির লক্ষণ হচ্ছে, পেশাদারি ডিগ্রিধারী আরও বেশি তপশিলি ইদানীং উচ্চশিক্ষা ও কাজের জন্য বিদেশ যাচ্ছে। ফলে তপশিলিদের সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতায়ন দারুণ বেড়েছে। তবে সবটা সু-সমাচার নয়, মন্দ দিকও আছে বইকি। আজও নির্যাতন ও বৈষম্য ঘটে এদেশে। তাই উন্নতির উজ্জ্বল ছবিটা কিছুটা ফিকে লাগে।

সারণি ২ : বিভিন্ন সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত গ্রামের তপশিলিদের মোট অনুপাত		
	তপশিলি জাতি	তপশিলি উপজাতি
মোট গ্রামীণ পরিবার	৩৩,১৬,৪০৮৫	১৯,৭৩,৭৩৯৯
সরকারি	৩.৯৫%	৪.৩৬%
রাষ্ট্রায়ত্ত	০.৯৩%	০.৫৮%
বেসরকারি	২.৪২%	১.৪৮%
টীকা : শতকরা হচ্ছে সেই শ্রেণিতে পরিবারের মোট সংখ্যা উৎস : গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, ২০১১		

কিছু দুশ্চিন্তা

তপশিলিদের অগ্রগতি সত্ত্বেও, দুর্ভাবনার কিছু হেতু আছে। উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি ক্ষেত্রের রমরমা বেড়ে চলার প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়াদের উপর। সমাজে তপশিলিদের অগ্রগতির সম্ভাবনা খর্ব হচ্ছে এর দরুন। ২০০০ সালের পর শিক্ষায় বেসরকারি ক্ষেত্র আরও বেশি ঢুকতে থাকায়, বহু তপশিলির ভর্তি হওয়ার পথ আটকে যাচ্ছে, কেননা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নেই। ফলে তাদের একটা বড়ো অংশ বিএ-বি এস সি-র মতো সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে পড়াশুনো করতে বাধ্য হয়। এসব ডিগ্রিতে চাকরি জোটান বেশ কঠিন। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি সংস্থায় কর্মসংস্থান হয় বেশি। কিন্তু সেখানে সংরক্ষণের অভাবে তপশিলিরা কাজের সুযোগ পায় কম। তাদের কপালে জোটে শিক্ষিত বেকারের তকমা। এই জোড়া ইস্যুর দরুন, স্বাধীনতার পর তপশিলিদের মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের পালায় দেশে যে জোয়ার এসেছিল, এখন তাতে কিছুটা ভাটার টান।

এছাড়া, সব গোষ্ঠী, বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতির মধ্যে লিঙ্গ বা স্ত্রী-পুরুষ সমতার ইস্যুটি এখনও রীতিমতো গুরুতর। উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের যোগদান বাড়লেও, তারা পুরুষের চেয়ে বহু কদম পিছিয়ে। শহরের তপশিলি মেয়েরা, গ্রামাঞ্চলে তাদের গোষ্ঠীর মহিলাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে। এর মানে, উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে আসা সমাজ পরিবর্তনের সুফল বেশিরভাগ মহিলার কাছে অধরা। এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হল, ইতিবাচক নীতিতে উপকৃত উচ্চশিক্ষাপাওয়া শহরবাসী তপশিলি মেয়েদের অধিকাংশ দ্বিতীয় প্রজন্মের । অস্যার্থ, তপশিলি পরিবারের প্রথম প্রজন্মের এক বড়ো ভাগ নীতি কাঠামোর আওতার বাইরে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত। ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট বোঝাতে, সংগঠিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রামের তপশিলিদের হালহকিকত খতিয়ে দেখা যাক।

সারণি ২ সংগঠিত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের তপশিলিদের করুণ দশা তুলে ধরে। এক্ষেত্রে কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য চাই কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা।

শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানে এহেন বেহাল অবস্থায়, আর এক উদ্বেগের বিষয় হল, সরকারি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ ক্রমশ কমেছে এবং উদারীকরণের পর বেসরকারি সংস্থার বাড়বাড়ন্তের দরুন সরকারি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ গেছে থমকে। বেসরকারি সংস্থায় সংরক্ষণ না থাকায়, শিক্ষিত তপশিলি জাতি ও উপজাতির ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া মার খেয়েছে। কাজের সুযোগের অভাবে এসব গোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহও যাবে বেড়ে।

গত ক' দশকে তপশিলিদের কপাল ঢের ফিরলেও, চাই আরও বহুত উন্নতি। বদলানোর প্রস্তুতিপর্ব অবশ্য ইতোমধ্যে সারা এবং তপশিলিরা শিক্ষার গুরুত্বের বিষয়ে সচেতন হচ্ছে আরও বেশি বেশি। এটা সমাজ ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সমতার লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে। উৎকৃষ্ট মানের উচ্চশিক্ষার সুযোগ মেলা, সেই পড়াশুনো চালিয়ে যাওয়া এবং শিক্ষা শেষে ভালো চাকরি পাওয়াটা ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে থাকা এসব গোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক ক্ষমতা বাড়ানোর জোরাল হাতিয়ার। ❑

উল্লেখপঞ্জি :

- ভারত সরকার, ২০১৬। এডুকেশনাল স্ট্যাটিসটিক্স - অ্যাট এ গ্লান্স, মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক : দিল্লি, পৃষ্ঠা ২৫, ২৯ ও ৩১। ৯ জুলাই, ২০১৮তে বিকেল তিনটের সময় http : // mhrd.gov.in/sites / upload_files / statistics / ESG 2016_0.pdf থেকে পাওয়া।
- গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক, সামাজিক-আর্থনীতিক ও জাতপাত সমীক্ষা ২০১১, ৯ জুলাই বিকেল ৫ টায় http : // segc.gov.in, থেকে পাওয়া।
- রাও, এস. শ্রীনিবাস, ২০১৭। Transition from Elite to Mass System of Higher Education in India - What does Massification Mean for Equality ? *Journal of Educational Planning and Administration,* Volume 31, no. 2, pp. 141-156.

তপশিলি জনজাতিদের কল্যাণের জন্য সরকারি উদ্যোগ

তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অরণ্যবাসী (অরণ্যের অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬

যারা বংশানুক্রমে যুগযুগান্তর ধরে বনেজঙ্গলে বাস করছেন অথচ যাদের অধিকার নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, সেই সব তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অরণ্যবাসীদের অরণ্যের ওপর অধিকার ও অরণ্যে বসবাস করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে তপশিলি জনজাতি ও অন্যান্য অরণ্যবাসী (অরণ্যের অধিকারের স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। বনভূমিতে বসবাস ও জমির ওপর অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি এই আইনে বনসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ-সহ অন্যান্য অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যও সংস্থান করা হয়েছে, যেমন — মালিকানার অধিকার, সংগ্রহ করার সুযোগ, ছোটোখাটো বনজ উৎপাদন ব্যবহার, সামুদায়িক অধিকার ; আদিম জনজাতি ও কৃষি-পূর্ব যুগের সম্প্রদায়গুলির জন্য বসবাসের অধিকার ; যে কোনও যৌথ বনসম্পদ, যেটির সুস্থায়ী ব্যবহারের জন্য প্রথাগতভাবে এই সব জনগোষ্ঠীই সংরক্ষণ করে, সেটির সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন ও ব্যবস্থাপনার অধিকার।

জনজাতি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ তহবিলের ওপর নজরদারি :

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, জল সরবরাহ, জীবিকা, দক্ষতা বিকাশ, ক্ষুদ্র স্তরের পরিকাঠামোর মতো ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া তপশিলি উপজাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যদের বৈষম্য দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতি উপ-প্রকল্প বা Tribal Sub Scheme (TSS)-এর জন্য বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা বা Special Central Assistance (SCA)-এর বরাদ্দের পুরো একশ শতাংশই প্রদান করে। ৩৭-টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও দপ্তরের জনজাতি উপ-প্রকল্পের আওতায় জনজাতি উন্নয়নে নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বিশেষের জন্য ২৯৮-টি আলাদা যোজনা রয়েছে। জনজাতি উপ-প্রকল্পের নতুন নাম 'Scheduled Tribe Component' (STC)।

ভারতীয় সংবিধানের ২৭৫(১) ধারা অনুসারে অনুদান : কেন্দ্রীয় সরকার Grants-in-aid বরাদ্দের জন্য পুরো অর্থই জোগায় যাতে রাজ্য সরকার তপশিলি জনজাতির সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তথা জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করতে পারে।

ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের জন্য ন্যূনতম সহায় মূল্য : জনজাতির মানুষজন সমাজের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম শ্রেণিভুক্ত। তাদের জীবনধারণ ও জীবিকার একটি অন্যতম প্রধান উৎস ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন। জনজাতিভুক্ত দশ কোটি মানুষের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের ওপর খাদ্য, গবাদি পশুর খাদ্য, আশ্রয়, ওষুধপত্তর ও নগদ আয়ের জন্য নির্ভরশীল। এ তথ্য থেকেই এই সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের গুরুত্ব সুস্পষ্ট। এর সঙ্গে মহিলাদের আর্থিক ক্ষমতায়ন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন সংগ্রহ, ব্যবহার ও বিক্রির কাজে তারাই মূলত যুক্ত। ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদন ক্ষেত্রে বার্ষিক ১ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সংগ্রহ করা ক্ষুদ্র বনজ উৎপাদনের বিনিময়ে যাতে জনজাতিরা ন্যায্য মূল্য পান, সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম সহায় মূল্য নির্ধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পের সূচনা করে। ন্যূনতম সহায় মূল্য প্রকল্পের লক্ষ্য উৎপাদনের ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিত করার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নির্দিষ্ট বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ, প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, ইত্যাদির পাশাপাশি সম্পদের উৎসের সুস্থায়ীত্ব বজায়

রাখা। প্রথম পর্যায়ে এই প্রকল্পের আওতায় ছিল ১০-টি বনজ পণ্য ও ন'টি রাজ্য। পরবর্তীকালে এই প্রকল্প প্রসারিত করে সবক'টি রাজ্য ও ২৪-টি পণ্য এর আওতায় আনা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ সুস্থায়ীভাবে ব্যবহার করতে বনজ পণ্য সংগ্রহকারীদের সুস্থায়ী চাষাবাদ ও মূল্য যুক্ত করতে বাজারজাতকরণের মতো কার্যকলাপের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে এই প্রকল্পে।

বিশেষভাবে অসহায় জনজাতি গোষ্ঠীর উন্নয়ন

কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক "Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups" নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে যার আওতায় রয়েছে আট রাজ্য/আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপসমূহের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অসহায় শ্রেণির ৭৫-টি জনজাতি গোষ্ঠী। এই যোজনার এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রগুলি নমনীয়। অসহায় হিসেবে চিহ্নিত গোষ্ঠীগুলির সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এর আওতায় রয়েছে আবাসন, ভূমি বন্টন, ভূমি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, পশুপালন, সড়ক (লিংক রোড) নির্মাণ, আলোর জন্য অপ্রথাগত শক্তির ব্যবস্থা, সামাজিক সুরক্ষার জন্য জনশ্রী বিমা যোজনা ও অন্যান্য উদ্ভাবনী কার্যকলাপ।

শিক্ষা সংক্রান্ত প্রকল্প :

কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক জনজাতিভুক্ত অভাবী পড়ুয়াদের মাধ্যমিক-পূর্ব ও মাধ্যমিক-পরবর্তী বৃত্তির ব্যবস্থা করেছে। প্রাক্-মাধ্যমিক ছাত্রবৃত্তির উদ্দেশ্য বিশেষত দুটি পর্যায়ে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুলছুটের প্রবণতা ঠেকানো— প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্যবর্তীকালে এবং মাধ্যমিক স্তরে পঠনপাঠনের সময়ে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রদত্ত বৃত্তির লক্ষ্য জনজাতিভুক্ত পড়ুয়াদের মাধ্যমিকের পরও পড়াশুনা ও উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

জনজাতিভুক্ত পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়তা

কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের 'National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST Students' (জনজাতিভুক্ত পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য জাতীয় গবেষণাবৃত্তি ও ছাত্রবৃত্তি) প্রকল্পের আওতায় উৎকর্ষের নিরিখে চিহ্নিত নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক/স্নাতকোত্তর স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং, তথ্য-প্রযুক্তি, ইত্যাদি বিষয়ে পঠনপাঠনের জন্য বৃত্তি প্রদান করে। এই যোজনায় সুবিধাভোগী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কাছে সরাসরি আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

জনজাতি উন্নয়ন নিগমগুলিকে সহায়তা

চালু এই প্রকল্প অনুসারে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের আওতাভুক্ত জাতীয় তপশিলি জনজাতি অর্থ ও উন্নয়ন নিগম বা National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারে আওতাধীন রাজ্য তপশিলি

জনজাতি অর্থ ও উন্নয়ন নিগম বা State Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (STFDC)-গুলি কেন্দ্র সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত। বাস্তবোপযোগি কার্যকলাপের মাধ্যমে আয়ের উৎস সৃষ্টি করতে অর্থ জোগায় নিগম। কেন্দ্রীয় নিগম অনুমোদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের আওতার মধ্যে পড়ে এই সব ক্ষেত্র : ক) কৃষিক্ষেত্রে দুগ্ধ উৎপাদন, পোল্ট্রি, পাম্পসেট/ক্ষুদ্র সেচ, ছাগ প্রতিপালন, শূকর প্রতিপালন, উদ্যানপালন, ইত্যাদি ; খ) শিল্পক্ষেত্রে বাঁশের আসবাবপত্র নির্মাণ, আটা/চাল কল, স্টিল ফ্যাব্রিকেশন, রত্ন কাটাই ও পালিশ, প্রভৃতি ; গ) পরিষেবা ক্ষেত্রে গাড়ির কর্মশালা, বই বাঁধাই, ডেটা প্রসেসিং, তাঁবু ইত্যাদি ; ঘ) পরিবহণ ক্ষেত্রে অটোরিকশা, মালবাহী গাড়ি, ইত্যাদি।

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন

ড. সন্ধ্যা লিমায়ে

আত্মবল, স্থৈর্য এবং নিজের অধিকার, স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার দ্বারাই সাধারণভাবে ক্ষমতায়ন সূচিত হয়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় স্তরেই। ক্ষমতায়নের মধ্যবর্তিতায় মানুষ তার জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সম্পদ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের উপর তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সামাজিক ক্ষমতায়ন হল এক বিস্তৃত অনুশীলন যার মূল নিহিত রয়েছে সমাজসেবা ও সমষ্টিগত উন্নয়নের বিভিন্ন নীতিতে। সমাজ কল্যাণমূলক প্রয়াসে ক্ষমতায়নকে গণ্য করা হয়ে থাকে একটি সম্পদ প্রভাবিত ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসাবে।

ভারতের বৃহৎ সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির একটিতে রয়েছেন প্রতিবন্ধী মানুষরা। দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিবন্ধী মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে অবহেলা, বিচ্ছিন্নতা ও প্রত্যাখানের অভিশাপ। এদেশের নিপীড়িত ও প্রান্তবর্তী প্রতিবন্ধীরা পূর্ণ নাগরিকত্ব ও অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তাদের প্রতি নিরন্তর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে, সমাজ-সংসারে অবমাননা ও অবজ্ঞা আজও প্রতিবন্ধীদের নিত্যসঙ্গী। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা ২৬৮.১৪ লক্ষ, যারা কিনা দেশের সমগ্র জনসংখ্যায় ২.২১ শতাংশ। এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্য করা যায় চলৎশক্তিতে (৫৪.৩৭ শতাংশ) যার পরে রয়েছে শ্রবণ (৫০.৭৩ শতাংশ) এ দৃষ্টিশক্তি জনিত (৫০.৩৩ শতাংশ) পঙ্গুতা।

প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত অভিজ্ঞ পেশাদারদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এখন পরিবর্তন ঘটেছে। ইদানীংকালে জোর দেওয়া হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের স্বাধিকার রক্ষা, সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সমাজের মূল প্রবাহে তাদের যুক্ত করার দিকগুলি। সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে অন্য সবার মতো প্রতিবন্ধী মানুষদেরও রয়েছে আর্থিক, হার্দিক, দৈহিক, বৌদ্ধিক, আতিসর্ব, সামাজিক, রাজনৈতিক সহ সব ধরণের স্বাভাবিক চাহিদা। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেও বলা দরকার যে প্রতিবন্ধীদের ক্ষমতায়ন ও অধিকারভিত্তিক সমাজে তাদের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে এখনও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে।

ক্ষমতায়নের প্রকৃত অর্থ পৃথক পৃথক সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আত্মবল, স্থৈর্য এবং নিজের অধিকার, স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার দ্বারাই সাধারণভাবে ক্ষমতায়ন সূচিত হয়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় স্তরেই। ক্ষমতায়নের মধ্যবর্তিতায় মানুষ তার জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় সম্পদ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের উপর তার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে সক্ষম হয়। সামাজিক ক্ষমতায়ন হল এক বিস্তৃত অনুশীলন যার মূল নিহিত রয়েছে সমাজসেবা ও সমষ্টিগত উন্নয়নের বিভিন্ন নীতিতে। সমাজ কল্যাণমূলক প্রয়াসে ক্ষমতায়নকে গণ্য করা হয়ে থাকে একটি সম্পদ প্রভাবিত ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসাবে।

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ও সরকারি পদক্ষেপ

প্রতিবন্ধীদের কল্যাণসাধন ও তাদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত নীতিপন্থাগুলির উপর

[লেখক মুম্বাইয়ের Tata Institute of Social Sciences-এর Centre for Disability Studies and Action, School of Social Work-এ সহযোগী অধ্যাপক। Nehru-Fulbright, Erasmus Mundas ও Rockefeller Fellow। ই-মেল : limaye.sandhya@gmail.com, slimaye@tiss.edu]

বিশেষভাবে জোর দিতে এবং তাদের জন্য পরিচালিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে ২০১২ সালের ১২ই মে প্রতিবন্ধী ক্ষমতায়ন নামক একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় দপ্তর গঠন করা হয়। আগে এটি কেন্দ্রীয় সামাজিক বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের আওতাধীন ছিল। নবগঠিত দপ্তরের অন্যতম লক্ষ্য হল বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের দ্বারা সামাজিক ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করা। কর্মসূচীগুলির মধ্যে অন্যতম হল :

❑ **সহায়ক সাজসরঞ্জাম কেনার জন্য প্রতিবন্ধীদের অর্থসাহায্য কর্মসূচী (ADIP) :** কর্মসূচীটির আওতায় বিগত তিন বছরে (২০১৪-২০১৭) অনুদান-সাহায্য বাবদ ৪৩০.৯৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে যার দরুণ সারা দেশে আয়োজিত ৫২৬-টি শিবির থেকে সাহায্য নিয়ে উপকৃত হয়েছেন ৭.০৩ লক্ষ প্রতিবন্ধী মানুষ। ADIP-র আর একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল ২০১৪-র আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে Cochlear ইমপ্ল্যান্ট প্রকল্পের সূচনা। দেশের ১৭২-টি হাসপাতালকে এই প্রকল্পের প্যানেলভুক্ত করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট ৭৯৪ জনের অস্ত্রোপচার হয়েছে যার মধ্যে ADIP-র আওতাধীন অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৬৬৭-টি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার পরবর্তী পুনর্বাসনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবন্ধকতার মাত্রা যাদের অত্যাধিক বেশি এমন ব্যক্তিদের এই কর্মসূচীর অন্তর্গত করে প্রতিটি ৩৭ হাজার টাকা দামের মোটর-চালিত ট্রাইসাইকেল ভর্তুকিপ্রাপ্ত হারে ২৫ হাজার টাকায় বিতরণ করা হয়েছে। [অবশিষ্ট ১২ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে সাংসদ বা বিধায়কের স্থানীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিল বা রাজ্য সরকারের সহায়তা বা উপকৃতদের কাছ থেকে]। বিগত তিন বছরে ৩৬৩৯ জন প্রতিবন্ধীকে মোটরচালিত সাইকেল দেওয়ার জন্য খরচ করা হয়েছে ৯.১০ কোটি টাকা। এভাবেই নানারকম সহায়ক সরঞ্জাম পাওয়ার ফলে প্রতিবন্ধীরা স্বাধিকার ও সচলতা অর্জন করার পাশাপাশি সামাজিক অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তির সুযোগ পেয়েছেন।

❑ **'মিশন মোডে' কারিগরি উন্নয়ন প্রকল্প :** কর্মসূচীটির সূচনা হয় ১৯৯০-৯১ সালে। এটির উদ্দেশ্য ছিল প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে যথোপযুক্ত ও সুলভ সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে তাদের সমাজজীবনে যুক্ত করা। গবেষণা ও উন্নয়নের সাহায্যে (R & D) প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম নির্দিষ্টকরণ এবং সেগুলি তৈরি করার জন্য ADIP-র আওতায় আর্থিক সহায়তা দেবার ব্যবস্থাও রয়েছে। বিভিন্ন আই.আই.টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও এ কাজে জড়িত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে ১০০ শতাংশ ভিত্তিতে। প্রকল্পগুলি নির্বাচনের জন্য চারটি কারিগরি গোষ্ঠীর নজরদারি রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে (সেরিব্র্যাল পল্‌সি-সহ অর্থোপেডিক, বা দৃষ্টি, শ্রবণ বা বাক্‌শক্তির অভাবজনিত বা মানসিক) প্রকল্পগুলিতে কতটা অগ্রগতি হচ্ছে তার প্রতিও কারিগরি গোষ্ঠীগুলির সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। যেসব প্রকল্পের জন্য কারিগরি গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে সুপারিশ আসছে, পরবর্তী ধাপে সেগুলিকে এক শীর্ষস্তরের কমিটিতে পেশ করা হয় যার নেতৃত্বে রয়েছেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত সচিব।

❑ **মাধ্যমিক স্তরের প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিকরণ শিক্ষা (IEDSS) :** এই কর্মসূচীতে সরকারি, স্থানীয় সংস্থা বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ১৪ বছর বা তদূর্ধ্ব প্রতিবন্ধী পড়ুয়াদের নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী অবধি মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য সহায়তা দেওয়া হয়। প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরে উত্তীর্ণ প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের চিহ্নিত করার পর কর্মসূচীটিতে প্রতিবন্ধকতা অনুযায়ী সহায়ক সরঞ্জাম দেওয়া হয়। এছাড়া তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক, যানবাহন, ছাত্রাবাস, বৃত্তি, কারিগরি সহায়তা, লিখন ও পঠন সংক্রান্ত সহায়ক ইত্যাদি নানা ধরণের ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চতর শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্যও প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বৃত্তির সুযোগ রয়েছে। বলা বাহুল্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এধরনের শিক্ষালাভের ফলে প্রতিবন্ধীরা সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পান।

❑ **সুগম্য ভারত অভিযান :** ঘরবাড়ি, যানবাহন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে

প্রতিবন্ধী মানুষদের কাছে সুগম্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এই অভিযানের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যক্তিবিশেষের পঙ্গুতা বা সীমাবদ্ধতার দরুণ নয় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে সামাজিক গঠনপ্রণালীরও দায় রয়েছে। অভিযানটি সফল করে তোলার জন্য এবং ঘরবাড়ি নির্মাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একদল বিশেষজ্ঞ উদ্যোগী হয়েছেন এবং কর্মশিবির পরিচালনা করছেন। কোন একটি বিল্ডিং সুগম্য কিনা সে সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন বা ছবি আপলোড করার জন্য একটি ওয়েব পোর্টালও খোলা হচ্ছে।

❑ **প্রতিবন্ধী আইন রূপায়ন বিষয়ক কর্মসূচী (SIRDA) :** এটি একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক কর্মসূচী যার আওতায় সংশ্লিষ্ট আইন রূপায়নের উদ্দেশ্যে দক্ষতা বিকাশ, বাধামুক্ত পরিবেশ গঠন, প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ প্রতিবন্ধী আইনের ৪৬ নং ধারা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনগুলিতে বাধামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার সংস্থান আলোচ্য কর্মসূচীতে রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের সুবিধার জন্য পাটাতন বা র‍্যাম্প রেল, লিফট, হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীর জন্য বিশেষ নকশায় শৌচাগার, ব্রেইল, শ্রুতিগ্রাহ্য সংকেতবার্তা, স্পর্শগ্রাহ্য ভূ-তল ইত্যাদি প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

❑ **দীনদয়াল প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কর্মসূচী:** প্রতিবন্ধী মানুষদের যথোপযুক্ত পুনর্বাসনের জন্য এই কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন এন.জি.ও. আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। এটিতে ১৮-টি সাব-কম্পোনেন্টের সাহায্যে লক্ষ্য রাখা হয় যাতে প্রতিবন্ধীরা তাদের সর্বোচ্চ স্পর্শগ্রাহ্য, বৌদ্ধিক, মানসিক বা সামাজিক ক্রিয়া-কর্তব্যের স্তরে পৌঁছতে পারেন।

❑ **তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি (I.C.T):** কোন একটি শহরে প্রতিবন্ধী-বান্ধব কী কী

উপযোগিতা, সহায়তা ও পরিষেবা রয়েছে তা জানানোর জন্য একটি মোবাইল অ্যাপ শুরু হতে চলেছে। মোবাইল সংযোগ প্রতিবন্ধীদের জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করছে। এছাড়া সরকারের তরফ থেকে সেটটপ বক্স প্রবর্তনের কথা ভাবা হচ্ছে যাতে করে দৃষ্টিশক্তি সমস্যা পীড়িত ব্যক্তিদের কাছে টেলিভিসনের অনুষ্ঠানগুলি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইঙ্গিত-ভাষার মাত্র একটি সংবাদ বুলেটিন চালু রয়েছে। এবার থেকে প্রতি বছর ২০০ জনকে ইঙ্গিত-ভাষা পরিবেশনে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে আগামী ৫ বছর ধরে। টেলিভিসনের অনুষ্ঠানগুলিকে প্রতিবন্ধী-বান্ধব করে তোলার জন্য অনুষ্ঠানসূচীর ২৫ শতাংশ ইঙ্গিত-ভাষা প্রবর্তিত হবে। প্রথম পর্যায়ে দূরদর্শনে কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হবে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকারি ওয়েবসাইটের বিভিন্ন বিষয়কে স্ক্রিন রিডার প্রোগ্রামের সাহায্যে লিখিত অংশকে শ্রুতিগ্রাহ্য মোডে রূপান্তরিত করা হবে।

❑ **সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রচার অভিযান :** এই কর্মসূচী শুরু হয় ২০১৪ সালে। উদ্দেশ্য হল কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উদ্যোগে প্রতিবন্ধী কল্যাণে যে সব প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি বিষয়ে ইলেকট্রনিক, মুদ্রণ, চলচ্চিত্র ও মাল্টি-মিডিয়ার মতো গণমাধ্যমগুলির মধ্যবর্তিতায় ব্যাপক গণচেতনার প্রসার ঘটানো। প্রচার অভিযানগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য সুষ্ঠু আবহের বিকাশ, তাদের আইনি অধিকার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পরিবেশন এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের বিশেষ চাহিদাগুলি সম্পর্কে নিয়োগকর্তা বা সংশ্লিষ্ট মহলকে সজাগ করা এবং প্রতিবন্ধকতাভেদে তাদের পুনর্বাসনে সচেষ্ট থাকা, হেল্প লাইন প্রবর্তন করা ইত্যাদি বিষয়সমূহ।

উপসংহার

প্রতিবন্ধীদের জীবনযাত্রার গুণমান বাড়াতে তাদের সামাজিক ক্ষমতায়ন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প নেই। এই ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। যে চারটি স্তরে সামাজিক ক্ষমতায়ন সুনিশ্চিত হয় সেগুলি হল : (১) ব্যক্তিগত স্তরে সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আত্মসম্মান বজায় রেখে জীবনযাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন (২) পারিবারিক স্তরে যেখানে প্রতিবন্ধী সদস্যের সামাজিক পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্ট পরিবারটি সঠিক নির্দেশনা ও সমর্থন পেয়ে থাকে (৩) সামাজিক স্তরে যেখানে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সরকারি নীতি রূপায়নের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীরা যদি সমষ্টিগতভাবে সহায়তা পান তাহলে তাদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ সহজ হয়ে ওঠে এবং (৪) সামাজিক নীতি স্তরে যে নীতির প্রভাবে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সমতা ও অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত হয়। এক কথায় বলতে গেলে প্রতিবন্ধী মানুষদের ক্ষমতায়নের অপরিহার্য শর্ত হল সঠিক সামাজিক নীতি ও বিভিন্ন ধরণের সহায়ক সুযোগসুবিধা। ❑

লক্ষ্য মাতৃমৃত্যু রোধ : দেশে প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত কমে ১৩০

ড. মনীষা ভার্মা, পূজা পাসসি

একজন গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুর কতটা আশঙ্কা আছে, সেটাই বোঝায় প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত। এটি প্রসূতি মৃত্যুর একটি মানক হিসাবে পরিচিত। এখান থেকেই আসে দ্বিতীয় প্রশ্নটি। MMR এত গুরুত্বপূর্ণ কেন, এর তাৎপর্য কী ? MMR-কে আসলে সারা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি মনে করা হয়। একে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা, আন্তঃক্ষেত্রীয় সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং অসাম্যের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়া এর মাধ্যমে একটি সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ফুটে ওঠে। অর্থাৎ MMR শুধু প্রসবকালীন জটিলতা সামাল দেবার কার্যকর স্বাস্থ্য পরিচর্যার হাতিয়ারই নয়, একটি দেশের প্রগতি ও উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্রও বটে।

রাষ্ট্রসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের (Millennium Development Goals বা MDGs) ৫.১ নং ধারায় প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত (Maternal Mortality Rate বা MMR) ১৯৯০ থেকে ২০১৫ সাল, এই সময়পর্বের মধ্যে তিন চতুর্থাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। আমাদের দেশ সেই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। সাম্প্রতিক নমুনা নথিভুক্তি ব্যবস্থার (Sample Registration System বা SRS) তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত ৩৭ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে প্রতি লক্ষে ১৩০। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল মধ্যবর্তী সময়কালে এই অনুপাত ছিল প্রতি লক্ষে ১৬৭ জন।

এই সাফল্য অর্জন কীভাবে সম্ভব হল, সে প্রসঙ্গে আসার আগে বুঝে নেওয়া যাক, প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত বলতে কী বোঝায় এবং এর তাৎপর্য কী ? প্রসূতি মৃত্যু বলতে বোঝায় গর্ভাবস্থাজনিত বা প্রসবকালীন যে কোনও কারণে প্রাণহানি (দুর্ঘটনা বাদ দিয়ে)। আবার গর্ভাবস্থা শেষ হবার, অর্থাৎ শিশুর জন্মের ৪২ দিনের মধ্যে মায়ের মৃত্যু হলে তাকেও প্রসূতি মৃত্যুর আওতায় ফেলা হয়। এক্ষেত্রে গর্ভাবস্থা কতদিনের ছিল, তা বিচার করা হয় না। এবার আসা যাক প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত বা MMR কাকে বলে সেই বিষয়ে। কোনও নির্দিষ্ট বছরে সন্তানের জন্ম দেবার সময়ে প্রতি এক লক্ষে যত সংখ্যক প্রসূতির মৃত্যু হয় তাকে বলা হয় প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত। মনে রাখতে হবে এটি কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, এটি একটি অনুপাত। এই অনুপাতের হর-এ রয়েছে প্রজননক্ষম মহিলার সংখ্যা (যাদের বয়স ১৪ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে)। একজন গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুর কতটা আশঙ্কা আছে, সেটাই বোঝায় প্রসূতি মৃত্যুর অনুপাত। এটি প্রসূতি মৃত্যুর একটি মানক হিসাবে পরিচিত। এখান থেকেই আসে দ্বিতীয় প্রশ্নটি। MMR এত গুরুত্বপূর্ণ কেন, এর তাৎপর্য কী ? MMR-কে আসলে সারা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি মনে করা হয়। একে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধা, আন্তঃক্ষেত্রীয় সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং অসাম্যের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়া এর মাধ্যমে একটি সমাজের সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন ফুটে ওঠে। অর্থাৎ MMR শুধু প্রসবকালীন জটিলতা সামাল দেবার কার্যকর স্বাস্থ্য পরিচর্যার হাতিয়ারই নয়, একটি দেশের প্রগতি ও উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্রও বটে। MMR-এর তাৎপর্য বোঝা এবং আমাদের দেশ যে MDG-র লক্ষ্য অর্জন করেছে তা জানার পর, এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব, এই সাফল্য অর্জনের গুরুত্ব ঠিক কতখানি ? এর অর্থ হল, ভারত প্রসবকালীন মৃত্যু কমানোর

[ড. ভার্মা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের মিডিয়া সংক্রান্ত প্রধান। ই-মেল : v.manisha@gmail.com এবং শ্রীমতি পাসসি একই মন্ত্রকের বরিষ্ঠ কনসালট্যান্ট (IEC)। ই-মেল : drpooja.mohfw@yahoo.in]

ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে; ২০১৩ সালের তুলনায় প্রসবকালীন মৃত্যুর হার কমেছে ২২% । ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে সংখ্যার দিক থেকে প্রসূতি মৃত্যু প্রায় ১২ হাজার কমেছে। এই প্রথমবার মোট প্রসূতি মৃত্যুর সংখ্যা ৪৪ হাজার থেকে কমে ৩২ হাজারে এসে ঠেকেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ২০১৩ সালের তুলনায় বর্তমানে প্রতিদিন ৩০ জন মহিলাকে প্রসবজনিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো যাচ্ছে। সবথেকে বেশি সাফল্য অর্জন করেছে যে তিনটি রাজ্য তা হল - উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড এবং অসম। এদের MMR এখনও MDG-র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি হলেও উল্লিখিত তিনটি রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যু ৬০ পয়েন্ট কমেছে। শতাংশের দিক থেকে দেখতে গেলে, MMR হ্রাসের জাতীয় গড় হল ২২%। জাতীয় গড়ের সমান বা তার থেকেও বেশি MMR কমেছে উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখন্ডে (২৯%), কেরলে (২৫%) এবং মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে (২২%)। এই ফলাফল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক।

এসব পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের প্রয়াস সঠিক দিশাতেই চলছে। MMR হ্রাসের বার্ষিক যৌগিক হার ৩৮% হওয়ায় এই তথ্যের সপক্ষে আরও জোরদার প্রমাণ মেলে। MMR হ্রাসের হার ২০০৭-০৯ সাল থেকে ২০১১-১৩ সালের সময়পর্বে ছিল ৫.৮%। ২০১১-১৩ থেকে ২০১৪-১৬ তে এসে এই হ্রাসের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে হয়েছে ৮.০১%।

এযাবৎ ১০-টি রাজ্য সার্বিকভাবে MDG নির্ধারিত MMR লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সফল হয়েছে (প্রতি লক্ষ শিশুজন্ম পিছু ১৩৯)। ৬-টি রাজ্য জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে বর্ণিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে (১০০ / লক্ষ শিশুজন্ম)। যেটা বলা জরুরি তা হল, ভারত এখন সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্যে (Sustainable Development Goals বা SDG) নির্দেশিত MMR লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলেছে (৭০/লক্ষ শিশুজন্ম)। তিনটি রাজ্য - কেরল (৪৬), মহারাষ্ট্র (৬১) এবং তামিলনাড়ু (৬৬) ইতোমধ্যেই তা অর্জন করে ফেলেছে।

সব রাজ্য যাতে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারে, সেটাই এবার আমাদের উদ্দেশ্য। শুনতে সহজ হলেও কাজটা কিন্তু মোটেও সহজ নয়। এজন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে বহু প্রজন্মের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হয়েছে। প্রসব সংক্রান্ত স্বাস্থ্য পরিচর্যার চাহিদা, সরবরাহ, সহজে নাগাল পাওয়া, ব্যয় সংকোচ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিভিন্ন উপাদানের দিকে খেয়াল রেখেছে মন্ত্রক।

চাহিদা বাড়ানোর জন্য, অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলারা যাতে সুরক্ষিত প্রসবের সুবিধা এবং আপৎকালে, ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শীদের পরিচর্যা পান সেজন্য, জননী সুরক্ষা যোজনা চালু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১ কোটি ৪ লক্ষেরও বেশি গর্ভবতী মহিলা এই যোজনার সুফল পেয়েছেন। জননী শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রতিটি গর্ভবতী মহিলাকে বিনামূল্যে ওষুধ ও খাবার দেওয়া হয়। বিনা খরচে তাদের শারীরিক পরীক্ষার পাশাপাশি প্রসব ও অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও করা হয়। এমনকী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাদের নিয়ে আসা ও বাড়ি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এর জন্যও কোনও খরচ লাগে না। অসুস্থ শিশুরাও এক বছর বয়স পর্যন্ত এই সুবিধা পায়। প্রতি বছর ১ কোটি ৩০ লক্ষ গর্ভবতী মহিলা এই প্রকল্পের সুফল ভোগ করেন। জরুরি ভিত্তিতে পরিবহণের জন্য ২৪ হাজারেরও বেশি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। টোল ফ্রি নাম্বারে ফোন করে এগুলি বুক করা যায়। অন্যদিকে, জোগানের দিক থেকে দেখলে প্রজনন, প্রসব, নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য এবং বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধানে এক সার্বিক পরিষেবার (RMNCH+A) ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০

হাজারেরও বেশি পরিষেবা প্রদানকারী কেন্দ্রকে ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রসবকালীন জরুরি পরিষেবা দেবার জন্য গড়ে তোলা হয়েছে ২ হাজার ২০০-র বেশি প্রাথমিক পরিচর্যা কেন্দ্র বা First Referral Unit (FRU)। জীবনসংশয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এমন প্রসূতিদের জরুরি পরিষেবার জন্য রয়েছে ৫০-টিরও বেশি Obstetric HDU/ICU। এছাড়া গর্ভবতী মহিলা ও নবজাত শিশুদের জন্য জনস্বাস্থ্য পরিষেবার আওতায় ১০০/৫০/৩০ শয্যার প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য শাখা খোলার প্রস্তাবে অনুমোদন মিলেছে। এতে ২৫-টি রাজ্যের ৫৯০-টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অতিরিক্ত ৩২ হাজারেরও বেশি শয্যার ব্যবস্থা হবে। এই পরিকাঠামোর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল পর্যাপ্ত সুরক্ষিত রক্ত ও রক্ত উপাদানের জোগান বৃদ্ধি। এজন্য ৯৩৩-টি ব্লাড ব্যাঙ্ক এবং ১৩৫২-টি রক্ত সংরক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। শুধু পরিকাঠামোই নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক-স্টাফ নার্স-চিকিৎসাকর্মী সমেত ২ লক্ষ ২৭ হাজারেরও বেশি অতিরিক্ত মানবসম্পদ নিয়োগ করা হয়েছে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায়। এর মধ্যে আয়ুষ চিকিৎসাকর্মী এবং ANM-রাও রয়েছেন। পরিষেবাকে মানুষের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দিতে নিয়োগ করা হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ অনুমোদিত সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মী (ASHA)। কেবল মানবসম্পদ নিয়োগই নয়, তাদের পূর্ণ দক্ষতা যাতে বিকশিত হতে পারে সেজন্য Anesthesia (LSAS) এবং Obstetric Care including C-section (EmOC) প্রভৃতি বিষয়ে MBBS ডাক্তারদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়। এতে গ্রামীণ এলাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব মেটে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৮০০ জন মেডিক্যাল অফিসারকে EmOC এবং ২২০০ জনকে LSAS-এর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চিকিৎসাকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে ৫-টি National Skill Lab ও ৫৪-টি Skill Lab স্থাপন করা হয়েছে। এগুলিতে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ১০ হাজারেরও বেশি কর্মী।

কর্মসূচির দিক থেকে, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের আওতায় ধারাবাহিক পরিচর্যার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রজনন, প্রসব, নবজাত শিশুর স্বাস্থ্য এবং বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধানে এক সার্বিক পরিষেবা RMNCH+A-র পাশাপাশি গর্ভবতী, সন্তানকে স্তন্যপান করানো মায়ের এবং বয়ঃসন্ধিকালের কিশোরীদের শরীরে আয়রন ও ফলিক অ্যাসিডের ঘাটতি পূরণের ওপর কৌশলগতভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশের গর্ভবতী মহিলাদের প্রাক্‌প্রসবকালীন চিকিৎসা পরিষেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষিত মাতৃত্ব অভিযানের সূচনা হয়। এর আওতায় প্রতি মাসের ৯ তারিখে প্রসূতিদের পরীক্ষা করা হয়। এযাবৎ ১ কোটি ২৫ লক্ষেরও বেশি প্রসূতিকে প্রাক্‌প্রসবকালীন পরীক্ষা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য পরিষেবায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে কাজে লাগিয়ে মা ও শিশু চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা (Mother and Child Tracking System বা MCTS) শুরু হয়েছে, স্থাপন করা হয়েছে মা ও শিশু চিহ্নিতকরণ সহযোগিতা কেন্দ্র (Mother and Child Tracking Facilitation Centre বা MCTFC)। এখানে নাম, টেলিফোন নম্বর ও বাড়ির ঠিকানা ভিত্তিক ওয়েব সিস্টেমে প্রতিটি গর্ভবতী মহিলা (এ পর্যন্ত ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ) ও নবজাত সন্তানকে (এ পর্যন্ত ১১ কোটি ৭০ লক্ষ) চিহ্নিত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের কাছে জীবনদায়ী টিকা, ANC, জননী সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা প্রভৃতি সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

মন্ত্রকের প্রয়াসের এই হল এক সার্বিক ছবি, তবে এটি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বর্তমানে MMR লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সাফল্য আসার পিছনে আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল, রাজ্য ও উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমবেত প্রয়াস ছাড়া এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হ'ত না। এখানে বিশেষ করে বলতে হবে সামনের সারিতে থাকা সেই সব কর্মীর কথা, যারা তৃণমূল স্তরে কাজ করে প্রতিটি গর্ভবতী মহিলার কাছে পৌঁছে যান। ২০৩০ সালের যে সময়সীমা আন্তর্জাতিক স্তরে ধার্য হয়েছে, তার আগেই আমাদের দেশ সুস্থিত উন্নয়ন লক্ষ্যে (Sustainable Development Goals বা SDG) নির্দেশিত MMR অর্জন করতে চায়। এজন্য প্রতিটি রাজ্যকে তাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। আমরা প্রায়শই বলি, ভারতের এক-একটি রাজ্য এক-একটি দেশের মতো। আঞ্চলিক সেই বৈচিত্র্য মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে আরও বেশি করে মায়েদের প্রাণ বাঁচানো যায়। ❑

নারীদের ক্ষমতায়ন

সারা দেশজুড়ে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য একাধিক প্রকল্প / যোজনা প্রণয়ন করছে, যেমন —

- শিশু লিঙ্গ অনুপাতে হ্রাস ও নারী জীবনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয়সমূহ নিয়ে একটি সামগ্রিক প্রকল্প 'বেটি বাচাও, বেটি পড়াও'।
- গর্ভবতী মহিলা ও স্তনদায়ী মায়েদের স্বাস্থ্যোন্নতি ও পুষ্টির জন্য নগদ সুবিধা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা (পূর্বতন মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রকল্প) সুস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার নিরিখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।
- এগারো থেকে আঠারো বছর বয়সি বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং পুষ্টি সুনিশ্চিত করতে জীবনযাপন ও ঘরকন্নার জ্ঞানগম্যি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা প্রকল্প।
- 'প্রধানমন্ত্রী মহিলা শক্তি কেন্দ্র' প্রকল্পে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্যে পড়ুয়া স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামুদয়িক অংশীদারিত্বের প্রসার।
- কাজের সময়ে কর্মরত মহিলাদের ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়সি শিশুর দেখাশুনার জন্য 'জাতীয় ক্রেশ প্রকল্প'।
- 'রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ' মারফত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দরিদ্র মহিলাদের জীবিকা ও আয়ের উৎস সৃষ্টিকারী কার্যকলাপের জন্য সুলভে ও সহজ-সরল পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র-ঋণ প্রদান করা হয়।
- 'স্বধার গৃহ' গড়া হয়েছে স্বাবলম্বনহীন ও বিপদগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্য ও পুনরবাসনের লক্ষ্যে।
- সামগ্রিকভাবে মানবপাচার রোখা এবং দেহব্যবসার জন্য পাচার হওয়া মেয়েদের উদ্ধার ও পুনরবাসনের উদ্দেশ্যে 'উজ্জ্বলা' প্রকল্প।
- বাড়ি থেকে দূরে যারা থাকেন, সেই সব কর্মরত মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত আশ্রয় সুনিশ্চিত করতে আলাদা হোস্টেল। এই প্রকল্পের আওতায় আরও দুটি নতুন প্রস্তাব বিবেচনাধীন এবং গত তিন বছরে হিমাচল প্রদেশের জন্য দুটি প্রস্তাব অনুমোদিত।
- হিংসার শিকার মহিলাদের জন্য চিকিৎসা, পুলিশি সহায়তা, আইনি সহায়তা ও মামলার জন্য সাহায্য, কাউন্সেলিং, অস্থায়ী আশ্রয় ও অন্যান্য সাহায্য/পরিষেবা প্রদান করার সংস্থান করা হচ্ছে One Stop Centre (OSC) ও Women Helpline (WH)-এর মত প্রকল্পের মাধ্যমে।

- পরিকল্পনা, বাজেট, প্রণয়ন, প্রভাবের মূল্যায়ন ও নীতি/প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পুনর্বিবেচনা এবং বরাদ্দ নির্ধারণের মতো বিভিন্ন ধাপে লিঙ্গ সমতার দিকটিও যাতে মূলস্রোতের উপাদানগুলির সঙ্গে বিবেচিত হয়, সেই জন্য 'জেন্ডার বাজেটিং' সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই প্রকল্প পদে পদে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে বলীয়ান করা ও বিভিন্ন অংশীদারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে লিঙ্গ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মূলধারায় তুলে ধরে।

ভারতে বৃদ্ধদের নেতিবাচক ভাবমূর্তি : এক গবেষণামূলক বিবরণ

ড. শীলু শ্রীনিবাসন

সৃজনশীল বার্ধক্যকে লাভজনক কাজকর্মের ক্ষুদ্র গন্ডিতে সীমায়িত করা অনুচিত। এই দ্বিতীয় কর্মজীবন (Career) বা অবসর-পরবর্তী কালকে কাজ এবং অবকাশের সেরা সম্মিলন হিসেবে দেখা দরকার। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে কাজে লেগে পড়ার (যা একজন সবসময় করতে চেয়েছে, কিন্তু প্রথম কর্মজীবনে করে উঠতে পারেনি) সামাজিক গুরুত্ব আছে। আন্তঃপ্রজন্ম সমতার রাজনীতির যুক্তিতর্কে তা কাজে লাগে । পারিবারিক/ সামাজিক সহায়সম্পদের অপচয় হয় বৃদ্ধদের জন্য, এ ধারণা নস্যাৎ করতে বেশি বয়সেও কর্মক্ষম থাকাটা এক তো মোক্ষম থাপ্পড়।

শারীরিক সক্রিয়তা এবং শরীর ও মনের পারস্পরিক ক্রিয়ার সঙ্গে বার্ধক্য যুক্ত, এই জোরাল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে সৃজনশীল বা উৎপাদনশীল বার্ধক্য (Productive ageing) তত্ত্বটি। অধিকাংশ মানসিক ক্রিয়াকলাপে বয়সজনিত অবক্ষয় রোধ করা যেতে পারে। 'সেনেজেনিক্স' (Cenegenics) নিয়ে অধুনা লাস ভেগাসের মতো বিলাসী শহরে তো মাতামাতি তুঙ্গে। সেনেজেনিস্ক হল বার্ধক্য রোখার ব্যবস্থাপনা । এটাই এখন বার্ধক্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দাওয়াই। রাজা যযাতির মতো বহু বছর ধরে যৌবন ধরে রাখতে অভিলাষীরা সেনেজেনিক্সের চর্চা করে (টাইম, ২৫ এপ্রিল, ২০১১)। বার্ধক্যবিজ্ঞান (Gerontology) এবং স্নায়ুমনোবিজ্ঞান (neuropsychology) গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিক ক্রিয়াকলাপের দরুন নিউরন (Neuron) বা স্নায়ুকোষ ও তার শাখাপ্রশাখা নতুন ডেনড্রাইট (Dendrites), অর্থাৎ আন্তঃস্নায়ুসূত্র গজিয়ে তোলে। এই সূত্র সংযোগ স্থাপন করে অন্যান্য স্নায়ুকোষ ও তার শাখাপ্রশাখার সঙ্গে। মন নির্ষ্কমা হয়ে বসে থাকলে এসব স্নায়ুসূত্র সংকুচিত হয়ে পড়ে। সোজা কথায়, কেউ যদি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার বদলে চুপচাপ বসে থাকে, তাহলে এমন একটা সময় আসে যখন তার আর সমস্যা মেটানোর ক্ষমতা থাকে না। এ থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, হাত পা গুঁটিয়ে না রেখে, মাথা খাটাও, সক্রিয় থাক। তা করলে, বুড়িয়ে যাওয়া ও আনুষঙ্গিক সাংঘাতিক সব অধোগতির হাত থেকে রেহাই মিলবে। মর্জিটা নিজের নিজের।

'Wear and Tear', 'Neuroendocrene', 'Evolutionary vs life History', Genetic Control, 'Free Radical', Waste Accumulation, 'Caloric Restriction', 'Productive Agency' ইত্যাদি তত্ত্বকে কুর্নিশ জানাতে হয়। আজকাল বেড়েছে আমাদের আয়ু। ওই সব তত্ত্ব এই দীর্ঘজীবনের মান উন্নত করতে সাহায্য করে। তত্ত্বগুলি মারফত পাওয়া তা জ্ঞানগম্যি আমাদের নিত্যদিনকার জীবনকে সরস ও প্রফুল্ল রাখতে পারে এবং বয়স্ক নাগরিককে এহেন 'সৃজনশীল'(productive) দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রণোদিত করে। খোদ নিজের কথা বলি। বার্ধক্য নিয়ে গবেষণায় লেগে থাকা কালে, আমি কম উদ্দীপ্ত হয়ে পড়িনি।

বার্ধক্য গবেষণা ক্ষেত্রে আমূল ভোলবদল ঘটেছে গত দশকে

বার্ধক্য গবেষণার ক্ষেত্রে আমূল ভোলবদল ঘটেছে গত দশকটিতে। সিঙ্গল জিন (যে জিনটি কোনও এক রোগের কারণ) পালটানো হলে, বেশি বয়সের জীবও যৌবনকাল ধরে রাখে। মানুষের বেলায়

[লেখক প্রতিষ্ঠাতা প্রধান, ডিগনিটি ফাউন্ডেশন ও ডিগনিটি লাইফস্টাইল রিটায়ারমেন্ট টাউনশিপ। ই-মেল : sheilu.sreenivasan@dignityfoundation.com]

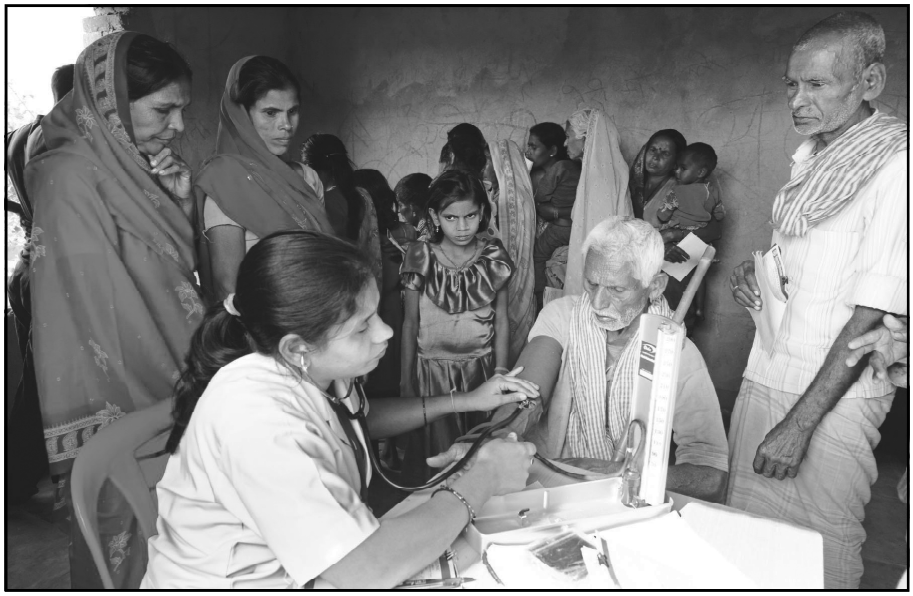

এসব রূপান্তর (Mutant) নব্বই বছরের ব্যক্তিকে দেখাবে পঁয়তাল্লিশ। তিনিও নিজেকে পঁয়তাল্লিশের মতো বোধ করবেন। এর ভিত্তিতে আমরা ভাবতে শুরু করি যে বার্ধক্য হচ্ছে এক অসুখ। এ রোগ সারানো যায় না নিদেনপক্ষে পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব ... বার্ধক্যের কারণাদির ব্যাপারস্যাপারে গবেষণার জন্য উৎসাহে ঢল নামায়, বার্ধক্য নিয়ে চর্চার ক্ষেত্রটি উপচে পড়ার মুখে (Guarcute L and Kenyon C : Nature 408 magazine)। বয়স্কদের সম্বন্ধে কল্প-কথা ও ছাঁচে ঢালা ভুল ধারণা ভাঙতে জ্ঞানই সবচেয়ে মস্ত হাতিয়ার।

এসব নিয়ে চর্চা পশ্চিমী দুনিয়ার একচেটিয়া। ভারতে ৬০-এর বেশি বয়সি ৯.১ কোটি লোকের অধিকাংশের জন্য খাদ্য, আবাস, চিকিৎসা, বিমা, আয়পত্তরের সমস্যা মেটাতে আমরা এখনও হিমশিম। ব্যাপক সরকারি বন্দোবস্ত সত্ত্বেও, বেশ কিছু ব্যাপারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও গোষ্ঠী কাজ করতে এগিয়ে আসতে পারে। এই নিবন্ধে সেটাই আমার আলোচ্য বিষয়।

বৃদ্ধদের সম্পর্কে এহেন নেতিবাচক ভাবমূর্তি এবং সেই সূত্রে চরম বৈষম্যের সমাজে আমরা কী করতে পারি ? মূল সমস্যাটি এখানেই। ধরা যাক, মুম্বাইবাসী সম্ভ্রান্ত ই. এ. আব্রাহাম (৮১)-এর কথা। সংস্কৃত শেখার আগ্রহের জন্য তিনি ঢুকতে চেয়েছিলেন স্থানীয় যে কোনও কলেজে। বেশি বয়সের অজুহাতে তাকে ভর্তি করতে রাজি হয়নি কোনও কলেজ। শেষমেষ, তিনি পি এইচ ডি-র জন্য নাম লেখান বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারণ সেখানে সর্বোচ্চ বয়সের কোনও বাধানিষেধ নেই। তিনি যখন ডক্টরেট ডিগ্রি পান তখন তার বয়স ৭৫।

সৃজনশীল বার্ধক্য বিষয়ক মাসিক Dignity Dialogue পত্রিকার ঢাউস লেখাপত্তরে উৎপাদনশীল বার্ধক্যের সুযোগ না মেলার নজির ঝুড়ি ঝুড়ি। ভুক্তভোগীরা তাদের দুঃখবেদনা, হতাশা, মোহমুক্তি এবং মায় বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উগরে দিয়েছেন সেখানে।

ভারতে বয়স্কদের সুবিধার জন্য কাঠামোগত সুযোগের ব্যবস্থা করাটা এখন আমাদের সামনে এক চ্যালেঞ্জ। কারণ এদেশেও বয়স্ক মানুষের অনুপাত বাড়ছে। ইউরোপের মতো ধূসর হয়ে যাওয়া এবং জাপানের মতন ধবধবে রুপোলি চুলের মানুষের সমস্যাগুলি এখানেও হচ্ছে প্রকট। টাটা ইনস্টিটিউট অব সোশাল সায়েন্সেস এর প্রাক্তন অধিকর্তা, সমাজবিজ্ঞানী ড. পার্থনাথ মুখার্জির বক্তব্য, ভারতে জনসংখ্যাগত ধারার মুখোমুখি হতে বয়স্কদের জন্য উন্নতমানের সুযোগসুবিধের ব্যবস্থা করতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির উদ্যোগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। ড. মুখার্জি ১৯৯৬ সালে আমাদের প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার শেখায় দক্ষ বয়স্কদের প্রথম সমাবর্তনে একথা বলেন। তার কথা, উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা নিয়ে আমার ক্ষেত্রে, সরকারের চেয়ে স্বেচ্ছাসেবী ক্ষেত্র বেশি দড়।

সমাজকর্মী, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র এবং বয়স্ক নাগরিকদের জীবনের মানোন্নয়নে পরিষেবা প্রদানকারী হিসেবে, আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে ভারতে সৃজনশীল কাজকর্মে লেগে পড়তে ও এবিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে বয়স্ক লোকজন খুব উৎসুক। পশ্চিমী দুনিয়ার মতো অবসরের পর আমোদপ্রমোদ, খানাপিনা, রঙ্গকৌতুকে গা ভাসানো নয়, ভারতে বৃদ্ধরা চান সমাজ কল্যাণকর কাজকর্মে যুক্ত হতে। ফূর্তিফার্তা করে অবসর জীবন উড়িয়ে না দিয়ে, একটা ভালো উদ্দেশ্যে লেগে থাকাটাই তাদের মনপসন্দ।

এ কথার সমর্থনে প্রমাণ মেলে Cleaning Mumbai with Dignity প্রকল্পটিতে। বোম্বাই পুর নিগমের সঙ্গে সহযোগিতামূলক এই প্রকল্পে অংশ নেন ৬৬৩ জন নামজাদা লোক। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে তারা রাস্তাঘাটে কথাবার্তা বলেছেন পুর নিগমের ঝাড়ুদারদের সঙ্গে। সাপ্তাহিক মিলন সভায়, তারা নাগরিক সমস্যা ও পুর আধিকারিকদের মাধ্যমে তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সঙ্গে তারা যুক্ত করেছেন 'আবর্জনা থেকে মুক্তির আন্দোলন' ! নগরবাসীদের প্রতি তাদের আর্জি, রাস্তায় জঞ্জাল ছুড়বেন না। তারা নিজেদের কয়েকটি মডেল রাস্তা দেখিয়ে নাগরিকদের সামনে নজির তুলে ধরেছেন। আবর্জনা বাছাই এবং মিশ্র জৈব সার উৎপাদন করে তারা সামাজিক পরিষেবায় এক পথপ্রদর্শক । পরিবেশ সুরক্ষার দারুণ আগ্রহ তাদের সক্রিয় থাকতে এবং সমাজের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। বয়সের ভারে

নুইয়ে পড়ার সেরা প্রতিষেধক সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ, এ কথার জলজ্যান্ত সাক্ষী তারা।

অথবা ধরা যাক, তাদের হেল্পলাইনের কথা। এক মুম্বাইতেই নিঃসঙ্গ বয়স্কদের সঙ্গদানের কাজ করছে শ'দুয়েক সিনিয়র স্বেচ্ছাসেবী। হেল্পলাইনটির এক স্বেচ্ছাসেবক নার্গিস ওলিয়া বলেন, "এমনও হয়েছে যে বৃদ্ধরা ৪০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে তাদের জীবনের কথা শুনিয়েছেন। স্বেচ্ছাসেবীদের সবার বয়স ৫০+ । সম্পত্তি নিয়ে ছেলেমেয়ে বা আত্মীয়দের জুলুমের শিকার বয়স্কদের কাছেও তারা পৌঁছে যান। স্বেচ্ছাসেবী মেটরানি (৮৫) বলেছিলেন, সামাজিক সাহায্য প্রত্যাশী বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নিকট হাজির হয়ে আমরা নিজেরাও একঘেয়েমি এবং অবসাদ থেকে কিছুটা রেহাই পাই।

সৃজনশীল বার্ধক্যকে লাভজনক কাজকর্মের ক্ষুদ্র গন্ডিতে সীমায়িত করা অনুচিত। এই দ্বিতীয় কর্মজীবন (Career) বা অবসর-পরবর্তী কালকে কাজ এবং অবকাশের সেরা সম্মিলন হিসেবে দেখা দরকার। প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে কাজে লেগে পড়ার (যা একজন সবসময় করতে চেয়েছে, কিন্তু প্রথম কর্মজীবনে করে উঠতে পারেনি) সামাজিক গুরুত্ব আছে।

এক, আন্তঃপ্রজন্ম সমতার রাজনীতির যুক্তিতর্কে তা কাজে লাগে । পারিবারিক/ সামাজিক সহায়সম্পদের অপচয় হয় বৃদ্ধদের জন্য, এ ধারণা নস্যাৎ করতে বেশি বয়সেও কর্মক্ষম থাকাটা এক তো মোক্ষম থাপ্পড়। দুই, বুড়ো বয়সে সৃজনশীল থাকার মনোবৈজ্ঞানিক ফায়দাতা আছেই; যেমন ভালো স্বাস্থ্য, প্রেরণা, জীবনে সন্তুষ্টি। তিন, এর সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা আছে-সমাজের উপান্তে জীবন কাটানোর চেয়ে সামাজিক সংহতি ও অংশগ্রহণ।

বয়স্কদের সৃজনশীলতার সবচেয়ে তোফা অভিব্যক্তি হল আত্মমর্যাদা। যশ, নামডাক, অর্থ বা সমৃদ্ধি নয়, ভারতের প্রবীণ নাগরিকরা চায় মানমর্যাদা। নিজেকে সৃজনশীল রূপে দেখতে পেলে তার সম্মানবোধ বেড়ে যায় ঢের ঢের। নাতি-নাতনি যখন দেখে যে ঠাকুরমা শুধু শুয়ে বসে না থেকে কাটিয়ে জীবনটাকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তখন তার এক ধরনের গর্ব হয় ঠাকুরমাকে নিয়ে। শুধু কী তাই, ঠাকুরমার কর্মব্যস্ততা নিয়ে সে এমনকি অন্যের কাছে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতেও ছাড়ে না। সৃজনশীল বাপ-ঠাকুরদা এবং মা-ঠাকুরমার বংশধর হওয়ার সৌভাগ্যে তারা গর্ব বোধ করে। Dignity Foundation-এর প্রবন্ধ-নিবন্ধ, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতা থেকে এ আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। সিনিয়র সিটিজেনরা চায় বাদবাকি জীবন কাটুক আত্মসম্মান নিয়ে, মর্যাদা বজায় রেখে।

জীবনের শেষ ভাগ হোক ত্যাগতিতিক্ষা; বার্ধক্য সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় এই ধ্যানধারণা বদলে যাচ্ছে খুব ঝটপট। তার জায়গা নিচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। একথা বিশেষভাবে খাটে ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী কালের প্রজন্মের বেলায়। উদার শিক্ষার প্রচলন এতে উপকৃত হয়েছে।

সমাজের উৎপাদশীল ক্ষমতার সম্ভাবনাময় অবদানকারী রূপে বয়স্কদের স্বীকৃতি মেলার পাশাপাশি আর এক সমান গুরুত্বপূর্ণ কবুলতি হল যে তারা এক উল্লেখযোগ্য বাজারও বটে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তো আর এমনি বলেনি যে "বার্ধক্য বিজ্ঞান এক সোনার খনি" — ভারতে শিল্পোদ্যোগীরা এখনও বিষয়টি তেমন আমল দেয়নি। বিমা, আবাসন, স্বাস্থ্য ছুটিছাটা কাটানো এবং পরিচর্যামূলক পরিষেবা বয়স্কদের জন্য মানানসই হওয়া দরকার। তা না হওয়া অবধি, সৃজনশীল বার্ধক্যের দিকে প্রবীণদের এগিয়ে দেওয়ার কাজে বড়ো ভূমিকা থাকবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির। বৃদ্ধদের জন্য পণ্য ও পরিষেবা বাজারের সম্ভাবনা তুলে ধরতে, ২০১১ সালে Dignity Foundation রিটায়ারমেন্ট এক্সপোর আয়োজন করে মুম্বাই, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু ও পুণেতে।

ভারতে বয়স্কদের প্রতি বিপুল দায়িত্বের বিষয়ে সরকারে সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। বিষয়টি খুব জটিল ও বিশাল। তাই বিষয়টি সামলাতে চাই বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা। বার্ধক্যের ব্যাপক প্রভাবের তাৎপর্য বোঝার জন্য, আমরা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সংস্থা (Think tank) গড়ার আর্জি জানাচ্ছি সরকারের কাছে। বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় নীতি, ১৯৯৯ এক তুখোড় ডকুমেন্ট, খুবই প্রগতিশীল তার দৃষ্টিভঙ্গি। তবে বার্ধক্যের নতুন নতুন মাত্রা মাথাচাড়া দিচ্ছে, যেমন ৮০ বছরের বেশি বয়স্কদের হার বেড়েছে ৩৫০ শতাংশ। তাই ভারতে বেশি বয়সিদের চাহিদা মেটাতে বহু কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণ জরুরি প্রয়োজন। সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে সেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি তাদের সহায়সম্পদ নিয়ে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত এবং তারা অপেক্ষা করছে সরকারের কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার জন্য।

বয়স্কদের সমস্যা সমাধানে বেশ কিছু প্রশংসনীয় কর্মসূচি নিয়েছে কেরল, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশের মতো কিছু রাজ্য। রাজ্যগুলি পরস্পরের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে।

আগামী দশকে, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং আমলাবর্গকে শিক্ষা দেওয়াটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির একটি অ্যাজেন্ডা হতে পারে। ভারতে বার্ধক্য সম্পর্কিত খসড়া নীতি তৈরির জন্য সরকারের সঙ্গে ইতোমধ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে প্রবীণ নাগরিকদের কিছু গোষ্ঠী এবং গুটিকয়েক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তবে দিল্লিতে বহু মন্ত্রককে শামিল করতে আরও নিবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দরকার। শুরুর দিকে, সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, গোষ্ঠী এবং প্রবীণ নাগরিকদের অ্যাসোসিয়েশন একযোগে কথা বলতে এবং সরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে। ❑

GET YOUR CAREER SECURED WITH TOP GOVERNMENT JOBS

IAS / IPS

Best Faculties From Delhi & Allahabad

Attend our Free seminar & Know How to become a Civil Servant?
& avail special Discount through Scholarship Test.
Optional Subjects Available:
Geography / History / Sociology / Anthropology.

UPSC Faculties

History	:	Parampreet Sir
Geog	:	D Chandra Sir
Polity	:	Tanvi Mam
Eco	:	Sk Jha Sir
IR	:	Rabya Zara Khan
Social Issues	:	Nandan Sir
Current	:	C Shekhar Sir

IAS / WBCS
Separately
Test Series
20 Test for Prelims
20 Test for Mains

WBCS Faculties

History	:	Nandan Sir
Geog	:	Vijay Sir
Polity	:	Nandan Sir
Eco	:	Joytirmoy Nag Sir
Current	:	Vijay Sir
English	:	Kumar Gaurav Sir
Reasoning	:	Bijoy Sir & Kamlesh Sir
Math	:	Sanjeev Sir & Sarajit Sir

Special Batch for WBCS Mains

- ✓ General and Separate batches for various competitive examinations.
- ✓ Batches completed on time.
- ✓ Doubt clearing sessions by individuals.
- ✓ Best study material and printed assignment on important topics.
- ✓ Regular seminar and motivational session with field experts and selected candidates.
- ✓ Provision for clean, cool drinking water and AC classrooms.
- ✓ Use of online and offline Mock Tests
- ✓ Library facilities for studies.

TICS
Where selection is passion
(A Unit Of TICS EDUWORLD LLP)

Call: 8478053333 / 03340644654

Email: info@ticsias.com Web: www.ticsias.com

HO.TICS: 90/6-A, M.G. Road YMCA Building 2nd Floor Near College Street Kol-07

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 230/- ☐ 2. yrs. for Rs. 430/- ☐ 3. yrs. for Rs. 610/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana-Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

ATTENTION PLEASE

YOU CAN ALSO SEND YOUR SUBSCRIPTION THROUGH BHARATKOSH (NON-TAX RECEIPT PORTAL)

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিকবর্গের ক্ষমতায়ন

ড. টি. ব্রহ্মানন্দম, ড. কে. ভি. শ্রীনিবাস

পঞ্চায়েতি রাজের সৃজন-ই সম্ভবত ক্ষমতার বৃত্তে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সবচেয়ে বড়ো বিবর্তন। আইনটিতে গ্রাম, মধ্যবর্তী এবং জেলা স্তরে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সব পঞ্চায়েতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনবিন্যাসের ভিত্তিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সংস্থান রয়েছে — এই আইনের আওতায়। তপশিলি জাতি কিংবা উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনবিন্যাসকে ভিত্তি করে আসন সংরক্ষিত রাখার সংস্থান সারা দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

ক্ষমতায়ন বা সশক্তিকরণের ধারণা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন নির্দেশ করতে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়। বিস্তৃততর অর্থে, মানুষের পারঙ্গমতা ও পছন্দের সুযোগ বৃদ্ধি এবং তার ফলে ক্ষুধা, অভাব এবং বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারের সংস্থান হল ক্ষমতায়ন। মানবাধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী এবং তাদের সক্ষমতার প্রসার, এসব নানা প্রশ্নে ক্ষমতায়ন শব্দটি নানা ধরনের অর্থ নিয়ে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। 'ক্ষমতায়ন'-এর বিষয়টিকে দু'ভাবে ভাবা যায়। একদিকে মানুষের পারঙ্গমতার ও দক্ষতার প্রসার। অন্যদিকে প্রত্যেকের জীবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে, ক্ষমতায়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা সাধারণ মানুষকে নিজের জীবনের ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার এনে দেয় এবং সচেতনতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই নিয়ন্ত্রণের অধিকার আরও দৃঢ় করে তোলে।

ক্ষমতায়নের একটি প্রাথমিক শর্ত হল সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি। বহুদিন ধরে চলে আসা সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক নানা রীতিনীতির ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকারবৃত্তের বাইরে বিপুল সংখ্যক মানুষকে রেখে তৈরি হওয়া ক্ষমতার সমীকরণের পরিবর্তনের বিষয়টিও এর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোয়, 'ক্ষমতায়ন', প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে যুক্তিযুক্ত এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে, যাতে মানুষ নিজের অভাব অভিযোগ নিয়ে সরব হতে এবং নিজের জীবনের ওপর প্রভাব ফেলার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রক্রিয়ার সামিল হতে পারেন।

প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক এবং বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব এই মানুষগুলিকে সমাজ ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে রীতিনীতি ও নিয়মকানুন পালটে দেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারে। সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সঙ্গে ক্ষমতার সমীকরণ প্রসঙ্গে দরাদরি করতেও সক্ষম হয়ে উঠবেন তারা। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ হিসেবেও দেখা হয়।

প্রান্তিক গোষ্ঠী

ভারত ১৩০ কোটি মানুষের দেশ। বার্ষিক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার গড়ে ৬ থেকে ৭ শতাংশ হলেও এখনও এখানে দারিদ্র্যের শিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। প্রতি ১০ জন ভারতীয়ের ৭ জন থাকেন

[ড. ব্রহ্মানন্দম কর্ণাটকের 'Centre for Multi-Disciplinary Development Research'-এ সহযোগী অধ্যাপক। ড. শ্রীনিবাস অন্ধ্রপ্রদেশের আচার্য নাগার্জুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো, ই-মেল : tdosamma@gmail.com]

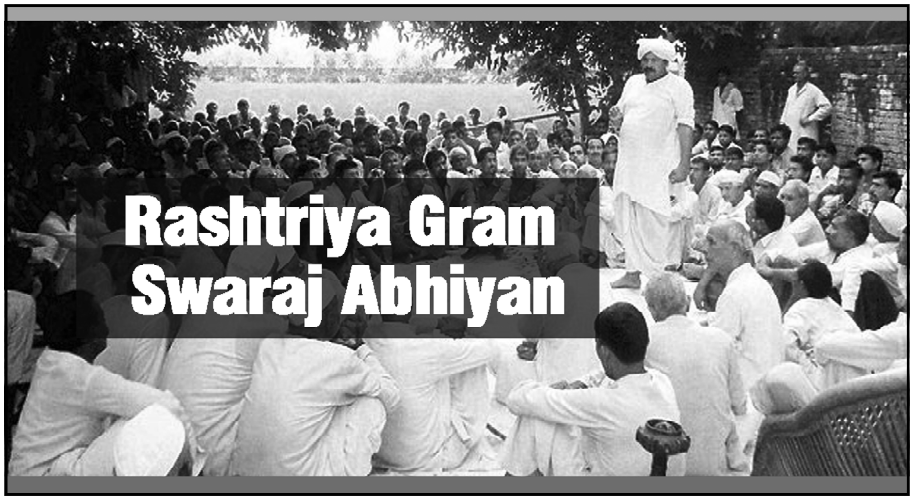

গ্রামাঞ্চলে। গরিব মানুষের আর্থিক অবস্থার বিষয়টির সঙ্গে তার ভাল থাকা ও সামাজিক অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নির্দিষ্ট ভেদরেখা না থাকায় ভারতে অসহায় প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করা সহজসাধ্য নয়। সামাজিক বুননটি নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বহুগামী, সামাজিক দিক থেকে বহুস্তরীয় এবং গঠনের দিক থেকে বিভিন্নতায় ভরপুর। সাক্ষরতার অভাব, চূড়ান্ত দারিদ্র্য এবং জটিল সামাজিক পরিবেশের ফলে ইতিহাসের শুরু থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শোষিত এবং নিষ্পেষিত অগণিত অসহায় মানুষ।

সংবিধানে তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধার সংস্থান রয়েছে। সমপর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য হওয়ার অধিকার রয়েছে তাদের। ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব (alternative action) -এর ধারণার প্রতিফলন হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ পান তারা । সামাজিক আদান-প্রদানে প্রকাশ্য স্থানে, এমনকি শারীরিক স্পর্শের প্রশ্নেও এদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সংবিধানে নিষিদ্ধ। কিন্তু মজার কথা হল, নানা বিধিনিষেধ এবং অন্যায় প্রভাবের কারণে পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব ও সংযুক্তি এখনও উদ্বেগজনকভাবে কম। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্ভুক্তি অনেকটাই নির্ভর করে সমাজের বিত্ত ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে আর্থিক ও রাজনীতিগত সম্পর্কের ওপর।

ইতিহাসগত প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাকে জোরদার করার দায়িত্ব বর্তায় ভারত সরকারের ওপর। গ্রাম পঞ্চায়েত-এর দেশ ভারতে শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হল সমৃদ্ধ ও ক্ষমতায় ঋদ্ধ গ্রাম। মহাত্মা গান্ধীর দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাস ছিল গ্রাম স্বরাজে । নির্বাচিত পঞ্চায়েতের শাসনাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বনির্ভর গ্রাম ছিল তাঁর স্বপ্ন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, বিষয়টি খসড়া সংবিধানে জায়গা পেল না। গান্ধীজীর হস্তক্ষেপে তা শেষমেশ অন্তর্ভুক্ত হল চল্লিশ নম্বর ধারায় শাসনপ্রণালীর (State Policy) নির্দেশমূলক নীতিসমূহে (Directive Principles)।

শুরুতে, এই বিষয়টি নিয়ে কারও বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। পঞ্চায়েত প্রসঙ্গে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়াতে ১৯৫৬ সালে বলবন্তরাও মেহেতার নেতৃত্বে একটি গবেষকদল গড়ে তৎকালীন পরিকল্পনা আয়োগ। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয় তৃণমূল স্তরের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একমাত্র স্থানীয় মানুষ ও স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে যথার্থ সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। দেশে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সুপারিশও করে কমিটি। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি পঞ্চায়েতি রাজ পৌঁছে গেল দেশের সব প্রান্তে। মানুষও বুঝলেন যে এই প্রণালীর মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে তাদের অভাব-অভিযোগ-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব। কিন্তু বছর দুয়েকের মাথায় সবকিছু ঝিমিয়ে পড়ল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই ব্যবস্থাপনার কোনও সাংবিধানিক স্বীকৃতি না থাকায় বেশির-ভাগ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানই স্বশাসিত সংস্থার বদলে কার্যত রাজনৈতিক দলগুলির শাখা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথুরের মতের সে সময়ে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ, সার্বিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখাই হ'ত না। দেখা হ'ত, জাতীয় নীতিগুলির রূপায়ণে সাহায্যকারী ব্যবস্থা হিসেবে।

৭৩তম সংবিধান সংশোধনী

১৯৯১ সালে সংসদে পঞ্চায়েতি রাজ বিল পেশ হয়। সামান্য কিছু পরিমার্জন-সহ ১৯৯২ সালে তা গৃহীত হয় ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসেবে। এই আইন কার্যকর হয় ১৯৯৩ সালের ২৪ এপ্রিল। এতে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় সব রাজ্যের কাছেই এই আইনের রূপায়ণ বাধ্যতামূলক। সংশোধনীটি পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কাঠামো ও গঠনগত এবং ক্ষমতা ও কাজের প্রশ্নে সাযুজ্যবিধান করেছে। গ্রামীণ ভারতে জীবননির্বাহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে এই আইনে। পঞ্চায়েতি রাজের সৃজন-ই সম্ভবত ক্ষমতার বৃত্তে সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সবচেয়ে বড়ো বিবর্তন। আইনটিতে গ্রাম, মধ্যবর্তী

এবং জেলা স্তরে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সব পঞ্চায়েতে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনবিন্যাসের ভিত্তিতে তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিনিধিদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সংস্থান রয়েছে — এই আইনের আওতায়। তপশিলি জাতি কিংবা উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনবিন্যাসকে ভিত্তি করে আসন সংরক্ষিত রাখার সংস্থান সারা দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে মূলগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। মোট ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৮২-টি পঞ্চায়েতে তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত যথাক্রমে ১৮ দশমিক ৫/১ এবং ১১ দশমিক ২/৬ হওয়া সম্ভব হয়েছে এই আইনের ফলে । মহিলাদের ক্ষেত্রে অনুপাতটা ৩৬ দশমিক ৮/৭ শতাংশ।

পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব

বর্তমানে ১৭-টি রাজ্যে পঞ্চায়েতি রাজ-এ মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ কার্যকর।

অলোকের মতে (২০১৩-১৪) , সারা দেশে ২৭ লক্ষ ৭০ হাজার ৭৫৫-টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের ১৫ শতাংশ, তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের ১৯ দশমিক ২/৮ শতাংশ এবং মহিলাদের ৪৩ শতাংশ নির্ধারিত। বিষয়টিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলা চলে। প্রতি ৫ বছরে স্থানীয় স্তরে ৫০ লক্ষেরও বেশি প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এদের মধ্যে ১৩ লক্ষ মহিলা এবং সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও বেশি তপশিলি জাতি গোষ্ঠীর। এই সাড়ে ৫ লক্ষের মধ্যে বহুক্ষেত্রে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানে সভানেত্রী কিংবা ওয়ার্ড সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছেন মহিলারা।

সারণী - ১ : পঞ্চায়েতে দুর্বলতর বর্গ এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব (পয়লা এপ্রিল, ২০১৪-র হিসেব)

ক্রমিক সংখ্যা	রাজ্য	মহিলা প্রতিনিধি		তপশিলি জাতি ভুক্তদের প্রতিনিধিত্ব		তপশিলি উপজাতি ভুক্তদের প্রতিনিধিত্ব		মোট
		সংখ্যা	সংরক্ষণ	সংখ্যা	সংরক্ষণ	সংখ্যা	সংরক্ষণ	সংখ্যা
১	অন্ধ্রপ্রদেশ	১২০২৮	৫০.০	৪৮৭৩০	১৮.৮৮	২৩৬১০	৯.২	২৫৭,০৫৫
২	অরুণাচল প্রদেশ	৩৮৮৯	৩৩.০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	৯৩৭২	৯৯	৯,৩৭২
৩	অসম	৯৯০৩	৫০.০	১৩৪৪	৪.৬৬	৮৮৬	৩.৬	২৬,৮৪৪
৪	বিহার	৬৮০৬৬	৫০.০	২২২০১	১৬.৩৬	১০৫৩	০.৮	১৩৬,১৩০
৫	ছত্তিশগড়	৮৬৫৩৮	৫০.০	১৯৭৫৩	১১.০০	৬৩৮৬৪	৩২.০	১৫৮,৭৭৬
৬	গোয়া	৫০৪	৩৩.০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	৯২	৮.০	১,৫৫৯
৭	গুজরাত	৪০০১৫	৩৩.০	৮২৪৭	৭.০০	২৫৯৬৭	১৪.০	১২০,০৪৮
৮	হরিয়ানা	২৪৮৭৬	৩৩.৩	১৪৬৮৪	২০.০০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	৬৮,১৫২
৯	হিমাচল প্রদেশ	১৩৯৪৭	৫২.৬	৭৪৬৭	২৪.৭০	১২৯৯	৬.৬	২৭৮,৩২
১০	জম্মু ও কাশ্মীর	৯৯০৫	৩৩.০	২৭০৮	৮	৩৭২৩	১১.০	৩৩,৮৪৭
১১	ঝাড়খণ্ড	৩১১৫৭	৫০.০	৫৮৭০	১১.০০	১৮১৩৬	৩৪.১	৫৩.২০
১২	কর্ণাটক	৪১৫৭৭	৫০.০	১৭৭২৩	১৮.৪৬	১০২৭৫	৯.৬	৯৫.৩০৭
১৩	কেরালা	৯৯০৭	৫০.০	৮৬৭	৫.০০	১৮৭	১.৭	১৯.১০৭
১৪	মধ্যপ্রদেশ	২০৪১১১	৫০.০	৬০৭২৬	১৫.০০	১১৩৬৪২	২৭.৫	২০৩.২২১
১৫	মহারাষ্ট্র	১০১৫৬৯	৫০.০	২২২০১	১১.২৫	৩০২৩৬	১৪.১	৩৯৬.৯১৮
১৬	মণিপুর	৮৩৬	৫১.০	৩৯	১.৯৬	৩৬	২.৬	১.৭২৪
১৭	ওড়িশা	৭৮৪৮২	৫০.০	১৬৩৯০	১৬.২৫	২২২৪০	২২.৪	১০০,৮৬৩
১৮	পাঞ্জাব	৩৩৪৮৪	৩৩.০	৩০৯২৩	২৫.৭৯	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	৯৬,৫৭৬
১৯	রাজস্থান	৬০৩৫১	৫০.০	১৯৫৪২	১৭.২০	১৫৩৪২	১২.৬	১২০,৭২৭
২০	সিকিম	৫৪৯	৫০.০	৭৭	৭.০০	৪১৮	৩৮.০	১,০৯৯
২১	তামিলনাড়ু	৪০০৭৫	৩৫.০	৩০২৭০	২৪.০০	১৮৪১	১.০	১১৯,৩৯৯
২২	ত্রিপুরা	২০৪৪	৫০.০	১৫০৮	২৭.১১	৩০৯	৫.১	৫,৬৭৬
২৩	উত্তরাখণ্ড	৩৪৪৯৪	৫০.০	১২২৩০	১৯.৮০	২০৬৭	৩.১	৬১,৪৫২
২৪	উত্তরপ্রদেশ	৩০৯৫১১	৩৯.০	১৮৫১৫৯	২৪.০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	২৭৩,৯৮০
২৫	পশ্চিমবঙ্গ	১৯৭৬২	৫০.০	১৭৬০৫	৪১.৬৭	৪১৬৮	১৪.৩	৫৮,৮৬৫
	কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল							
২৬	আন্দামান ও নিকোবর	২৮৯	৩৩.৮	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	৮৭৬
২৭	চণ্ডীগড়	৫৭	৩৪.৪	২৮	১৮.৬৬	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	১৪৯
২৮	দাদরা ও নগর হাভেলি	৪৭	৩৬.৯	৩	২.০০	১১২	৮১.৯	১২৫
২৯	দমন এবং দিউ	৪১	৩৩.০	৪	১.০০	১৬	১১.০	১১১
৩০	লাক্ষাদ্বীপ	৪১	৩৩.০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	১১০	১১০	১১০
৩১	পুদুচেরি	৩৭০	৩৬.২	২৩৯	২১.০০	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	১,০২১
	ভারত	**১৩৫৫৪২৫**	**৪৩.০০**	**৫৪৬৫২৮**	**১৫.০০**	**৩৪৯০০১**	**১৯২৮**	**২৯৫০১২৮**

সূত্র : বিভিন্ন রাজ্য সরকারের দেওয়া তথ্য (Measureing Devoluation to Panchayats in India : A Comparison across States Emperical Assessment – 2013-14, Indian Institute of Public Administration)

আমাদের সমাজে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের ব্রাত্য করে রাখার দীর্ঘদিনের অভ্যাস বদলাতে এইসব পরিকল্পিত পদক্ষেপ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই মানবাধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয় সামনে এসেছে। পঞ্চায়েত স্তরে নির্বাচিত তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিনিধিরা সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং দরিদ্রবান্ধব নানা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। প্রকাশিত কিংবা অপ্রকাশিত বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক সমীক্ষায় একথার প্রমাণ মেলে। তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কৃষি ও পশুপালন সংক্রান্ত ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিচ্ছেন। অঞ্চলের সড়ক, সড়কবাতি এবং পানীয় জল পরিষেবার নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে জোর দেওয়া হচ্ছে। স্বজনগোষ্ঠীর কল্যাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন তারা। (অন্ধপ্রদেশের নেল্লোর জেলায় ভেঙ্কট রবি এবং সুন্দররাজের সমীক্ষায় বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে)। পঞ্চায়েতি রাজ আইনের ২৪৩ডি ধারায় নির্বাচনভেদে সংরক্ষিত আসন পালটানো বাধ্যতামূলক (Mandatory Rotation)। এর ফলে একই আসনে পরপর দু'বার সংরক্ষণের সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু পার্শ্ববর্তী অন্য আসনে তা মেলে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রে সমাজের প্রান্তিক মানুষজনের শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এর ফলে।

কর্ণাটক, কেরল, তামিলনাড়ু, রাজস্থান এবং সিকিমে মানুষের সচেতনতার প্রসারের ফলে গ্রামসভাগুলির কাজ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সিদ্ধান্তের রূপায়ণও হচ্ছে সফলভাবে। এক্ষেত্রে তামিলনাড়ু সরকারের পদক্ষেপের প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন দ্বারকানাথ। ওই রাজ্যে সরকারের নির্দেশের ফলে প্রতিবছর বাধ্যতামূলক ভিত্তিতে ২৬ জানুয়ারি, ১৫ আগস্ট, পয়লা মে এবং দোসরা অক্টোবর গ্রামসভা বসে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশ পঞ্চায়েতি রাজ আইন অনুযায়ী ওই রাজ্যে প্রতিবছর গ্রামসভাকে ১৬-টির বেশি বৈঠক করতেই হয়। তৃণমূলস্তরে স্বনির্ভর প্রশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এসব অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। ক্ষমতায়নের ফলে পঞ্চায়েতি রাজ-এ শামিল মহিলাদের সামাজিক অবস্থান এখন অনেকটাই ভালো বলা যায়। সামাজিক সব বিষয়ে আলোচনায় তারা সমতার ভিত্তিতে অংশ নিতে পারেন। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিতে তারা সম্মানীয় আমন্ত্রিত অতিথি। উদিপি জেলায় পদ্মনাভ ভাট-এর সমীক্ষায় তেমন ইঙ্গিতই মেলে।

গত দু'দশক যাবৎ পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি যেভাবে কাজ করে চলেছে তাতে এটা স্পষ্ট যে সুস্থিতি ও নিরবচ্ছিন্নতার প্রশ্নে সাফল্য আসছে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলির অনেক সদস্য, এমনকি প্রধানও (Chairperson) নিজেকে এখনও বঞ্চনার শিকার বলে ভাবেন। স্থানীয় প্রশাসনে কার্যকর ও অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগের অভাবে এমনটা হতে পারে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামনে কয়েকটি সমস্যা

অন্ধপ্রদেশ, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র এবং রাজস্থানের মতো রাজ্যগুলিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে দু'টির বেশি সন্তান থাকা বারণ। এবর ফলে কিন্তু মহিলারা, বিশেষত তপশিলি জাতি ও তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মহিলারা ভোটে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে বহুসময়েই অসুবিধায় পড়েন। কারণ ওই পরিবারগুলির বেশিরভাগই যৌথপরিবার এবং তাদের সদস্য সংখ্যাও বেশি।

একদিকে চিরাচরিত প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির আধিপত্য, অন্যদিকে তিয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনীর বিভিন্ন সংস্থান; উভয়ের যুগপৎ অবস্থানে গ্রামভারতে সংঘর্ষ ও বিরোধ ঘনীভূত হয়েছে। বহুক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘিত। হানাহানি, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও বিরল নয়। বেশিরভাগ রাজ্যেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ও পরে ব্যাপক হিংসার খবর মেলে। অনেক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যান প্রার্থী। চিরাচরিত প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালীদের সঙ্গে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা নতুন নেতৃত্বের ক্ষমতার লড়াই এজন্য দায়ি। প্রভাবশালীরা দুর্বলতর বর্গ, বিশেষত তপশিলি জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের হাতে সাংবিধানিক অধিকার বা ভোটে দাঁড়ানো, ভোটদান, প্রচার, সভাসমিতিতে যাওয়া, প্রশাসনিক

কাজ-এ স্বাধীনভাবে সামিল হওয়ার অধিকারের তীব্র বিরোধী।

শেষ কথা

তিয়াত্তরতম সংবিধান সংশোধনী আইনের লক্ষ্য হল প্রান্তিকবর্গের ক্ষমতায়ন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক রীতি ও বিভেদ, ভুয়ো ভোটার বা প্রার্থীর সমস্যা এবং সর্বোপরি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে এই আইন প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে পারেনি। পরের দিকে, ছবিটা পালটে যাচ্ছে। প্রান্তিক মানুষজন স্বপ্রণোদিতভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ এবং রূপায়নের কাজে, বিশেষ করে নিজ জনগোষ্ঠী এবং অঞ্চলের উন্নয়নে সামিল হচ্ছেন। তবে এখনও সমস্যা অনেক। সমাধানের জন্য দরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা। মহিলাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির বিষয়টি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের, বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশেষ প্রয়োজন। দরকার সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক পদক্ষেপ। ❑

উল্লেখপঞ্জী :

1. Alok V N : (2014), Measuring devolution to panchayats in India : A comparison across states empirical assessment – 2013-14 (Sponsored by Ministry of Panchayati Raj, Government of India). New Delhi : Indian Institute of Public Administration
2. Bhat, Padmanabha : Gender Quota and Panchayti Raj Institutions in India : A reflection.

   http://paperroom.ipsa.org/papers/paper_33276.pdf
3. Brahmanandam.T (2018) : Review of the 73rd Constitutional Amendment : Issues and Challenges. Indian Journal of Public Administration, Vol. LIV (1), 2018, PP. 103-121
4. Dwarakanath (2013) : Grama Sabha : A milestone for sustainable development in rural India. *Kurukshetra*, 61(7), 6-7
5. Patnaik, Pratyusna (2013) : Does Political Representation Ensure Empowerment ? Scheduled Tribes in Decentralised Local Governments of India, Journal of South Asian Development, Vol : 8(1) 27-60.
6. Mathur, K. (2013) : *Panchayati Raj* (p.4), New Delhi : Oxford University Press
7. Ravi, Venkar and Raj, Sunder (2003) : People's participation and Panchayati Raj System :

   http://csdindia.org/wp-content/uploads/2017/04/Venkata-Ravi-People%E2%80%99s-Participation-and-Panchayat-Raj-System-A-Study-in-Andhra-Pradesh.pdf.
8. Viji, Nidhi (2013) : Empowering the Marginalized : Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act in India, Human Affairs 23, 91-104, 2013.
9. S. Viswanthan (2001) : Some disturbing trends, Frontline, October 26 : 34-35

আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদ নিবন্ধ

নারী ক্ষমতায়ন

এছাড়াও থাকছে বিশেষ নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

যোজনা (বাংলা)-এ প্রকাশিত নিবন্ধ ও অন্যান্য নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত বিষয়বস্তু পাঠকদের কেমন লাগছে সে সম্পর্কে মতামত জানতে আগ্রহী আমরা। ই-মেল মারফত অথবা আমাদের দপ্তরে চিঠি লিখে পাঠকরা তাদের মতামত তথা আগামী দিনে আর কী ধরনের লেখাপত্র এই পত্রিকায় দেখতে চান তা জানাতে পারেন।

আর্থিক বিকাশ সূত্রে দুর্বলতর গোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন

ড. মুনিরাজু এস. বি.

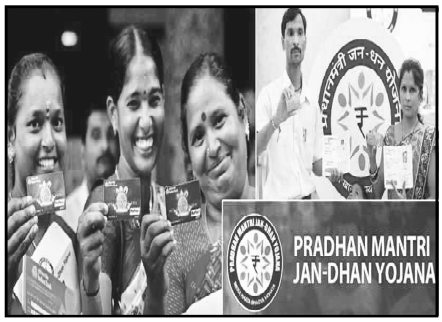

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই এখন সর্বাত্মক বিকাশের প্রশ্নে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিকে প্রধান শর্ত হিসেবে দেখছে। আসলে, প্রতিটি নাগরিক যদি তার উপার্জনকে আর্থিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করার মতো অবস্থায় থাকেন, তা হলে সেই সম্পদ ভবিষ্যত উপার্জনের উৎস হয়ে উঠতে পারে এবং এতে সারা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশেও গতি আসে। ভারতে জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন। সেজন্য, সমতার ধারণার উপর আধারিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে উঠেছে।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের দুর্বলতর গোষ্ঠীর মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা এবং মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভারতের সংবিধান প্রণেতারা বিশদে চিন্তা করে রেখেছিলেন। সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংস্থানও রাখা হয় সংবিধানে। বিভিন্ন সরকার, সার্বিক অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির স্বার্থে সামাজিক এবং আর্থিক দায়বদ্ধতার কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করে নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। দরিদ্র শ্রেণিকে অন্যদের সঙ্গে একই পঙ্‌ক্তিতে নিয়ে আসতে নতুন নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। দেশের প্রান্তিকতম মানুষটিরও আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তার সংস্থান সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে; যাতে এই কাজের উপযোগী আইনি কাঠামো তৈরি হয়ে ওঠে।

এই লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করা হয়। অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ঋণদান নিশ্চিত করতে রাখা হয় প্রয়োজনীয় সংস্থান। সরকারের নীতিগত উদ্যোগসমূহ কার্যকর করতে হাতে নেওয়া হয় অগ্রণী ব্যাঙ্ক প্রকল্প বা লিড ব্যাঙ্ক স্কিম। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষের ঘরের কাছে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দিতে চালু করা হয় আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক — Regional Rural Banks (RRBs)। অঞ্চলভিত্তিক পরিষেবা উন্নয়নের ধারণাটিও উঠে আসে এ সবের মধ্যে দিয়ে। অভাবী মানুষকে ব্যবসা বা উপার্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে প্রণোদিত করতে লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী-ব্যাঙ্ক সংযোগ (Self Help Group-Bank Linkage) কর্মসূচির সূচনা হয়। বস্তুত, সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কাছে আরও বেশি করে পরিষেবা পৌঁছে দিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বছরের পর বছর ধরে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ হল সঠিক সময়ে আর্থিক পরিষেবা এবং দুর্বলতর শ্রেণির মানুষের কম সুদের হারে পর্যাপ্ত ঋণের সংস্থান। সার্বিক এবং সামগ্রিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হল অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। এই দিশায় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এবং সাম্প্রতিক সময়ে তৈরি হওয়া ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাগুলি (Micro Finance Institutions MFI) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে চাহিদা ও জোগানের সমতাবিধানের বিষয়ে সামনে আসা নানান সমস্যার মোকাবিলায় যে কাজ হচ্ছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশই এখন সর্বাত্মক বিকাশের প্রশ্নে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিকে প্রধান শর্ত হিসেবে দেখছে।

আসলে, প্রতিটি নাগরিক যদি তার উপার্জনকে আর্থিক সম্পদ হিসেবে ব্যবহার

[লেখক উপ-উপদেষ্টা, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন বিভাগ, NITI আয়োগ, ভারত সরকার। ই-মেল : mraju-sb@gov.in]

করার মতো অবস্থায় থাকেন, তা হলে সেই সম্পদ ভবিষ্যত উপার্জনের উৎস হয়ে উঠতে পারে এবং এতে সারা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশেও গতি আসে। ভারতে জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে ভোগেন। সেজন্য, সমতার ধারণার উপর আধারিত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হয়ে উঠেছে। তা জাতীয় দায়বদ্ধতা এবং জননীতিরও প্রশ্ন। দেশের ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার ৪১৮-টি গ্রামের সবক'টিতেই ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য পূরণ হতে গেলে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের মাধ্যমে সমাজের একটি বড়ো অংশের সামনে ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ খুলে যাওয়া জরুরি। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির টিকে থাকার সঙ্গেও বিষয়টি জড়িত।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি প্রয়াসে বিভিন্ন বাধা

বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে যথেষ্ট সংখ্যায় আইন, নীতিপ্রণেতাদের আন্তরিক চেষ্টা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা, অগ্রণী ব্যাঙ্ক প্রকল্প, দুর্নীতি ঠেকাতে তদন্তকারী (Ombudsman) নিয়োগ — সব কিছু সত্ত্বেও এদেশে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজে কিছু বাধা আছে। ভারতী ডি বি (২০১৬)-র মতে চাহিদার দিক থেকে দেখতে গেলে কম আয়, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং সচেতনতার অভাব অর্থনৈতিক বিযুক্তিকরণের (Financial Exclusion) অন্যতম কারণ। জোগানের দিকের কারণগুলি হল ব্যাঙ্কের শাখার দূরত্ব, কাজের সময়, জটিল পদ্ধতি ও তথ্যপ্রমাণের আধিক্য, ব্যাঙ্ককর্মীদের আচরণ এবং ভাষা।

রঙ্গিণী এবং বাপত (২০১৫)-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় নথিপত্র জোগাড় করার অসুবিধা, ঋণদান সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার জটিলতা, ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত নিয়মের ক্ষেত্রে অনমনীয়তা, ক্ষুদ্র ঋণের জন্য ব্যাঙ্কে যাওয়ায় অনীহা—এসবই অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সামনে চ্যালেঞ্জ।

ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য আসেনি বলে মনে করেন চরণ সিং (২০১৪)। তিনি এ সংক্রান্ত বাধা বা চ্যালেঞ্জগুলিকে উপভোক্তা সম্পর্কিত এবং প্রযুক্তিগত, এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। মোবাইল নম্বর নিবন্ধীকরণ, পিন নম্বর তৈরির ব্যাপারে অনেকেই দড় নন। আর্থিক বিষয়ে অজ্ঞতাও একটা বড়ো সমস্যা। অন্যদিকে, মোবাইল পরিষেবা সংস্থার সঙ্গে সমন্বয়, ইন্টারনেটে প্রয়োজনীয় লিঙ্ক খুঁজে পাওয়া এসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলিকে বহু ক্ষেত্রেই অসুবিধায় পড়তে হয়। আর্থিক পরিষেবার প্রসারের অভাব, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দক্ষতায় খামতি এসবও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের পথে অন্তরায়।

রাজীব গুপ্তা (২০১৪), সচ্চিদানন্দ জি. আর. (২০১৩) মনে করেন, প্রান্তিক চাষি, ভূমিহীন শ্রমিক, মৌখিক ভিত্তিতে লিজ গ্রহণকারী, স্বনিযুক্ত, অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী, শহরাঞ্চলে বস্তিবাসী, অভিবাসী জনগোষ্ঠীগত দিক থেকে সংখ্যালঘু, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রাত্য, প্রবীণ নাগরিক কিংবা মহিলাদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এখনও সেভাবে হয়নি। এর কারণগুলিকে তারা চিহ্নিত করেছেন এইভাবে — i) দালালদের রমরমা, ii) ভোগভিত্তিক ব্যয়ের প্রবণতা, iii) অকেজো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, iv) সচেতনতার অভাব, v) পরিকাঠামোর অভাব, vi) সাক্ষরতার নিম্নহার vii) সঞ্চয়ের অভ্যাস সেভাবে না গড়ে ওঠা, viii) ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত সমস্যা, ix) কম মূল্যের লেনদেন এবং লেনদেনের খরচ বেশি থাকা, x) সংশ্লিষ্ট প্রকল্প নিবিচ্ছন্ন ভাবে চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উঠে আসা নানা সমস্যা।

আশু (২০১৪)-র বক্তব্য হল, লেনদেন সংক্রান্ত খরচ বেশি হওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় ব্যাঙ্কগুলির শাখা বেশি করে তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। লেনদেন সহায়ক (Business Correspondent) প্রকল্প গ্রামাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আর্থিক সাক্ষরতার অভাব, মূলধনী পণ্য (Financial Products) কেনাবেচার পরিসর সেভাবে তৈরি না হওয়া, এইসব কারণে শহরাঞ্চলের গরিব মানুষজন বহুক্ষেত্রেই অসংগঠিত উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন (Informal Credit Sources)। এই ঋণদাতারা নিজেদের খেয়ালখুশি মতো শর্ত চাপায়। ঋণ নেওয়ার এইসব উপায় থাকায় অনেকে আবার সরকারের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ অভিযানের অঙ্গীভূত হওয়া থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেন। আর্থিক পরিষেবার বাজার এখন বিস্তৃত এবং সেখান থেকে নানারকম সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অনেকে এবিষয়ে সচেতনই নন।

রাও এস. কে. (২০১০)-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, ১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মাধ্যমে সর্বাত্মক উন্নয়নের ধারণার কিছুটা রূপায়ণ ঘটে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকাশিত তথ্য বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন জাতীয়করণের পরে পরে, গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত পরিষেবা কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল। তবে প্রচুর শাখা খোলা হলেও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সামনে আসা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি এবং দেশের সার্বিক বিকাশে নতুন নতুন পন্থার অন্বেষণ জরুরি বলেও তিনি মনে করেন।

সর্বাত্মক বিকাশে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কের সমন্বয়ের বিষয়টি কতটা প্রভাব

ফেলেছে তা সমীক্ষা করে দেখেছেন বাদাজেনা এস. এন. এবং প্রফেসর গুন্তিমেত্তা এইচ. (২০১০)। ২০০৮ সালে ষোলটি রাজ্যে এই সমীক্ষার কাজ হয়। তাতে দেখা গেছে, সংগঠিত ব্যাঙ্কিং পরিষেবার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের কাছে ন্যূনতম আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ এখনও অনেকটাই বাকি।

বর্তমান প্রেক্ষাপট

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণের লক্ষ্য পূরণে বহুমাত্রিক উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। গত ৫ বছরে, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের দিশায় বড়ো ধরনের অগ্রগতি হয়েছে বলা যেতে পারে। কাজ হচ্ছে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে মূল ভিত্তি ধরে। সাধারণ মানুষের কাছে বার বার এবিষয়ে দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

- **জাতীয় তপশিলি জাতি অর্থ ও বিকাশ নিগম (The National Scheduled Castes Finance and Development Corporation – NSCFDC) :**

NSCFDC চালু হয় ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ২৫ নম্বর ধারার আওতায় মুনাফার লক্ষ্যবর্জিত (A not for profit company) সংস্থা হিসেবে তৈরি করা হয় এটিকে। NSFDC-র মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র্যসীমার নির্দেশক উপার্জন সীমার দ্বিগুণ উপার্জনের কম আয়ের (Living below the Double the Poverty Line Limit – DPL) তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের ক্ষমতায়নে অর্থসংস্থান।

DPL-এর নিচে থাকা তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের কম সুদের হারে ঋণ (মেয়াদি ঋণ, শিক্ষা ঋণ, প্রভৃতি) দিয়ে থাকে NSFDC। এই ঋণ দেওয়া হয় রাজ্যস্তরের অর্থসংস্থান ব্যবস্থাপত্র (State Channelizing Agencies) এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মারফত। নতুন কর্মসূচিগুলিকে জনপ্রিয় করতে প্রাথমিকভাবে অনেক সময়েই সরাসরি প্রাপকদের হাতে সহায়তা পৌঁছে দেয় NSFDC।

সূচনা থেকে ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত NSFDC রাজ্যস্তরের সংস্থাগুলি মারফত মোট ৩ হাজার ১৯ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। উপকৃত হয়েছেন DPL-এর নিচে থাকা তপশিলি জাতির ৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৩৪ জন প্রাপক।

- **জাতীয় তপশিলি উপজাতি অর্থ ও বিকাশ নিগম (National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation – NSTFDC)**

NSTFDC চালু হয় ২০০১ সালে। ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ২৫ ধারার আওতায় তৈরি এই সংস্থা মুনাফার জন্য নয়। তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষজনের আর্থিক এবং শিক্ষাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে সুবিধাজনক শর্তে অর্থপ্রদানই এই সংস্থার উদ্দেশ্য।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সহায়তা প্রদান করে NSTFDC। ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের প্রকল্পের জন্য প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে মোট খরচের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ দেয় এই সংস্থা। তবে এক্ষেত্রে সদস্য প্রতি ঋণের ঊর্ধ্বসীমা ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India বা TRIFED-এ নথিভুক্ত আদিবাসী কারিগরদের মূলধন বা প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার ক্ষেত্রেও সহজ শর্তে ঋণ দেয় NSTFDC।

প্রতি এককে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের চলনযোগ্য প্রকল্পগুলির জন্য মেয়াদি ঋণ দেওয়া হয় এই সংস্থার মাধ্যমে। প্রকল্প ব্যয়ের ৯০ শতাংশ পর্যন্ত অর্থসাহায্য দেওয়া হয়। বাকিটা মেটানো হয় ভরতুকি, প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা পক্ষের টাকা থেকে। ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে সুদের হার বার্ষিক ৬ শতাংশ। ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে তা ৮ শতাংশ। ১০ লক্ষ টাকার বেশি ঋণে হার ১০ শতাংশ। তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত মহিলাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি বিশেষ প্রকল্প হল আদিবাসী মহিলা সশক্তিকরণ যোজনা। এর আওতায় NSTFDC ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের প্রকল্প বাবদ মোট ব্যয়ের ৯০ শতাংশ ঋণ দেয়। সুদের হার বার্ষিক ৪ শতাংশ।

চালু হওয়ার পর থেকে ২০১৭-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১২ বছরে NSTFDC মোট ১ হাজার ৬৫৪ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে NSTFDC তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের শিক্ষাগত দক্ষতার বিকাশে চালু করেছে আদিবাসী শিক্ষা ঋণ যোজনার মতো প্রকল্প। এসব ক্ষেত্রে সচেতনা তৈরিতেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

- **জাতীয় সাফাই কর্মচারী অর্থ ও বিকাশ নিগম (National Safaikarmacharis Finance and Development Corporation – NSKDFC) :**

মুনাফার লক্ষ্যবর্জিত সংস্থা হিসেবে কোম্পানি আইনের ২৫ নং ধারার আওতায় ১৯৯৭ সালের ২৪ জানুয়ারি গঠিত হয় NSKDFC। এর মালিকানা পুরোপুরি সরকারের। অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মনোনীত প্রদানকারী সংস্থা (State Channelizing Agencies বা SCAS), আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কিংবা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে প্রাপকদের হাতে টাকা পৌঁছে দেয় NSKDFC। SCA চূড়ান্ত গ্রাহকের কাছে টাকা পৌঁছে দেয় জেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের সহায়তায়। সাধারণ

প্রকল্প (General Scheme) -এর আওতায় প্রদেয় অর্থের ঊর্ধ্বসীমা ১৫ লক্ষ টাকা। স্বচ্ছতা উদ্যমী যোজনার আওতায় এই ঊর্ধ্বসীমা ২৫ লক্ষ টাকা।

● **জাতীয় অনগ্রসর শ্রেনি অর্থ বিকাশ নিগম (National Backward Classes Finance and Development Corporation – NBCFDC) :**

NBCFDC ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তরের অধীনস্থ একটি সংস্থা। মুনাফার লক্ষ্যবর্জিত সংস্থা হিসেবে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ২৫ নং ধারা মোতাবেক ১৫০০ কোটি টাকার অনুমোদিত শেয়ার মূলধন সমেত এই সংস্থা তৈরি হয় ১৯৯২ সালের ১৩ জানুয়ারি। শেয়ারের বিনিময়ে প্রাপ্ত মূলধন হিসেবে (Paid up capital) ২০১৭ সালের শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার ১১২৪ কোটি টাকা দিয়েছে এই সংস্থাকে। অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন সংস্থাটির মূল লক্ষ্য। এই গোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্রদের দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে স্বনিযুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্রতী এই সংস্থা। বিভিন্ন রাজ্যে ৪৬-টি SCA-র মাধ্যমে কাজ করে NBCFDC। ২০১৭-র ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৫৭৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা প্রদান করে অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত ২৩ কোটি ৩৬৩ জন মানুষের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জাতীয় অনগ্রসর শ্রেণি অর্থ ও বিকাশ নিগম।

● **জাতীয় সংখ্যালঘু অর্থ ও বিকাশ নিগম (National Minoritees Finance and Development Corporation – NMFDC) :**

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ২৫ নং ধারা অনুযায়ী, মুনাফার লক্ষ্যবর্জিত সংস্থা হিসেবে NMFDC চালু হয় ১৯৯৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। স্বনিযুক্তি এবং উপার্জনের কাজে শামিল হতে সংখ্যালঘুদের সুবিধাজনক শর্তে ঋণ দেওয়া এই সংস্থার মূল লক্ষ্য। ১৯৯২ সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন অনুযায়ী, মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং পার্সিরা সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত। ২০১৪ সালে জৈন সম্প্রদায়কেও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তালিকায় নিয়ে আসা হয়। NMFDC-র কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় কারিগর ও মহিলাদের। ১৯৯৪ সালে সূচনার পর থেকে ২০১৮-র ৩০ জুন পর্যন্ত NMFDC ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৩০৮ জন প্রাপককে মোট ৪ হাজার ৬৮০ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে। ২০১৭-১৮-এ ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৮৯ জন প্রাপকের হাতে ঋণ বাবদ দেওয়া হয় মোট ৫৭০ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯, অর্থাৎ বর্তমান অর্থবর্ষে ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত ১০ হাজার ৮০০ জন প্রাপককে ১১২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে NMFDC।

সারণি - ১

কোটি টাকার হিসেবে

ক্রমিক সংখ্যা	বর্গ	অ্যাকাউন্টের সংখ্যা	মঞ্জুর হওয়া টাকা	বর্গভিত্তিক ঋণ গ্রহীতার শতাংশ
১	সাধারণ	৫৯২৩৩৫৫২	৩৯৫০৫৬.৯৪	৪৫.২০%
২	তপশিলি জাতি	২৩৩৫৭৪৬৬	৬২৯৮২.৯৫	১৭.৮২%
৩	তপশিলি উপজাতি	৬৬২০৭৩৭	২০০৩৫.২৫	৫.০৫%
৪	অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি	৪১৮৩৪২০৪	১৩৭০৮৪.২৯	৩১.৯২%
৫	মোট	১৩১০৪৫৯৫৯	৬১৫১৫৯.৪৩	

সূত্র : মুদ্রা যোজনা

● **জাতীয় দিব্যাঙ্গ (ভিন্নভাবে সক্ষম) অর্থ ও বিকাশ নিগম (National Handicapped Finance and Development Corporation – NHFDC) :**

ভিন্নভাবে সক্ষমদের আর্থিক ক্ষমতায়নে অনুঘটকের ভূমিকা নেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে চারশো কোটি টাকার অনুমোদিত শেয়ার মূলধন সমেত ১৯৯৭ সালের ২৪ জানুয়ারি চালু করা হয় NHFDC। এই নিগম তৈরি হয়েছে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ২৫ নং ধারার আওতায়। ভিন্নভাবে সক্ষম (দিব্যাঙ্গ) ব্যক্তিদের কল্যাণে দেশের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে কাজ করে চলেছে এই নিগম।

সংস্থাটি ভিন্নভাবে সক্ষমদের আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কম সুদের হারে ঋণ দিয়ে থাকে। ২০১৭-র ৩১ মার্চ পর্যন্ত ১ কোটি ৪২ লক্ষ ৩৪৯ জন প্রাপককে মোট ৮০১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়েছে এই সংস্থা।

● **রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ (RMK) :**

রাষ্ট্রীয় মহিলা কোষ হল নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের আওতায় একটি স্বশাসিত সংস্থা। ১৮৬০ সালের সমিতি নিবন্ধীকরণ আইনে তা নিবন্ধীকৃত। মূল উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জীবিকা ও উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতে কম সুদের হারে ঋণ দেওয়া। এই ঋণ দেওয়া হয় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে সুদের হার ৬ শতাংশ। মধ্যবর্তী সংস্থাগুলি (Inter-mediatory Organisation) ঋণ বাবদ এই টাকা তুলে দেয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে।

● **মুদ্রা যোজনা :**

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে মুদ্রা ব্যাঙ্ক তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৫-র ৮ এপ্রিল সূচনা করেন মুদ্রা যোজনার। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হল অতিক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের ঋণ দেওয়া। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, অতিক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে।

ঋণ পেতে আগ্রহীরা এই সব প্রদানকারী সংস্থায় যোগাযোগ করতে পারেন। অথবা আবেদন করতে পারেন অন-লাইন মুদ্রা পোর্টালের মাধ্যমে।

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMMY)-র আওতায় মুদ্রা (MUDRA) ব্যবস্থাপনায় তিনটি বিভাগ রাখা হয়েছে — শিশু, কিশোর ও তরুণ। এই বিভাগগুলি বিকাশের গতিপ্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র সংস্থা বা উদ্যোগপতির চাহিদার সূচক। পরবর্তী ঋণের ক্ষেত্রে সূত্র নির্দেশের কাজ করে এই বিভাগগুলি।

৮/৪/২০১৫ থেকে ২৯/৬/২০১৮ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার আওতায় সামাজিক বিন্যাসগত বিচারে সাফল্য ১নং সারণিতে তুলে ধরা হল।

- **স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া কর্মসূচি :**

এই কর্মসূচির আওতায় সম্পূর্ণ নতুন উদ্যোগের জন্য প্রতি ব্যাঙ্ক শাখায় তপশিলি জাতি কিংবা তপশিলি উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত অন্তত একজন এবং অন্তত ১ জন মহিলা ব্যবসায়ীকে ১০ থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। উদ্যোগটি, উৎপাদন, পরিষেবা কিংবা বাণিজ্য — যে কোনও ক্ষেত্রেই হতে পারে। সুদের হার সংশ্লিষ্ট বর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারগুলির মধ্যে সবচেয়ে কম হবে। তা কখনই ভিত্তিহার (MCLR) + ৩ + মেয়াদি প্রিমিয়ামের বেশি হবে না। উপযুক্ত কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যস্তরের প্রকল্পের সঙ্গে সমন্বয়ের ভিত্তিতে ২৫ শতাংশ প্রান্তিক অর্থ (Margin Money)-র সংস্থানও রয়েছে এখানে। (Margin Money হল মধ্যস্থতাকারীর থেকে টাকা ধার নিয়ে শেয়ার কেনা। এক্ষেত্রে জামিন হিসেবে অন্য শেয়ার রাখতে হয়)।

সূচনা থেকে ৭/৩/২০১৮ পর্যন্ত স্ট্যান্ড আপ কর্মসূচির আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ক্ষেত্র এবং আঞ্চলিক ব্যাঙ্কগুলির দেওয়া ঋণের সংখ্যা হল যথাক্রমে ৫১ হাজার ৮৮৮, ২ হাজার ৪৪৫ এবং ১ হাজার ৯। এর মধ্যে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত গ্রহীতাদের জন্য মঞ্জুর হওয়া ঋণের সংখ্যা ১৮০।

সারণি - ২
২০১৮-র ২৭ শে জুন পর্যন্ত সাফল্যর চিত্র

বিবরণ	বর্তমান পরিস্থিতি
সহায়তা মঞ্জুর হয়েছে যেসব সংস্থার জন্য তাদের সংখ্যা	৭১-টি সংস্থা
মঞ্জুরীকৃত অর্থের পরিমাণ	২৫৫.৩৭ কোটি টাকা
যেসব সংস্থার হাতে সহায়তা বাবদ অর্থ পৌঁছেছে	৫৬-টি সংস্থা
মোট প্রদত্ত অর্থ	১৭৬.৭৬ কোটি টাকা

- **ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগের জন্য মূলধন তহবিল প্রকল্প (Venture Capital Fund Scheme) :**

এধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। তা চালু হয়েছে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের আওতায়। লক্ষ্য হল সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে তপশিলি জাতিভুক্তদের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্যোগ নেওয়ার উৎসাহ প্রদান।

- **ঋণ জামিন প্রকল্প (Credit Enhancement Guarantee Scheme) :**

২০১৪-র জুলাই মাসে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের বাজেট ভাষণে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত যুবা এবং স্টার্ট আপ উদ্যোগপতিদের ঋণ দেওয়ার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অসুবিধায় থাকা যে সব তরুণ-তরুণী নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাদের সুবিধার জন্যই এই পদক্ষেপ।

পাশাপাশি জোর দেওয়া হয় কর্মসংস্থান এবং তপশিলি গোষ্ঠীভুক্ত মানুষজনের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির ওপরেও। সেই অনুসারে ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে চালু হয় "তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য ঋণ জামিন কর্মসূচি" — Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes।

- **যোগ্য ঋণগ্রহীতা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা :** ২০১৭-র ৩১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত এই প্রকল্পে শামিল বেশ কয়েকটি ঋণদান সংস্থা মোট যে ২১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার ঋণ মঞ্জুর করেছে তার পরিবর্তে ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার গ্যারান্টি দিয়েছে IFCI। প্রকল্পটি সম্পর্কে সচেনতার প্রসারে আলোচনা সভা- সহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন দলিত বণিক সভার (Dalit Chambers of Commerce) শাখা রাজ্যস্তরের ব্যাঙ্কশাখা কমিটি ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলি।

- **প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা :**

২০১৪-র ১৫ আগস্ট তারিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনধন যোজনার কথা ঘোষণা করেন। এর লক্ষ্য হল সমাজের দূর্বলতর শ্রেণির অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকরণ। এঁদের কাছে ব্যাঙ্কিং, পেনশন কিংবা বিমা পরিষেবা পৌঁছে দিতে দেশজুড়ে নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ। এই যোজনার আওতায় সারা দেশে দেড় কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে।

সমাজের দুর্বলতর শ্রেণির ক্ষমতায়নে সরকারের দায়বদ্ধতার বিষয়টি এইসব প্রকল্পগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান সরকারের আমলে দারিদ্র্য দূর করে সর্বাঙ্গীণ বিকাশের লক্ষ্যে নেওয়া হচ্ছে একের পর এক পদক্ষেপ। ❑

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্যোগ স্থাপন সম্ভাবনার বিকাশ

ড. সুনীল শুক্লা

প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া মানুষজনের মধ্যে উদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক এবং আর্থিক প্রশ্নে বহুমাত্রিক প্রগতির পথ খুলে দেওয়া যেতে পারে এমনটা বলা মোটেও অত্যুক্তি হবে না। সামাজিক বৈষম্যের মতো ব্যাধি দূর করতে এই পন্থা ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব-এর ভূমিকা নিতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের পরামর্শ ও দিশানির্দেশ এক্ষেত্রে জরুরি। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে এইসব কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম উদ্যোগপতি করে তোলা সম্ভব। এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কর্মসংস্থানের চিত্রটিও উজ্জ্বল হবে আরও।

যে কোনও বিকাশশীল দেশের অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অন্তর্ভুক্তি এবং যোগদান জরুরি। ভারতে গত সাত দশকে সম্পদ এবং সম্বলের প্রশ্নে পিছিয়ে থাকা মানুষের ক্ষমতায়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হলেও অনেক কাজ এখনও বাকি। সংখ্যালঘু, ভিন্নভাবে সক্ষম (দিব্যাঙ্গ) এবং মহিলারা সামাজিক নানা কারণে আজও বহুক্ষেত্রেই উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের বাইরেই থেকে গেছেন। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিন গুজরান হয় তাদের। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান। ছবিটা বেশ লজ্জাজনক। উদারীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রগতির পথে বছরের পর বছর হেঁটেও দেখা যাচ্ছে সম্পদ এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সম অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সর্বাত্মক উন্নয়ন এখনও অধরাই রয়ে গেছে।

অনুকূল সামাজিক প্রবণতা

NITI আয়োগের তরফে 'প্রথম'-এর সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, আধা শহর বা গ্রামাঞ্চলের সত্তর শতাংশ উত্তরদাতা স্বনিযুক্ত হতে চান। নগরাঞ্চলের চিত্র বিপরীত (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২০১৬)। দারিদ্র্য এবং বেকারির গ্রাস থেকে মুক্তি পেতে দেশের যুবসমাজ, বিশেষত গ্রামীণ এলাকার তরুণ-তরুণীরা এখনও ব্যবসাবাণিজ্যের দিকেই যে বেশি ঝুঁকতে চান, তা ফের স্পষ্ট হয়ে গেছে উল্লিখিত সমীক্ষার ফলাফলে। ভারত, উৎসাহ এবং তারুণ্যে ভরপুর একটি দেশ। জনবিন্যাসগত ছবি বলছে গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত, সম্পদের অপর্যাপ্ততার সম্মুখীন প্রান্তিক যুবক-যুবতীদের সংখ্যাই বেশি। তাদের মধ্যে রয়েছে অফুরান উদ্যম ও উৎসাহ। ঠিকভাবে চালিত হলে এরা সফল উদ্যোগপতি হয়ে উঠবেন। নতুন নতুন পণ্য তৈরি, উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জটিল নানা সামাজিক সমস্যার সমাধানের কাজ এদের আকর্ষণ করে। সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে চান তারা। আলাদা করে যেটুকু প্রয়োজন, তা হল নতুন ব্যবসা বা উদ্যোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাভাবনার সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সঠিক দিশা নির্দেশ এবং সহায়তা প্রদান। সারা বিশ্বে উদ্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সমীক্ষার ক্ষেত্রে বৃহত্তম সংস্থা, 'The Global Entrepreneurship Monitor' (GEM) -এর ২০১৬-১৭-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই সময়ে উদ্যোগ স্থাপন ইচ্ছার (entrepreneurial intention) হার ২০১৫-১৬-র ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৪ দশমিক ৯ শতাংশ।

ব্যর্থতার আশঙ্কার হার ওই একই সময়ের ব্যবধানে চুয়াল্লিশ থেকে নেমে হয়েছে সাঁইত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ। উল্লিখিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে,

[লেখক Entreprenenrship Development Institute of India-র অধিকর্তা। Global Entrepreneurship Monitor-এর ভারতীয় শাখার শীর্ষ কর্তা। ই-মেল : sunilshukla@edindia.org]

২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে চুয়াল্লিশ শতাংশ মানুষ নতুন ব্যবসা শুরু করার উপযোগী আবহ দেশে বিদ্যমান বলে ভেবেছেন। চুয়াল্লিশ শতাংশ মানুষ ভেবেছেন তারা নতুন ব্যবসা চালু করার ক্ষমতা রাখেন। ঠিক একইভাবে Amway Entrepreneurship India Report, 2015 বলছে, তাদের সমীক্ষায় প্রশ্নের সম্মুখীন ৩০ শতাংশ মানুষই নিজে ব্যবসা শুরুর কথা ভাবছেন (এই সমীক্ষা চালানো হয় ২১-টি রাজ্যের বিভিন্ন আয় স্তর, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ১০ হাজার ৬৭৮ জনের ওপর)। কাজেই দু'টি সমীক্ষার ফলাফল বিচার করে এটা বলা যেতে পারে যে, নিজস্ব মালিকানার ব্যবসাবাণিজ্য চালু করার প্রবণতা বাড়ছে এবং এক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলেছে অনেকটা। দেশের উদ্যোগ সংক্রান্ত বিকাশের প্রশ্নে বিষয়টি বেশ উৎসাহজনক।

বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্রসারের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া মানুষের ক্ষমতায়ন : চতুর্মুখী কৌশল

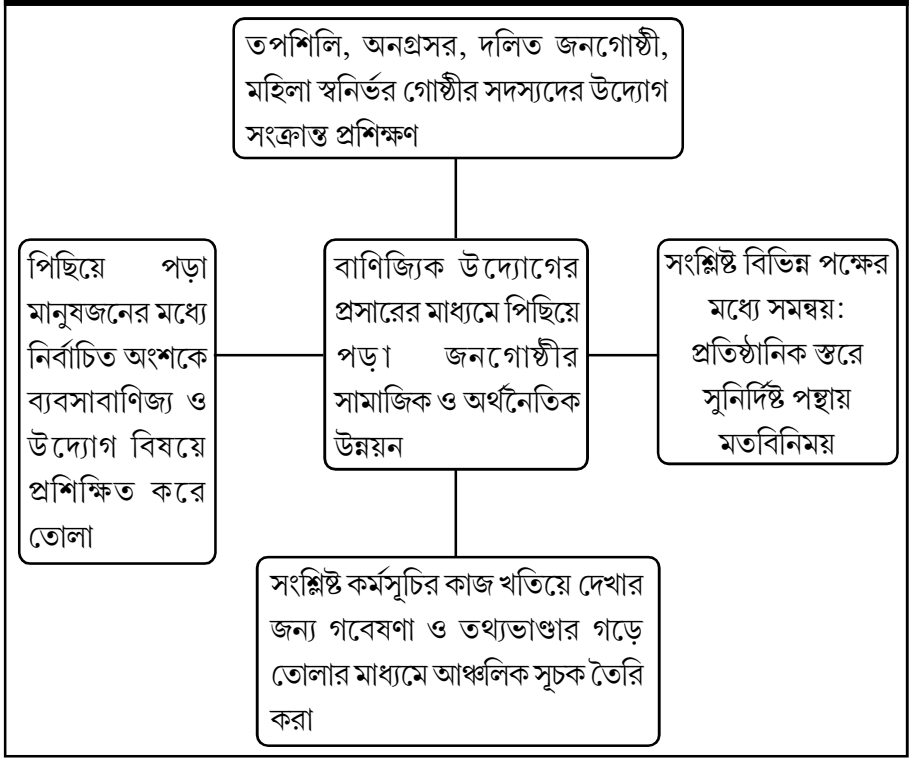

সমস্যা এবং সুযোগ

প্রান্তিক মানুষজনের সামনে শিক্ষা এবং দক্ষতার ঘাটতি একটা বড়ো সমস্যা। এর ফলে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করার ক্ষেত্রে নিজের ওপর আস্থার অভাব তৈরি হয়। মহিলাদের মধ্যে সমস্যাটি প্রকটতর। এর মোকাবিলায় দরকার উদ্যোগ সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহদান এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার বিকাশ । যুবক-যুবতীদের নিজেদের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে কর্মশালা কিংবা আলোচনা সভার প্রয়োজনীয়তা সুবিদিত এবং সময়ের বিচারে পরীক্ষিত। কৌশলগত পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে উদ্যোগসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, দিশানির্দেশ এবং পরামর্শদানের মাধ্যমে দেশের মানুষের সামনে স্বনিযুক্তির দরজা খুলে দেওয়া যেতে পারে।

টাকাপয়সার অভাব, ঝুঁকি নিতে ভয়, ন্যূনতম সাক্ষরতারও অভাব, এসব কারণেই পিছিয়ে থাকা মানুষজন নিজেদেরকে ব্যবসা থেকে বিরত রাখেন। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, কাঁচামালের ও মূলধনের জোগানে অপ্রতুলতা, বিপণন পরিকাঠামোর সুযোগ না থাকা গ্রামীণ উদ্যোগপতিদের সামনে বড়ো বাধা। শিক্ষার অভাবের কারণে তারা বহুক্ষেত্রেই নিজেদের প্রাপ্ত সুযোগসুবিধার বিষয়েও সেভাবে সচেতন নন (সাক্সেনা, ২০১২, পৃঃ ২৪)। অনেক সময়েই নিজেদের ব্যবসা ছেড়ে তারা দিনমজুরের কাজ করেন। কাজেই সম্ভাবনা এবং সমস্যা, দু'টি দিককে মাথায় রেখে গ্রামীণ উদ্যোগ সম্পর্কিত প্রেক্ষিতটিকে বিচার করা জরুরি। বাজারের ভেতরকার বাস্তব পরিস্থিতি এবং বৃহত্তর সামগ্রিক নীতির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াটিও বোঝা দরকার। তবেই আঞ্চলিক চাহিদা এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাযথ উদ্যোগ সংক্রান্ত উন্নয়ন ও প্রসার কর্মসূচির রূপায়ণ সম্ভব হতে পারে।

এদেশে ১৯৯০ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংস্কারের কল্যাণে দলিত উদ্যোগপতির সংখ্যা অনেক বেড়েছে। কিন্তু বেসরকারি উদ্যোগের মালিকাধীন ক্ষেত্রে এদের প্রতিনিধিত্ব এখনও কম । কর্মসংস্থানের দিকটিতেও সেভাবে এগোন যায়নি। তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি খাটে। (আইয়ার খান্না এবং ভার্শনি, ২০১১)। তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তদের মালিকানাধীন সংস্থাগুলিকে কর্মসংস্থান সেভাবে না হওয়ার তারা পিছিয়ে রয়েছেন অনেকখানি, এমনটাই বলছেন গবেষকরা। অনেক এগিয়ে গেছেন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত (OBC) উদ্যোগপতিরা। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দড় না হওয়া এবং বাণিজ্য জগতের আঙিনায় বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হওয়ার জন্যও তপশিলি গোষ্ঠীভুক্তরা নিজেদের ব্যবসা সেভাবে বাড়াতে পারেনি। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যুবক-যুবতীদের ক্ষমতায়নে ভারতের দলিত বণিক সভা (Dalit Indian Chamber of Commerce and Industry বা DICCI)

কিন্তু অনেক প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। সমস্যার মোকাবিলায় ভারত সরকারও হাতে নিয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি। সেগুলির কয়েকটি নিয়ে এবার আলোচনা হবে।

● **চল ভারত কর্মসূচি (Start up India Programme) :** Start up কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে নতুন উদ্যোগ বা Start up-গুলির তহবিলের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল (Fund of Funds - FFS) গড়েছে ভারত সরকার । এর মাধ্যমে আগামী চার বছর টাকা দেওয়া হবে। টাকা দেওয়া হবে ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক-এর (Small Industries Bank of India) মারফত। FFS খাতে SIDBI -কে এপর্যন্ত ৬০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে। SIDBI মোট ৬০৫কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন তহবিলে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ১৭-টি পরিবর্ত বিনিয়োগ তহবিলে (Alternative Investment Fund) দেওয়া হয়েছে ৯০ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা । প্রায় ৭৫-টি নতুন সংস্থা (Start up)-এ পাঠানো হচ্ছে ৩৩৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা । আয়কর আইনের 80IAC ধারার আওতায় ছাড় দেওয়া হয়েছে মোট ৭৪-টি Start up সংস্থা। এইসব পদক্ষেপ Start up সংস্থাগুলির কাজে গতি আনবে এমনটা আশা করাই যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত, যুবগোষ্ঠী এবং উৎসাহী উদ্যোগীদের ক্ষমতায়নে Start up India কর্মসূচি খুব বেশি প্রভাব ফেলছে এমন ছবি সামনে আসেনি।

লোকসভায় ২০০৭-র ১৮ ডিসেম্বর এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে একথা জানিয়েছেন বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী সি. আর. চৌধরি। গত দু'বছরে FFS-গুলির সামান্য অর্থই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য ও শিক্ষণসম্পদ-এর সংস্থানের জন্য তৈরি হয়েছে একটি Virtual Start up Hub। পোর্টালগুলিতে নথিবদ্ধের সংখ্যা ১৫ হাজার। উত্তর দেওয়া হয়েছে ৭৫ হাজার ৬৪৩-টি প্রশ্নের। Start up India কর্মসূচির আওতায় শিক্ষণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বা Learning and Development Module এখনও পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন ১ লক্ষ ৮৯ হাজার মানুষ। এসব প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে তার প্রভাব এখনও বেশ সীমিত। তবে উদ্যোগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সমন্বিত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

● **উত্তিষ্ঠ ভারত কর্মসূচি (Stand Up India Initiative) :** Stand Up India কর্মসূচির আওতায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার ব্যাঙ্কের শাখার মাধ্যমে তপশিলি জাতি / উপজাতি গোষ্ঠীভুক্তদের হাতে অর্থ পৌঁছে দিয়ে দেশে নতুন আড়াই লক্ষ নয়া উদ্যোগপতি তৈরি করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্যাঙ্ক শাখার মাধ্যমে একজন তপশিলি জাতি/উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত এবং একজন মহিলা উদ্যোগপতির হাতে মোট ১০লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান আর্থিক পরিকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে দুর্বলতর মানুষের কাছে উদ্যোগ ঋণ পৌঁছে দেওয়াও Stand up India কর্মসূচির লক্ষ্য। এর ফলে উপকৃত হবেন আড়াই লক্ষ মানুষ । এই কর্মযজ্ঞের উদ্দেশ্য হল আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানের জন্য তৃণমূল স্তরে ব্যবসায়িক উদ্যোগের প্রসার। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৬০ হাজার ৭৯৫-টি আবেদন জমা পড়েছে। মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৩ হাজার ২১৭ কোটি টাকা । জাতীয় স্তরে Stand up India Portal -এ সক্রিয় রয়েছে। ১০৩-টি ব্যাঙ্কের ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৩৬-টি শাখা। অনলাইনের ঋণের জন্য জমা পড়া ১০ হাজার ৮৪-টি আবেদনের মধ্যে ২৯০৮-টি ক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুর হয়েছে। মুদ্রা প্রকল্প (প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা, PMMY) অতিক্ষুদ্র উদ্যোগ উন্নয়ন এবং পুনঃবরাদ্দ সংগঠন Micro Units Development and Re-finance Agency বা MUDRA হল Stand up India কর্মসূচির লক্ষ্যপূরণে নিয়ত কার্যনির্বাহী আর্থিক সংস্থা। দেশে অতিক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিতে কম অঙ্কের ঋণ দেওয়ার কাজে যুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে টাকা দেয় MUDRA। অতিক্ষুদ্র সংস্থাগুলির ঋণ খেলাপজনিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় গড়ে তোলা হয়েছে ঋণ সংক্রান্ত নিশ্চিতকরণ তহবিল (Credit Guarantee Fund for Micro Units)। ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক নয় এমন ঋণদানকারী সংস্থা (NBFC), MFI থেকে নেওয়া টাকা পরিশোধে অক্ষম হলে সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রদানকারী সংস্থাকে সে টাকা

মিটিয়ে দেওয়া হয় এই তহবিল থেকে। ঋণগ্রহীতা সংস্থার কলেবর এবং ঋণের ধরনধারাণ অনুযায়ী ঋণের শ্রেণিবিভাগ ও করা হয়েছে । সেগুলি হল; 'শিশু', 'কিশোর' এবং 'তরুণ'। PMMY-এর আওতায় ১২ কোটি প্রাপককে ৬ ট্রিলিয়ন টাকা দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ২৮ শতাংশ, অর্থাৎ ৩ কোটি ২৫ লক্ষ প্রাপক এই প্রথম ব্যবসায়ে নেমেছেন। আরও যেটা উল্লেখযোগ্য তা হল, ঋণগ্রহীতাদের ৭৪ শতাংশ (৯কোটি) হলেন মহিলা এবং ৫৫ শতাংশ তপশিলি জাতি/উপজাতি কিংবা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত। তিন বছরে এই প্রকল্প সমাজের প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। তবে আরও অনেক কাজ বাকি। MUDRA-র সহায়তাপ্রাপ্ত নতুন সংস্থাগুলিকে টিকিয়ে রাখতে পরবর্তী সময়ের জন্যও যথাযথ সহায়তা এবং পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থাপত্র গড়ে তোলা দরকার। এই সব সংস্থা টিকে থাকলে কর্মসংস্থানেও গতি আসবে। স্টার্ট আপ গ্রাম উদ্যোগ কর্মসূচি বা Start up Village Entrepreneurship Programme বা SVEP-র ঘোষণা হয় ২০১৪ সালের সংসদের বাজেট অধিবেশনে। সরকারের তরফে আর্থিক সহায়তা নিয়ে গ্রামের যুবক-যুবতীদের স্বনিযুক্তির পথে এগোতে উৎসাহ দেওয়াই এর লক্ষ্য। গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ এবং ক্ষুদ্রঋণ ও পরামর্শদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিকে পাখির চোখ করে হাতে নেওয়া হয় SVEP। ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা অভিযান বা National Rural Livelihood Mission-এর উপ-প্রকল্প হিসেবেই SVEP-র প্রস্তাবনা। গত চার বছরে SVEP-র আওতায় ২৪-টি রাজ্যের ১২৫-টি ব্লকে ১ লক্ষ ৮৪ হাজার গ্রামীণ ব্যবসায়িক সংস্থা গড়ে উঠেছে। কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় তিন কোটি ৭৮ লক্ষ মানুষের। বদলে গেছে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উদ্যোগের চিত্র। রূপায়ণে একটি নির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পটির আওতায় আরও বেশি অঞ্চলকে নিয়ে আসলে গ্রাম ভারতে ব্যবসাবাণিজ্যের ছবিটা আরও ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে।

শেষ কথা

দেশের প্রান্তিক এবং পিছিয়ে পড়া মানুষজনের মধ্যে (বিশেষত যারা নানাদিক থেকেই চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন, যেমন নিম্নবর্ণের দিবাঙ্গ মহিলা) উদ্যোগ সংক্রান্ত দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে সামাজিক এবং আর্থিক প্রশ্নে বহুমাত্রিক প্রগতির পথ খুলে দেওয়া যেতে পারে এমনটা বলা মোটেও অত্যুক্তি হবে না। সামাজিক বৈষম্যের মতো ব্যাধি দূর করতে এই পন্থা ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব (affirmative action)-এর ভূমিকা নিতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্ষুদ্র উদ্যোগপতিদের পরামর্শ ও দিশানির্দেশ এক্ষেত্রে জরুরি। ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা এবং স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে কাজে লাগিয়ে এইসব কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষজনকে প্রতিযোগিতায় সক্ষম উদ্যোগপতি করে তোলা সম্ভব। এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কর্মসংস্থানের চিত্রটিও উজ্জ্বল হবে আরও। পাশাপাশি কাজে লাগানো যাবে অব্যবহৃত সম্পদ ও সম্ভাবনাকে। ❑

উল্লেখপঞ্জী :

- Amway Entrepreneurship Report, India : 2015
- The Indian Express. (2016, February 3). *Dear Modi sarkar, Start Up India is fine, but what about rural entrepreneurship ?* Retrieved November 13, 2017, from The Indian Express : http://indianexpress.com/article/blogs/start-up-india-is-fine-but-what-about-rural-entrepreneurship/
- Iyer, I., Khanna, T., & Varshney, A. (2011). Caste and Entrepreneurship in India. *Harvard Business School,* 4.
- Saxena, S. (2012, August). Problems Faced By Rural Entrepreneurs and Remedies to Solve It, *IOSR Journal of Business and Management, 3 (1),* 23-29.
- Shukla, S., et al (2018). GEM India Report-2016-17. Emerald Publishing India, New-Delhi.
- The Hindu. (2016, April 6), Modi unveils scheme to make Dalits entrepreneurs. Uttar Pradesh, India. Retrieved April 03, 2017, from

  http://www.thehindu.com/business/modi-unveils-scheme-to-make-dalits-entrepreneurs/article8438165.ece
- The Stateman. (2016, October 18). Spirit of entrepreneurship among Dalits will boost economy. Retrieved April 03, 2017, from http://www/thestatesman.com/india/spirit-of-entrepreneurship-among-dalits-will-boost-economy-171489.html.

জানেন কি ?

দিশা

দিশা প্রকল্প জাতীয় অছি আইন (National Trust Act)-এর আওতায় চিহ্নিত চার ধরনের প্রতিবন্ধকতাগ্রস্ত শূন্য থেকে দশ বছর বয়সি শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য আগে থেকে ব্যবস্থাগ্রহণ ও স্কুলের জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। 'অটিজম', 'সেরিব্রাল পলসি', 'মেন্টাল রিটার্ডেশন' ও 'মাল্টিপল ডিসেবিলিটিস'-গ্রস্ত মানুষদের কল্যাণসাধনে এই আইন অনুসারে একটি অছি পরিষদ, অর্থাৎ জাতীয় অছি পরিষদ, স্থাপন করা হয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য 'দিশা কেন্দ্র' গড়ে তোলা, যেখানে প্রতিবন্ধীদের জন্য থেরাপি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার পাশাপাশি তাদের পরিবারের জন্যও সাহায্য প্রদান করা। এই প্রকল্পে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ বা তাদের অভিভাবকদের সংস্থা বা যে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন জাতীয় অছির আওতায় নিবন্ধীকৃত হতে পারে। এগুলিকে বলা হয় নিবন্ধীকৃত সংস্থা বা Registered Organisations (RO)।

জাতীয় অছি 'দিশা কেন্দ্র' স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মাসিক খরচ বাবদ ব্যয়ের জন্য অর্থ জোগায়।

মাসিক খরচাপাতি

জাতীয় অছির আওতায় নিবন্ধীকরণের পর নিবন্ধীকৃত সংস্থাকে তাদের দিশা কেন্দ্রতে যে ন্যূনতম সুযোগসুবিধা দিতে হবে সেগুলি হল:

ক) দিনের বেলা দেখাশুনার ব্যবস্থা

নিবন্ধীকৃত সংস্থাকে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে অন্তত চার ঘন্টার জন্য প্রতিবন্ধীদের দেখাশুনার জন্য 'ডে কেয়ার'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে রাখতে হবে বয়স ভিত্তিক যথোপযুক্ত কর্মকান্ডের সংস্থান ও মাসে অন্তত ২১ দিন এই পরিষেবা দিতে হবে। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি মাসে অন্তত ১৫ দিন দিশা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকলে, তবেই জাতীয় অছি তার জন্য আর্থিক দায়িত্বভার গ্রহণ করবে।

সাধারণ ক্ষেত্রে দিশা কেন্দ্রের ব্যাচে থাকার কথা ২০ জনের, কেন্দ্র-পিছু সর্বোচ্চ সংখ্যা ২৬ (অর্থাৎ কোনও মতেই তা যেন ৩০ শতাংশের বেশি না হয়)।

নিবন্ধীকৃত সংস্থা নতুন 'দিশা কেন্দ্র' খোলার জন্য আবার আবেদন করতে পারে। নিবন্ধীকৃত সংস্থাকে নিম্নবিত্ত (দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী-সহ) ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির ঊর্ধ্বে যাদের অবস্থান (যেসব আসনের জন্য সংস্থার ফি প্রাপ্য) তাদের মধ্যে ১:১ অনুপাত বজায় রাখতে হবে। এই দ্বিতীয় ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য নিবন্ধীকৃত সংস্থা সরাসরি তাদের মা-বাবা, অভিভাবক, পরিবারের সদস্য, অন্য কোনও নিবন্ধীকৃত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যাক্তিবিশেষের কাছ থেকে ফি নিতে পারে।

দিশা কেন্দ্রে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিবন্ধীকে যুক্ত করতে নিবন্ধীকৃত সংস্থা শিশুচিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

খ) কর্মবাহিনী

কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বা Early Intervention Therapist, Physiotherapist/Occupational Therapist ও কাউন্সিলর-এর পাশাপাশি তাদের পরিচর্যা ও দেখভালের জন্য 'কেয়ারগিভার' ও আয়া নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। শারীরিক ও বাচিক প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

গ) পরিকাঠামো ব্যবস্থা

প্রতিবন্ধীদের জন্য দিশা কেন্দ্রে থাকতে হবে পর্যাপ্ত মাপের কয়েকটি নির্দিষ্ট ঘর — 'মেডিকেল/অ্যাসেসমেন্ট রুম' (থেরাপির জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সহ), 'অ্যাক্টিভিটি রুম' ও 'রিক্রিয়েশান রুম'। জাতীয় অছির কাছে অর্থের আবেদন, প্রতিবেদন জমার মতো দপ্তরের নানা কাজের জন্য থাকতে হবে কম্পিউটার, স্ক্যানার ও ইন্টারনেট সংযোগ।

ঘ) কাউন্সেলিং

নিবন্ধীকৃত সংস্থাকে প্রতিবন্ধীদের মা-বাবা/অভিভাবকের জন্য কাউন্সেলিং ও পরামর্শদানের ব্যবস্থা করতে হবে, বিশেষত দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম বিষয়ক ক্ষেত্রে এবং ন্যূনতম সংখ্যক কাউন্সেলিং সেশানে তাদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করতে নিয়মিতভাবে নজর রাখতে হবে। পরবর্তীকালে প্রতিবন্ধী শিশু যাতে মূলস্রোতের স্কুলে ভর্তি হতে পারে, তার জন্য সহায়তা প্রদান করার দায়িত্ব বর্তায় নিবন্ধীকৃত সংস্থার ওপর।

ঙ) যাতায়াতের ব্যবস্থা

উভয় পক্ষের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে নিবন্ধীকৃত সংস্থা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যাতায়াতের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থাও করতে পারে।

যোজনা ? ক্যুইজ

এবারের বিষয় : ক্রীড়া

১। জাতীয় ক্রীড়া দিবস কবে পালন করা হয় ?

২। ভারত এখনও পর্যন্ত অলিপিক্সে হকিতে ক'বার সোনা জিতেছে ?

৩। অর্জুন পুরস্কার, দ্রোণাচার্য পুরস্কার, রাজীব গান্ধী খেল রত্ন ও পদ্মশ্রী — এই সব ক'টি সম্মানে ভূষিত হয়েছেন কোন ক্রীড়াবিদ ?

৪। নোমুরা কাপ কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?

৫। ক্রিকেটের ইতিহাসে কে প্রথম টেস্ট অধিনায়ক যিনি প্রথম তিনটি ইনিংসে তিনটে সেঞ্চুরি করেছেন ?

৬। ২০২০ গ্রীষ্ম অলিম্পিক্স কোথায় অনুষ্ঠিত হবে ?

৭। ২০০৩ সালে হায়দ্রাবাদে কোন আন্তর্মহাদেশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয় ?

৮। কবে ও কোথায় কমনওয়েলথ গেমসের যাত্রা শুরু হয় ?

৯। 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প থেকে কোন জনপ্রিয় খেলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে ?

১০। ও. এম. নাম্বিয়ার, ওম প্রকাশ ভরদ্বাজ এবং বালচন্দ্র ভাস্কর ভাগবত — এনারা ১৯৮৫ সালে সদ্য অধিষ্ঠিত কোন পুরস্কারের প্রথম বিজয়ী ?

১১। প্রথম ভারতীয় ক্রিকেট ক্লাব কোনটি ?

১২। 'বার্ডস নেস্ট' নামক স্টেডিয়াম কোথায় ?

১৩। ভারতের সবচেয়ে পুরানো ফুটবল প্রতিযোগিতা কোনটি ?

১৪। ২০২২ সালে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর বসবে কাতারে। এটি কততম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা ?

১৫। VAR কী ?

১৬। বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে প্রথম আত্মঘাতী গোলদাতা কে ?

১৭। এ বছর বিশ্বকাপে প্রথমবার অংশ নিল কোন দেশ ?

১৮। এর আগে ফরাসিরা কবে ফুটবল বিশ্বকাপ জিতেছেন ?

১৯। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে না পারলেও পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলার জন্য 'ফেয়ার প্লে' পুরস্কার পেল কোন দল ?

২০। সব থেকে বেশি গোল হয় কোন বিশ্বকাপ ফাইনালে ?

উত্তর :

(১) ২৯ আগস্ট। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিবস উপলক্ষ্যে। (২) আটবার। (৩) পুল্লেলা গোপীচন্দ। (৪) গল্‌ফ। (৫) ভারতের বিরাট কোহলি। (৬) টোকিও, জাপান। (৭) আফ্রিকা ও এশিয়ার থেকে ৯৬-টি দেশের মধ্যে অ্যাফ্রো-এশিয়ান গেমস। (৮) ১৯৩০ সালে; কানাডায়। (৯) ক্রিকেট। (১০) দ্রোণাচার্য পুরস্কার। (১১) ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব। (১২) বেজিং, চিন। (১৩) ডুরান্ড কাপ; ১৮৮৮ সালে সূচনা। (১৪) ২২তম। (১৫) ২০১৮ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালে ব্যবহৃত প্রযুক্তি, নাম 'ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি'। (১৬) ২০১৮ সালে রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া ও ফ্রান্সের খেলার এই রেকর্ড গড়লেন ক্রোয়েশিয়ার মারিও মান্দজুকিচ। (১৭) আইসল্যান্ড। (১৮) ১৯৯৮ সালে। (১৯) স্পেন। (২০) ১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে। সুইডেনকে ৫-২ গোলে হারায় ব্রাজিল। দু'টি করে গোল করেছিলেন পেলে ও ভাভা।

যোজনা ||| নোটবুক

এবারের বিষয় : কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ডে আধুনিক অনলাইন পরিষেবা

আধুনিক অনলাইন পরিষেবা দিতে শুরু করেছে কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) দফতর। যার দৌলতে পিএফের পাসবই দেখাই হোক কিংবা নাম, জন্মের তারিখ ঠিক করা বা ধরুন ক্লেমের টাকা দাবি—সবই বাড়িতে বসে করা যেতে পারে হাতের কাছে শুধু একটা কম্পিউটার থাকলেই। এমনকি অনেক কাজ সেরে ফেলা যায় স্মার্টফোনেও।

প্রতিবার চাকরি ছাড়ার সময়ে পিএফের টাকা তোলা বা তা নতুন অ্যাকাউন্টে নিয়ে যেতে সমস্যায় যাতে না পড়তে হয়, মূলত সে জন্যই ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (ইউএএন) চালু করা হয়েছে। প্রথম চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময়েই সংস্থা থেকে এই নম্বর মেলে। সংস্থা পালটালে পিএফ নম্বর পালটায়। কিন্তু ইউএএন সারা চাকরি জীবনে একটিই থাকে। ফলে এক ছাদের তলায় চাকরিজীবীর পিএফের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের সব তথ্য মেলে। নেটে পিএফ পরিষেবা পেতে এই নম্বর বাধ্যতামূলক।

অনলাইনে পিএফের পরিষেবা পেতে হলে, প্রথমে ই-লিঙ্কিং অথবা ই-ভেরিফিকেশন করাতে হবে। এ জন্য পিএফ দফতরে আপনার ইউএএন-এর সঙ্গে আধার নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং প্যান নম্বর যোগ করাতে হবে। এগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে মোবাইল নম্বরও। কারণ পরিষেবা দেওয়ার সময়ে অনেক ক্ষেত্রেই মোবাইলে একটি এক বার ব্যবহারযোগ্য পাসওয়ার্ড (ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড বা ওটিপি) পাঠানো হয়। সেটি যাতে ঠিক লোকের কাছে পৌঁছয়, তা নিশ্চিত করতেই মোবাইল নম্বর যোগ করার কথা বলা হয়। সাধারণ সমস্যা এড়াতে এবং নিরাপত্তার খাতিরে ইউএএন, আধারে একই মোবাইল নম্বর যুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ইউএএন-এ নাম নথিভুক্তির দিন কয়েক পরে ফিরে যান ওয়েবসাইটে। 'মেম্বার ইউএএন/অনলাইন সার্ভিস (ওসিএস/ওটিসিপি)' পেজে ইউএএন, পাসওয়ার্ড ক্যাপচা দিতে হবে। পাসওয়ার্ড জানা না থাকলে, 'ফরগট পাসওয়ার্ড' থেকে নতুন পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে। কেওয়াইসি তথ্য দিতে হবে। তা যাবে নিয়োগকারী সংস্থার কাছে। সংস্থা ওই তথ্যে অনুমোদন দিলেই ই-ভেরিফিকেশন/লিঙ্কিং সম্পূর্ণ হবে। আরেকটি পদ্ধতিও আছে—কেওয়াইসি নিয়োগকারীর কাছে জমা দিতে পারেন; সংস্থা ডিজিটাল সইয়ের মাধ্যমে তা অনুমোদন করে অনলাইনে পিএফ দফতরে পাঠাতে পারে।

অনেক সময়ে নিয়োগকারী ডিজিটাল সই করে কর্মীর কেওয়াইসি তথ্য অনুমোদন করার পরেও দেখা যায় পিএফ দফতর তা সফল নয় বলে জানাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে, কেওয়াইসি তথ্যে ভুল রয়েছে। ওই তথ্য সংশোধন করে অনলাইনে আপলোড করে ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া আবার সম্পূর্ণ করতে হবে। নেটে যেসব পরিষেবা মেলে তার মধ্যে অন্যতম —

- পাসবই দেখা।
- ইউএএন কার্ড তেরি।
- পরিচয় সংক্রান্ত তথ্য আপডেট। তবে এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সেই তথ্য নেটে আপডেট করা যায়। তার বেশি হলে যোগাযোগ করতে হবে সংস্থার সঙ্গে।
- আধার, প্যানের মতো কেওয়াইসি তথ্য আপডেট করা।
- অবসরের পরে পিএফের টাকা দাবি করা।
- এক চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যোগ দিলে, নেটেই পুরনো চাকরির পিএফের টাকা নতুন অ্যাকাউন্টে পাঠাতে আর্জি জানানো যায়।

যোজনা ||| নোটবুক

- কর্মী এবং নিয়োগকারীর অংশ থেকে পিএফে জমা পড়া টাকার অঙ্ক এ ক্ষেত্রে দেখা যাবে। সেই সঙ্গে জানা যাবে পেনশনে জমা পড়া টাকাও।
- সুবিধার জন্য পাসবই ডাউনলোড করে প্রিন্টও নিতে পারেন।

পরিচয়, মোবাইলে নম্বর, ই-মেল এবং কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য ঠিক না থাকলে, পিএফের টাকা তোলা বা অগ্রিম নেওয়ায় সমস্যা হয়। এই তথ্য অনলাইনে ঠিক করা যায়। নামের বানানে তিনটি অক্ষর পর্যন্ত ভুল বা জন্মের তারিখে গণ্ডগোল থাকলে (এক বছর আগে বা পরে পর্যন্ত), নেটে শোধরানো যায়। তার বেশি হলে আবেদন করতে হয় সংস্থার কাছে। তারাই পরিবর্তিত তথ্য পিএফ দফতরে পাঠাবে। তথ্য পালটাতে—নিজস্ব হোমপেজে যান; 'ম্যানেজ' ক্লিক করুন; রয়েছে কনট্যাক্ট ডিটেলস, কেওয়াইসি, মডিফাই বেসিক ডিটেলস, ই-নমিনেশন; নির্দিষ্ট জায়গায় পূরণ করুন; পিএফ দফতর নিয়োগকারী সংস্থার কাছে সংশোধিত তথ্য পাঠাবে, তারা সম্মতি দিলে তা বদলে যাবে; ই-নমিনেশনের সুবিধা নেটে নেই।

অনলাইনে মূলত তিনটি ক্ষেত্রে টাকা ক্লেম করা যায়—অবসর বা কোনও কারণে চাকরি ছাড়লে, ফর্ম ১৯-এর মাধ্যমে; চিকিৎসা, পড়াশোনা, বিয়ের মতো ক্ষেত্রে অগ্রিম নিতে ফর্ম ৩১; পেনশনের টাকা তুলতে ফর্ম ১০সি। তবে এ জন্য আন-এগ্‌জেম্পটেড সংস্থায় কাজ করতে হবে। চাকরির মেয়াদ হতে হবে ৬ মাসের বেশি এবং সাড়ে ৯ বছরের কম।

পিএফের পেনশন পেতে অন্তত ১০ বছর পিএফ এবং পেনশন তহবিলে টাকা জমা পড়া জরুরি। টানা চাকরি না করলেও চলবে। একাধিক সংস্থায় চাকরির মেয়াদ যোগ করে ১০ বছর হওয়া চাই। একটি চাকরি ছাড়ার সময়ে পিএফের টাকা তুলে নিলে, সেই চাকরির মেয়াদ পেনশন হিসেবের সময়ে গোনা হবে না। পুরনো সংস্থার পিএফের টাকা নতুন সংস্থায় স্থানান্তরিত হলে, তবেই যোগ হবে।

এক চাকরি ছেড়ে অন্য সংস্থায় যোগ দিলে, পুরনোটিতে জমা হওয়া পিএফ তহবিল নতুন পিএফ অ্যাকাউন্টে আনা যায়। লাগে ফর্ম ১৩। সেই আর্জিও জানানো যায় অনলাইনে। একই ভাবে, আগের চাকরিতে জমা টাকা আনতে যেতে হবে 'ওয়ান মেম্বার-ওয়ান ইপিএফ অ্যাকাউন্ট (ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট)'-এ। আবেদনের বর্তমান অবস্থা জানতে রয়েছে 'ট্র্যাক ক্লেম স্টেটাস'।

যেসব কাজ অনলাইনে করা যায় না, সেগুলি হল — পেনশনের জন্য লাগে ফর্ম ১০ডি, তা অনলাইনে জমা দেওয়া যায় না; নির্দিষ্ট মেয়াদের থেকে কম চাকরি করলে ফর্ম ১০সি-তে পেনশন তোলা যায়, কিন্তু যারা 'এগ্‌জেম্পটেড' সংস্থায় কাজ করেন, তারা ওই ফর্ম অনলাইনে জমা দিতে পারবেন না; চাকরিরত অবস্থায় মৃত্যু হলে, ফর্ম ২০ জমা দিয়ে উত্তরাধিকারী বা নমিনিকে পিএফের টাকা তোলার আর্জি জানাতে হয়, কিন্তু তা নেটে করা যায় না; চাকরিরত অবস্থায় কর্মী মারা গেলে বিমার টাকা পেতে ফর্ম ৫এফ জমা দিতে হয় পরিবারকে, কিন্তু তা দিতে হয় হাতে হাতে।

পিএফের পেনশন পেতে ফি বছর লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে হয়। ডিজিটাল সার্টিফিকেট জমা দিতে ইপিএফও-র সাইটে গিয়ে পেনশনার্স পোর্টালে যেতে হবে। সেখানে 'জীবন প্রমাণ' আইডি দিয়ে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমার সুবিধা মিলবে। এ জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট (আঙুলের ছাপ) বা আইরিসের (চোখের মণি) স্ক্যানারের সাহায্য নিতে হবে। ❑

তথ্যসূত্র : https://epfindia.gov.in

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা

যোজনা ডায়েরি

(জুলাই ২০১৮)

আন্তর্জাতিক

✧ পাঁচ দিনের আফ্রিকা সফরে প্রথমে গত ২৫ জুলাই রুয়ান্ডা পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে উগান্ডা যান তিনি। প্রসঙ্গত, গত পাঁচ দশক আফ্রিকার শান্তিবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ভারত। নয়াদিল্লি বরাবরই জোর দিয়েছে ওই মহাদেশে সামরিক প্রশিক্ষণের দিকে। তিন বছর আগে নয়াদিল্লিতে আফ্রিকার প্রায় সব ক'টা দেশকে ডেকে এক বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করেছিল কেন্দ্র সরকার।

✧ তিন দিনের সফরে গত ১৪ জুলাই ঢাকায় যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। সন্ত্রাস দমন-সহ নানা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আলোচনা করেন। সেইসঙ্গে গত ১৫ জুলাই ঢাকায় বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন তিনি। ভারতে আসতে ইচ্ছুক বিদেশিদের তালিকায় সব সময়েই উপরের দিকে থাকেন বাংলাদেশিরা। এখন ঢাকার মোতিঝিল, উত্তরা, গুলশন ও মিরপুর রোডে চারটি কেন্দ্রে ভারতীয় ভিসা দেওয়া হয়। ধীরে ধীরে সে সব কাজই সরিয়ে আনা হবে ঢাকার 'যমুনা ফিউচার পার্ক'-এ অবস্থিত এই নয়া কেন্দ্রটিতে।

• **ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে নরেন্দ্র মোদী :**

দু'দিনের ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গত ২৫ জুলাই জোহানেসবার্গ পৌঁছন মোদী। গত তিন মাসে এই নিয়ে তিন বার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। জোহানেসবার্গে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে অন্য রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে মোদীর। সেখানেই গত ২৬ জুলাই পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। গত মে মাসে রাশিয়ার সোচিতে মোদীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল পুতিনের। তবে সে সময়ে একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়েছিল। এর পর জুনেই আবার মোদী-পুতিন সাক্ষাৎ হয় চিনের চিংদাও-এ। সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজ়েশনের শীর্ষ সম্মেলনে কথা হয়েছিল তাদের। দু'দেশের দুই নেতা দ্বিপাক্ষিক বিষয় নিয়ে একটি সার্বিক আলোচনা করেছেন। যার মধ্যে উঠে এসেছে — বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শক্তি, প্রতিরক্ষা ও পর্যটনের বিষয়গুলি। চিনা প্রেসিডেন্ট শি চিনফিংয়ের সঙ্গেও ভারত-চিন বন্ধুত্ব নিয়ে কথা হয়েছে মোদীর। ওই সম্মেলনেই বাণিজ্য, বিনিয়োগ, তথ্য প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কী ভাবে বাড়ানো যাবে, তা নিয়ে প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসার সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর।

• **পাকিস্তানে নির্বাচন :**

গত ২৫ জুলাই পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ২৭২-টি আসনের ভোটগ্রহণ হয়। কিন্তু কোয়েটায় বোমা বিস্ফোরণের জেরে দু'টি আসনের ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। ২৭০-টি আসনের মধ্যে ২৫১-টি আসনের ফল ঘোষণা করেছে পাক নির্বাচন কমিশন। আংশিক ফলে দেখা যাচ্ছে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির ২৫১-টি ঘোষিত আসনের মধ্যে পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পেয়েছে ১১০-টি আসন। পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএন-এন) ৬৩-টি আসন দখল করেছে। পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)-র ঝুলিতে ৪২-টি আসন। ফলে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে এসেছে ইমরান খানের পিটিআই। তিন প্রধান বড়ো দলের পরেই নির্দলদের স্থান। জয়ী হয়েছেন মোট ১২ জন নির্দল প্রার্থী। স্থানীয় দলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১০-টি আসনে জিতেছে মুত্তাহিদা মজলিস-ই-আমল। পাকিস্তান মুসলিম লিগ-কায়েদ পিএমএলএন-কিউএর প্রার্থীরা জিতেছেন পাঁচটি আসনে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির পাশাপাশি প্রাদেশিক চারটি আইনসভাতেও ভাল ফল পিটিআইয়ের। ঘোষিত আসনগুলির নিরিখে পাঞ্জাব এবং খাইবার পাখতুনওয়ায় সরকার এগিয়ে ইমরানের দল। অন্যদিকে সিন্ধু প্রদেশে এগিয়ে পিপিপি। তবে বালুচিস্তানের ঘোষিত ফলাফলে এখনও স্পষ্ট ছবি আসেনি।

উল্লেখ্য, প্রথম হিন্দু হিসেবে নির্বাচনে জিতে পাক পার্লামেন্ট (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি)-এ গেলেন মহেশকুমার মালানি। পাকিস্তান পিপলস পার্টির হয়ে সিন্ধ প্রদেশের একটি আসনে তিনি এক লক্ষেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। পাকিস্তান জন্ম নেওয়ার পর থেকে সংখ্যালঘুদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার ছিল না। শুধুমাত্র সংরক্ষিত আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত প্রার্থী হয়েই তারা সংসদে যেতেন। ২০০২

সালে সংবিধান সংশোধন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে এই অধিকার দেন তৎকালীন পাক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফ। তার পর গত ১৬ বছরে এই প্রথম পাক পার্লামেন্টে গেলেন কোনও হিন্দু প্রার্থী। মহেশকুমার অবশ্য দীর্ঘ দিন ধরেই পাক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ২০০৩ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত পাক সংসদে সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসনে মনোনীত সাংসদ ছিলেন মহেশকুমার মালানি। তারও আগে সিন্ধের প্রাদেশিক সভায় বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন তিনি।

- **মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী আন্দ্রেস :**

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলেন বামপন্থী প্রার্থী আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ় ওব্রাডর, নামের আদ্যক্ষর দিয়ে যিনি বেশি পরিচিত 'আমলো' বলে। দুর্নীতির বিষ নির্মূল করার বার্তা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন আমলো। মানুষের তীব্র ক্ষোভ ছিল হিংসা নিয়েও। এর আগে ২০০৬ সালে ও ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়লেও হেরে যান। পরে নিজে তৈরি করেন বামপন্থী ন্যাশনাল রিজেনারেশন মুভমেন্ট পার্টি। এ বছর আরও দুই দলের সঙ্গে জোট করে মাঠে নামেন আন্দ্রেস। প্রায় ৫৩% ভোট আমলোর ঝুলিতে। মেক্সিকোর আধুনিক ইতিহাসে এই প্রথম কোনও প্রার্থী অর্ধেকেরও বেশি ভোট পেয়েছেন। বছর ৬৪-র আমলো এর আগে মেক্সিকো সিটি-র মেয়র ছিলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আগামী পয়লা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়িত্ব নেবেন আন্দ্রেস।

জাতীয়

- ✧ নিপা ভাইরাস মোকাবিলায় কৃতিত্বের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল কেরালার সরকার। বাল্টিমোরে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী কে কে শৈলজার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছে ইনস্টিটিউট অব হিউম্যান ভাইরোলজি। নিপার হানায় গত মে মাসে কেরালায় মৃত্যু হয়েছিল ১৭ জনের। কিন্তু রোগ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার তারিফ করার মতো পদক্ষেপ করেছে বলে মনে করছেন মার্কিন ওই প্রতিষ্ঠানের কর্তারা। বিজয়নের বক্তব্য, নিপার প্রাদুর্ভাব তাদের চিন্তায় ফেলেছিল। কিন্তু রাজ্যের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন রোগ সামাল দেওয়ার জন্য।
- ✧ সোনম ওয়াংচুক। জম্মু ও কাশ্মীরের লাদাখে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য এই বছরের রেমন ম্যাগসেসে পুরস্কার পেলেন এই ইঞ্জিনিয়ার। প্রসঙ্গত, তাকেই মাথায় রেখেই তৈরি হয়েছিল 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমার ফুনশুক ওয়াংডু ওরফে র‍্যাঞ্চো চরিত্রটি। সোনম ছাড়াও এ বছর ম্যাগসেসে পেয়েছেন আর এক ভারতীয় ভারত ভাটওয়ানি। মানসিক ভাবে অসুস্থ অনাথ শিশু ও উদ্বাস্তুদের জন্য তার লড়াইয়ের জন্যই তাকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এশিয়ার দেশগুলিতে সামাজিক উন্নয়নের জন্য যারা কাজ করেন, তাদেরকে সম্মান জানাতেই দেওয়া হয় ম্যাগসেসে। এই পুরস্কারটি চালু হয় ১৯৫৭ সালে।
- ✧ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে তাদের নির্দেশ মেনে হলফনামা জমা না দেওয়ার জন্য গত ১০ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ-সহ ১০-টি রাজ্য ও ২-টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে এক লক্ষ টাকা করে জরিমানা করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি এম বি লোকুর ও বিচারপতি দীপক গুপ্তের বেঞ্চ ক্ষোভ প্রকাশ করেন এ দিন।

- **ধর্ষণ সংক্রান্ত সংশোধন বিল পাস লোকসভায় :**

ভারতীয় দণ্ডবিধি ও ফৌজদারি আইন (সংশোধিত), ২০১৮ বিলটি লোকসভায় পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। গত ৩০ জুলাই ১২ বছরের কম বয়সের শিশুকে ধর্ষণের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত বিল পাস হল লোকসভায়। বিলটি পেশ করা হলে, তাতে সমর্থন করে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল। ধ্বনি ভোটের মাধ্যমে সহজেই নিম্নকক্ষে পাস হয়ে যায় বিলটি। ১২ বছরের কম বয়সি শিশুকে ধর্ষণ করলে ধর্ষকের নূন্যতম ২০ বছরের জেলে এবং সর্বোচ্চ ফাঁসির সাজা দেওয়ার জন্য বিশেষ অর্ডিন্যান্স পাস হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায়। গত এপ্রিলে পাস হওয়া এই অর্ডিন্যান্সে সাজা বাড়ানোর পাশাপাশি ধর্ষণ মামলার তদন্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। পাস হওয়া অর্ডিন্যান্সটি ৬ মাসের মধ্যে সংসদে বিল আকারে পেশ করতে হ'ত।

প্রসঙ্গত, জামিন অযোগ্য ধারা আনা হয়েছে ১৬ বছরের কম কাউকে ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবনের সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ধর্ষণে ন্যূনতম সাজা ৭ বছর থেকে বাড়িয়ে ১০ বছর করা হচ্ছে। অপরাধীদের দ্রুত শাস্তিবিধানে অভিযোগ জানানোর দু'মাসের মধ্যে ধর্ষণ মামলার তদন্ত এবং মামলার শুনানিও দু'মাসের মধ্যে শেষ করার ধারা এনেছে কেন্দ্র। অভিযুক্তদের পক্ষে করা পুনরাবেদনের শুনানিও ছয় মাসের মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে সংশোধিত বিলে। লোকসভা ও রাজ্যসভায় সংশোধনী বিলটি পাশ হলেই আইন সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্র।

- **স্যামসাংয়ের বৃহত্তম কারখানা নয়ডায় :**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানে সাড়া দিল দক্ষিণ কোরিয়ার মোবাইল নির্মাতা সংস্থা স্যামসাং ইলেকট্রনিক্স। বিশ্বে তাদের সবচেয়ে বড়ো কারখানাটি স্যামসাং বানিয়েছে দিল্লির কাছে নয়ডায়। গত ৯ জুলাই সেই কারখানার উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুন জায়ে-ইন। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'মেক ইন ইন্ডিয়া' স্লোগানে সাড়া দিয়ে গত এক বছরে ভারতে ৬ হাজার ২০০ কোটি ডলার বিদেশি বিনিয়োগ হল। নয়ডায় স্যামসাংয়ের নতুন কারখানাটি বছরে ১২ কোটি মোবাইল ফোন উৎপাদন করবে।

গত বছরই মোবাইল ফোনের বাজারে আমেরিকাকে টপকে গিয়ে চিনের পরের জায়গাটি নিয়েছে ভারত। ২০১৭-য় ভারতে স্মার্টফোনের

বাজার বেড়েছে ১৭ শতাংশ। বিদেশ থেকে ভারতে আমদানি করা হয়েছে মোট ১২ কোটি ৪০ লক্ষ মোবাইল ফোন। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দেওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, বিশ্বের যে দেশগুলিতে মোবাইল ফোনের চাহিদা বাড়ছে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে, তাদের প্রথম ২০-টির তালিকায় রয়েছে ভারতের নাম। সিসকো সিস্টেমের এক সমীক্ষা জানিয়েছে, আজ থেকে দু'বছর আগে ভারতে স্মার্টফোন ছিল ৩৫ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের হাতে। আর তিন বছর পর সেই সংখ্যাটা দু'গুণেরও বেশি বেড়ে হবে ৭৮ কোটি।

- **জয়েন্ট, এনইইএটি এ বার বছরে দু'বার :**

সামনের বছর থেকে সর্বভারতীয় স্তরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডাক্তারির দু'টি প্রবেশিকা পরীক্ষা জয়েন্ট এন্ট্রান্স (জেইই-মেন) ও ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এনট্রান্স টেস্ট (এনইইএটি) বছরে হবে দু'বার করে অনলাইনে। তবে জয়েন্ট এন্ট্রান্স-অ্যাডভান্সড পরীক্ষা আগের মতোই নেবে দেশের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি)-গুলি। জেইই-মেন হবে ফি বছর জানুয়ারি ও এপ্রিলে। আর এনইইএটি হবে ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে। এত দিন এই পরীক্ষাগুলি নিত সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)। এ বার সেই ব্যাটনের হাতবদল ঘটছে। পরীক্ষাগুলি নেবে এখন ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। গত ৭ জুলাই দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর এ কথা জানিয়েছেন। আরও বলেছেন, শুধু জেইই-মেন এবং এনইইএটি নয়, এ বার সর্বভারতীয় স্তরে ন্যাশনাল এলিবিজিলিটি টেস্ট (এনইটি), কমন ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট (সিম্যাট) এবং গ্র্যাজুয়েট ফার্মেসি অ্যাপটিচ্যুড টেস্ট (জিপ্যাট)-গুলিও নেবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। এ বছর এনইটি হবে ডিসেম্বরে। জেইই-মেন এবং এনইইএটি-র মতো সর্বভারতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলি নেওয়া হবে চার/পাঁচ দিন ধরে।

- **খারিফ খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে রেকর্ড বৃদ্ধি :**

ধান-সহ আরও ১৪-টি খারিফ খাদ্যশস্যের সহায়ক মূল্য বাড়ানো হয়েছে। দাম বাড়ানোর ফলে প্রতি বছরে সরকারের অতিরিক্ত ১৫ হাজার কোটি টাকা খরচ হবে। ধানের সহায়ক মূল্য দেড় গুণ বাড়ানোর পাশাপাশি অন্যান্য খাদ্যশস্যের দামও প্রায় ৫০ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অর্থাৎ কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য যে ন্যূনতম দর পেয়ে থাকেন। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে কৃষকেরা নিশ্চিত ভাবেই উপকৃত হবেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই বছরের বাজেটে সহায়ক মূল্য দেড় গুণ বাড়ানোর প্রস্তাব হিসেবে রাখেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। আর গত ৪ জুলাই সেই প্রস্তাবে সিলমোহর দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। নতুন দর অনুযায়ী, সাধারণ ধানের দাম কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা বেড়ে দাঁড়াল ১৭৫০ টাকা। সাধারণ তুলোর দাম কুইন্টাল প্রতি ১১৩০ টাকা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫১৫০ টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ

- বছর তিনেক আগে পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছৌয়ের 'ডিপ্লোমা' পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। তার আগে ছিল ছ'মাসের 'সার্টিফিকেট কোর্স'। ছৌয়ের পরে লোকসংগীতের আর এক ধারা ঝুমুরকে এ বার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করছে পুরুলিয়ার সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়। ঝুমুরের উপরে 'ডিপ্লোমা' পাঠ্যক্রম চালু হচ্ছে। ঝুমুর নিয়ে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স দু'টি সেমেস্টারে পড়ানো হবে। আসন ৫০-টি। প্রসঙ্গত, পুরুলিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে আদিরসাত্মক 'টাঁড় ঝুমুর'-এর প্রচলন রয়েছে। তার বিভিন্ন ভাগ হল — 'পেটিয়ামাড়া', 'খেমটা', 'হাঁকা', 'চৈতালি', 'ভাদরিয়া', 'মলহারিয়া', 'রিঝা', 'মাঠা' ইত্যাদি। রয়েছে 'দরবারি ঝুমুর'ও। তা মূলত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং দেবদেবীর মাহাত্ম্যের উপরে লেখা।
- কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ মাসে রাজ্যে ৬০৩৬ কোটি টাকার লগ্নি বাস্তবায়িত হয়েছে। গত সাত বছরে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে কোনও এক বছরে বাস্তবায়িত লগ্নির পরিমাণ ৫০০০ কোটি ছাড়ায়নি। তবে ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত প্রথম পাঁচ মাসেই বাংলায় ১৭-টি প্রকল্পে বিনিয়োগ হয়েছে ৬০৩৬ কোটি টাকা। মে পর্যন্ত মহারাষ্ট্রে ১৮,৯৭৮ কোটি, গুজরাতে ১৬,২২৪ কোটি এবং উত্তরপ্রদেশে ১১,০৯০ কোটি টাকার বিনিয়োগ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর পরেই বাংলার স্থান।
- পথ দুর্ঘটনায় প্রতি দিন মিনিটে এক জনের মৃত্যু হচ্ছে সারা দেশে। একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের রাস্তাগুলি হয়ে উঠছে আরও বিপজ্জনক। পরিসংখ্যানের হিসেবে ভারত এখন সারা পৃথিবীর পথ দুর্ঘটনার রাজধানী। আমাদের দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলায় মৃত্যুর সংখ্যার থেকে অনেক গুণ বেশি পথ দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা। কিছুদিন আগেই এই নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। ২০২০ সালের মধ্যে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা ৫০ শতাংশ কমাতে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে ২০২০ সালের মধ্যে ভারতে পথ দুর্ঘটনা বাড়বে ১৪৭ শতাংশ। সারা দেশে বাড়তে থাকা পথ দুর্ঘটনা আর মৃত্যুর মধ্যেই কিন্তু অন্য ছবি কলকাতায়। গত পাঁচ বছরে কলকাতা শহরে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমলো মৃত্যুর সংখ্যা।

- **আইওসি-র ১২ হাজার কোটির লগ্নি :**

রান্নার গ্যাস-সহ বিভিন্ন পেট্রোপণ্যের জোগানের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে এ রাজ্যে প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা লগ্নি করছে ইন্ডিয়ান অয়েল (আইওসি)। রান্নার গ্যাসের সংযোগ বাড়ানো, বিএস-৬ মাপকাঠির পেট্রল, ডিজেল সরবরাহ ইত্যাদির জন্য পরিকাঠামো সম্প্রসারণ জরুরি। তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার জেরেও রান্নার গ্যাসের চাহিদা

বাড়ছে। গত ২৩ জুলাই আইওসি-র অন্যতম এগ্‌জ়িকিউটিভ ডিরেক্টর সুবেধ ডাকওয়ালে ও দীপঙ্কর রায় জানান, দ্রুত রান্নার গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহণের বদলে পারাদীপ থেকে হলদিয়া হয়ে দুর্গাপুর ও কল্যাণীতে সংস্থার বটলিং কারখানা পর্যন্ত পাইপলাইন গড়ার কাজ দু-তিন মাসেই সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এ জন্য ঢালা হচ্ছে প্রায় ৩,৪৯৫ কোটি। খড়গপুরে নতুন বটলিং কারখানা গড়ছে সংস্থা। ক্ষমতা বাড়ছে বজবজ, কল্যাণী ও রানিনগরের কারখানার। এ ছাড়া অন্য পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের ডিপোগুলিরও সম্প্রসারণ হচ্ছে। এ দিকে, ২০২০ সাল থেকে দেশের নানা প্রান্তের মতো রাজ্যেও বিএস-৬ মাপকাঠির পেট্রল, ডিজেল জোগানের পরিকল্পনার জন্য হলদিয়ায় সংস্থাটির শোধনাগারে পরিকাঠামো গড়ছে আওসি। পাশাপাশি সেটির উৎপাদন ক্ষমতাও বাড়াচ্ছে সংস্থাটি। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৭,৬০০ কোটি টাকা।

- **কাশীপুরে যুদ্ধাস্ত্রের সংগ্রহশালা :**

বিভিন্ন যুগের সমরাস্ত্র এ বার হাতে ছুঁয়ে দেখতে পারবে আমজনতা। জানতে পারবে সেই সংক্রান্ত গল্পও। সৌজন্যে, কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল কারখানা। গত ২৭ জুলাই ওই কারখানার নতুন সংগ্রহশালার উদ্বোধন করলেন সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার রাজীব চক্রবর্তী। তিনি জানান, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও নাগরিকদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে এই সংগ্রহশালা। স্কুল-কলেজের পড়ুয়ারা এসে ইতিহাস ঘাঁটতে পারবে। গবেষকরাও প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। তুলে ধরা হচ্ছে স্থানীয় ইতিহাসও। কীভাবে গঙ্গাতীরে এই এলাকা গড়ে উঠল, তা-ও নথি ও খণ্ডচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে। রাজীববাবু জানান, ওই সংগ্রহশালায় পলাশির যুদ্ধ ও রঞ্জিত সিং-এর ঐতিহাসিক কামান রয়েছে। রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বীজমন্ত্র লেখা একটি গেটও। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে যে সব কামান, বন্দুক তৈরী হয়েছে, থাকবে সেগুলিও। আপাতত কার্গিল যুদ্ধে ব্যবহৃত একটি 'আরসিএল গান' রয়েছে।

- **মুখ ও গলার ক্যানসার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে নয়া উদ্যোগ :**

নতুন ক্যানসার রোগীদের অধিকাংশ মুখ ও গলার ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো থাকলেও রোগ নির্ণয় দেরিতে হওয়ার জেরে অনেক সময়েই মারাত্মক বিপদ ঘটে যাচ্ছে। সচেতনতার প্রসারই বদলাতে পারে এই ছবি। তাই বিশ্ব মুখ ও গলার ক্যানসার সচেতনতা দিবসে রাজ্যে তৈরি হল 'ওয়েস্ট বেঙ্গল হেড আন্ড নেক সোসাইটি'। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ রাজ্যে প্রতি বছর প্রায় ৭৫ হাজার মানুষ নতুন ভাবে ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। যার এক তৃতীয়াংশ মুখ ও গলার ক্যানসারে ভুগছেন। পুরুষেরা সবচেয়ে বেশি এই ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। মহিলারা যে সব ক্যানসারে ভুগছেন, সেই তালিকায় তৃতীয় স্থানেই রয়েছে মুখ ও গলার ক্যানসার। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, তামাক নিয়ে সচেতনতার অভাবের জেরেই রোগের প্রকোপ বাড়ছে। এমনকি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যেও তামাক সেবনের প্রবণতা তৈরি হচ্ছে, যা নিয়ে আরও উদ্বিগ্ন চিকিৎসকদের একাংশ।

- **রাজ্যের নাম তিন ভাষাতেই 'বাংলা' করতে প্রস্তাব পাস :**

রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে বদলে সব ভাষাতেই 'বাংলা' করার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হল বিধানসভায়। বিধানসভায় পাস হওয়া প্রস্তাব কেন্দ্রের কাছে এলে এ বার কেন্দ্র রাজ্যের নাম বদলের জন্য বিলের খসড়া তৈরি করবে। রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে তা ফের পাঠানো হবে বিধানসভায়। বিধানসভার সম্মতি মিললে সেই বিল সংসদে পেশ হবে। বিল পাশের পরেই রাজ্যের নাম বদলের আইন কার্যকর করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি হবে। এর আগে পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজি ভাষায় যথাক্রমে 'বাংলা', 'বঙ্গাল' ও 'বেঙ্গল' করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিন ভাষায় আলাদা আলাদা নামের বদলে একটিই নাম করার পরামর্শ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুক্তি, রাজ্যের নাম ইংরেজিতে অনুবাদ না করে সেই নামের উচ্চারণই ইংরেজিতে বানান করে লেখা উচিত। আসল উচ্চারণ ও ইংরেজি বানানের অসঙ্গতি দূর করতেই 'ওড়িশা'-র নাম বদল হয়েছে। আগে ইংরেজিতে 'ওরিস্সা' লেখা হ'ত। বাংলা ভাষায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'কে পশ্চিমবঙ্গ বলা হলেও বর্তমানে সংবিধানের প্রথম তফসিলে রাজ্যের নাম 'ওয়েস্ট বেঙ্গল'-ই রয়েছে। সংবিধানে একটি রাজ্যের নাম একটিই থাকে। সেই কারণে নতুন নাম করণে 'বাংলা'-র নাম ইংরেজিতে অনুবাদ করে 'বেঙ্গল' হলে, সেই যুক্তিতে উত্তরপ্রদেশকে ইংরেজিতে নর্থ প্রদেশ বলতে হয়। রাজ্য সরকারকে তাই পরামর্শ দেওয়া হয়, ইংরেজি, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় একটাই নাম ঠিক করতে। সেই পরামর্শ মাফিক গত ২৬ জুলাই বিধানসভায় রাজ্যের নাম 'বাংলা' করার জন্য সর্বসম্মত প্রস্তাব পেশ করা হয়।

উল্লেখ্য, রাজ্যের নাম সব ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' করার জন্য ১৯৯৯-এর ২০ জুলাই প্রস্তাব এসেছিল বিধানসভায়। আলোচনার মধ্যেই ঠিক হয়, পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে 'বাংলা' নামটা ভাল। সহমতের ভিত্তিতে তৎকালীন শাসক ও বিরোধীদের তরফে প্রস্তাবের উপরে সংশোধনী আনা হয়। পরে সেই উদ্যোগ কোথাও থমকে যায়। প্রায় ১৭ বছর পর উদ্যোগী হয়ে মাঠে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৬-র ২ অগস্ট রাজ্য মন্ত্রিসভায় প্রস্তাব পাস হয়েছিল, রাজ্যের নাম তিনটি ভাষায় হবে। বাংলা ভাষায় নাম হবে 'বাংলা', ইংরেজিতে 'বেঙ্গল' এবং হিন্দিতে 'বঙ্গাল — এটাই চেয়েছিল রাজ্য। তার পর বিধানসভায় সেই প্রস্তাব পাস করিয়ে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হয়। এবার কেন্দ্রের সম্মতি মিললে রাজ্যের একটাই নাম হবে, 'বাংলা'।

- **বিধানসভায় পাস লোকায়ুক্ত বিল :**

লোকায়ুক্তের আওতা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ছাড় দিয়েই বিধানসভায় পাস হয়ে গেল বিল। জনজীবনে সুস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে (পাবলিক অর্ডার) মুখমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত লোকায়ুক্ত করতে পারবে না, এই কথা বিলেই বলা ছিল। মুখ্যমন্ত্রী গত ২৬ জুলাই বিধানসভায় জানিয়ে দিলেন, মূলত পুলিশ সংক্রান্ত বিষয় থাকবে পাবলিক অর্ডারের আওতায়। তার সঙ্গে থাকছে আরও ৫৭-টি ক্ষেত্র। পাশাপাশি, বিধানসভার কক্ষে বিলের সঙ্গে সংশোধনী এনে জুড়ে দেওয়া হল পাবলিক অর্ডারের বাইরের যে সব ক্ষেত্র, সেখানে যদি কোনও দুর্নীতির অভিযোগ আসে তা হলে সেই তদন্ত করতে গেলে বিধানসভার দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন লাগবে। রাজ্যপাল এই বিলে সম্মতি দেওয়ার ১০ দিনের মধ্যে রাজ্যে লোকায়ুক্ত নিয়োগ করার কথা।

• **হেরিটেজের জন্য কেন্দ্রের ১০০ কোটি বরাদ্দ :**

এ শহরের বিভিন্ন ব্রিটিশ স্থাপত্যের হারানো জৌলুস ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় গ্রন্থাগার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, মেটকাফ হল, প্রাচীন টাঁকশাল ঢেলে সাজাতে আপাতত কেন্দ্রের তরফে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, চেন্নাই, তিরুঅনন্তপুরম, ডালহৌসির মতো শহরের জন্যও এই ধরনের উদ্যোগ হচ্ছে। সংস্কৃতি বিষয়ক স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী মহেশ শর্মা এবং সংস্কৃতি সচিব রাঘবেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে বেশ কয়েক বার আলোচনা করেছেন মোদী। কলকাতার প্রকল্পটি দ্রুত রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আমলা রাঘবেন্দ্র সিং নিজেই। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে কাজ। মেটকাফ হল থেকে হুগলী নদী দেখা যায়। এই বাড়ির একতলায় তৈরী হচ্ছে কলকাতা মিউজিয়াম। সেখানে নানা অনুষ্ঠান হবে। বসবে আলোচনা সভা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ। রয়াল গ্যালারি, পোর্ট্রেট গ্যালারি, দরবার হল সর্বত্র কাজ চলছে। ভিতরটা পুরো শীত-তাপনিয়ন্ত্রিত হবে। কলকাতা মিউজিয়াম নিয়েও বড়ো পরিকল্পনা রয়েছে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সঙ্গে এ নিয়ে কথাবার্তা চলছে। পুরোনো টাঁকশালের কাজও চলছে পুরোদমে। কিছু দিনেই তা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের ভিতরে জায়গা অনেক। কিন্তু পুরো গ্রন্থাগারটি বন্ধ রেখে সংস্কারের কাজ করা সম্ভব নয়। সিপিডব্লিউডি-র বাজেট থেকে ১০ কোটি টাকা খরচ করে বেলভেডিয়ার হাউস চত্বরে তাই গড়ে উঠছে চারটি স্থায়ী প্রদর্শনী, চার বাঙালি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে নিয়ে। এই চার জন হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেশ-বিদেশের অতিথিদের কথা মাথায় রেখে সেখানে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। আধুনিক প্রযুক্তির এলসিডি পর্দা ব্যবহার করে চারটি প্রদর্শনী তৈরি হবে। সুভাষচন্দ্র বসু সংক্রান্ত যে সব গোপন নথি ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে, সেগুলি এ বার প্রদর্শিত হবে জাতীয় গ্রন্থাগারে। রাখা হবে সুভাষচন্দ্র সংক্রান্ত আরও নথি। সেই ফাইল, পুরনো নথি দেখতে পারবেন সাধারণ মানুষ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়েরও বেশ কিছু নথি, লেখা চিঠি জনসমক্ষে আনা হবে। সে সব দেখার সুযোগ মিলবে জাতীয় গ্রন্থাগারেই। ওল্ড কারেন্সি হাউসে দিল্লির 'ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্ট'-র অনুসরণে কলকাতা চ্যাপ্টারের উদ্বোধন করা হবে।

• **প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রতীচীর রিপোর্ট :**

আইনের যা দাবি, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে তার চেয়ে বেশি। অথচ রাজ্যে বেড়েছে এক-শিক্ষক স্কুলের সংখ্যা। শিক্ষকের অভাবে খোঁড়াচ্ছে কুড়ি শতাংশ স্কুল। মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় শিক্ষকের ঘাটতি সর্বাধিক। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে প্রতীচী ইনস্টিটিউটের নতুন রিপোর্ট বলছে, রাজ্যে কোথাও শিক্ষক-পিছু ছাত্রের সংখ্যা ১২, কোথাও ৪০। প্রতীচীর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনটি গত ১০ জুলাই কলকাতায় প্রকাশ করেন অমর্ত্য সেন। ভূমিকায় তার বক্তব্য, শিক্ষকদের মনোভাবে পরিবর্তন আনা নিশ্চয়ই জরুরি। কিন্তু একটি স্কুলকে বাস্তবিক শিশু-উপযোগী করতে গেলে যা যা দরকার, তার জোগানে ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যেমন, প্রাক্-প্রাথমিক ক্লাস যুক্ত হয়েছে স্কুলে, কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। কচিকাঁচাদের সামলাতে নিয়োগ করতে হয় স্থানীয় ব্যক্তিকে। নিয়মিত স্কুল সাফ করার সামগ্রী, বিদ্যুতের বিল মেটানোর ব্যবস্থা করতে হয় শিক্ষকদের, চাঁদা তুলে। মিড ডে মিলে যথাযথ খাবারের জন্য চাই মাথাপিছু দৈনিক সাত টাকা সতেরো পয়সা। সরকার দেয় চার টাকা তেরো পয়সা। ৩৭-টি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে রিপোর্টের বক্তব্য, বার্ষিক অনুদানের চেয়ে ৬৯ হাজার টাকা বাড়তি দরকার। অন্যান্য উদ্বেগজনক বিষয়গুলি হল — (১) শিশুশিক্ষা কেন্দ্রগুলি কার্যত ধুঁকছে; এগুলোকে নিয়মিত স্কুলে পরিণত করা দরকার। (২) প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শক অকুলান; তিনটি পদের একটিই শূন্য; এক-এক জনের অধীনে ১০০র-ও বেশি স্কুল। (৩) প্রথম শ্রেণির পাঠ্য বইয়ের পাতার সংখ্যা প্রায় ৩৫০; তুলতেই হিমশিম খাচ্ছে খুদেরা।

অর্থনীতি

✧ এশিয়ার ধনীতম ব্যক্তির নাম মুকেশ অম্বানী। ব্যক্তিগত সম্পদের নিরিখে অম্বানী এ বার টপকে গেলেন চিনের ই-কমার্স জায়ান্ট 'আলিবাবা'-র প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা-কে। ব্লুমবার্গের বিলিয়নেয়ার্স ইনডেক্স বা কোটিপতি সূচক জানাচ্ছে, ভারতের বেসরকারি তেল শোধনাগার থেকে শুরু করে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবসার নেতৃত্বে থাকা রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান মুকেশের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ গত ১৩ জুলাই পর্যন্ত ছিল ৪ হাজার ৪৩০ কোটি মার্কিন ডলার। আর গত ১২ জুলাই পর্যন্ত জ্যাক মা-র সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৪০০ কোটি মার্কিন ডলার।

• **সাম্প্রতিকতম আর্থিক পরিসংখ্যান :**

চলতি বছরের মে মাসে (২০১৮) তলানিতে ঠেকেছিল পরিকাঠামো বৃদ্ধির হার। জুনে তা ঘুরে দাঁড়িয়ে পৌঁছল ৬.৭ শতাংশে। সাত মাসে সর্বাধিক। গত নভেম্বরের এই হার ছিল ৬.৯%। একইসঙ্গে চলতি অর্থবর্ষের এপ্রিল থেকে জুনে রাজকোষ ঘাটতি বাজেট লক্ষ্যমাত্রার ৬৮.৭% ছুঁয়েছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, তা দাঁড়িয়েছে ৪.২৯ লক্ষ কোটি টাকায়। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৮০.৮%। মূলত কর আদায় বাড়ার জেরেই ঘাটতি আগের বছরের তুলনায় কমেছে বলে পরিসংখ্যানে দাবি। চলতি বছরে ঘাটতি জিডিপির ৩.৩ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। গত ৩১ জুলাই ভারপ্রাপ্ত অর্থমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানান, জুনে উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে সিমেন্ট (১৩.২%), শোধনাগারের পণ্য (১২%) এবং কয়লার (১১.৫%) উৎপাদন। বৃদ্ধির মুখ দেখেছে বিদ্যুৎ (৪%), ইস্পাত (৪.৪%) এবং সার (১%) শিল্পও। এই বৃদ্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন আর্থিক বিষয়ক সচিব সুভাষচন্দ্র গর্গ। তবে জুনে অশোধিত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন সরাসরি কমেছে যথাক্রমে ৩.৪% ও ২.৭%।

- **সেনসেক্সের রেকর্ড :**

গত ১২ জুলাই সর্বকালীন রেকর্ড গড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজারের সূচক সেনসেক্স। এদিন বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনসেক্স পৌঁছে যায় ৩৬,৬৯৯.৫৩ পয়েন্টে। নির্দিষ্ট কোনও দিনে যে কোনও সময়ের হিসেব ধরলে এই উচ্চতা সর্বকালীন রেকর্ড। দিনের শেষে সূচক কিছুটা নেমে এসে দাঁড়ায় ৩৬,৫৪৮.৪১ পয়েন্টে। এটিও সর্বকালীন রেকর্ড। এর আগে সেনসেক্স রেকর্ড গড়েছিল এই বছরেরই জানুয়ারির ২৯ তারিখে। সেই রেকর্ড ছিল ৩৬,৪৪৩.৯ পয়েন্ট। এ দিন ভেঙে গেল সেই রেকর্ড। এর পরও আরও নতুন নজির গড়ে বাজার। শেয়ার বাজার খোলার সময় গত ২৪ জুলাই সেনসেক্স ছিল ৩৬,৮৫৯ পয়েন্টে। পরে তা আরও চড়ে পৌঁছয় ৩৯,৩৬.৯০২ পয়েন্টে। এই ধারা অব্যহত রেখে গত ২৭ জুলাই এই প্রথম ৩৭ হাজারের ঘরে থিতু হল সেনসেক্স । এক লাফে ৩৫২.২১ পয়েন্ট বেড়ে পৌঁছে গেল নতুন শিখর, ৩৭,৩৩৬৫ অঙ্কে। এ নিয়ে গত প্রায় এক বছরের ৮৫,০০০ পয়েন্ট উঠেছে সূচকটি।

- **প্রায় ১০০-টি পণ্যে কর ছাড় :**

গত ২১ জুলাই প্রায় ১০০-টি পণ্যে কর কমাল জিএসটি পরিষদ। সরল হল রিটার্ন জমার নিয়মও। অর্থমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের দাবি, এতে কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধির পথ খুলবে। প্রসঙ্গত, বস্ত্র শিল্পকে কাপড় কিনতে আগে মেটানো কর ফেরতের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। বছরে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করা সংস্থা তিন মাসে একটি রিটার্ন দিতে পারবে। উত্তর-পূর্বের একাংশ ও বেশ কয়েকটি পাহাড়ি রাজ্যে বাধ্যতামূলক নথিভুক্তির সীমা বাড়িয়ে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্যবসার অঙ্ক তার কম হলে জিএসটিতে নাম না লেখালেও চলবে। জিএসটি-র নতুন হার :

- ❑ ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১৮ শতাংশ : রং, রেফ্রিজারেটর, বার্নিশ, ওয়াটার কুলার, ওয়াশিং মেশিন, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ৬৮ সেমি দৈর্ঘ্যের টেলিভিশন, আইসক্রিম ফ্রিজার, হেয়ার ড্রায়ার ও হ্যান্ড ড্রায়ার;
- ❑ ২৮ শতাংশ থেকে কমে ১২ শতাংশ : ব্যাটারি চালিত গাড়ি, বয়ন শিল্পসামগ্রী;
- ❑ ১৮, ১২ ও ৫ শতাংশ থেকে কমে শূন্য : পাথর, মার্বেল, কাঠ, রাখী, স্যানিটরি ন্যাপকিন, শালপাতার সামগ্রী;
- ❑ ১২ শতাংশ কমে ৫ শতাংশ : বানানো দড়ি, হাতে বানানো টুপি, সারের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত ফসফরিক অ্যাসিড;
- ❑ ১৮ শতাংশ কমে ১২ শতাংশ : বাঁশের দ্রব্য, কেরোসিন স্টোভ;
- ❑ ১৮ শতাংশ কমে ৫ শতাংশ : তেল কোম্পানিগুলি জ্বালানির সঙ্গে মেশানোর জন্য যে ইথানল ব্যবহার করে;
- ❑ ১৮ শতাংশ কমে ১২ শতাংশ : বানানো ব্যাগ, ছবি বাঁধাইয়ের ফটো ফ্রেম, পাথর, লোহা, মোম, কাঁচ, অ্যালুমিনিয়ামে বানানো শিল্পসামগ্রী ও বাড়িতে ব্যবহারের আয়না।

- **ব্যবসার পরিবেশ সংক্রান্ত কেন্দ্রের তালিকা :**

দিল্লি দরবারের পাশাপাশি রাজ্য স্তরেও ব্যবসার পরিবেশ সহজ করার জন্য রাজ্যগুলির মধ্যে 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' বা 'বিজনেস রিফর্ম অ্যাকশন প্ল্যান'-এর ভিত্তিতে তৈরি তালিকা প্রকাশ করে কেন্দ্র। শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রক ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের তৈরি এই তালিকায় ২০১৫ সালের কাজের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ছিল একাদশ। ২০১৬ সালে তারা নেমে গিয়েছিল ১৫ নম্বরে। সেখান থেকে এ বার ১০ নম্বরে উঠে এসেছে এ রাজ্য।

এ বারের রিপোর্ট অবশ্য এক দিক থেকে আগেরগুলির থেকে আলাদা। এত দিন রিপোর্ট এবং ক্রমতালিকা তৈরি হত বেঁধে দেওয়া সংস্কারের কাজ শেষ করা নিয়ে রাজ্য থেকে পাওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে। এ বারই প্রথম রাজ্যের দাবির পাশাপাশি বেসরকারি শিল্পমহলের প্রতিক্রিয়াও জানতে চাওয়া হয়েছিল। নাড়ি টিপে বোঝার চেষ্টা হয়েছিল, সরকার যে সংস্কার শেষ করার দাবি করছে, তার সুফল শিল্পের দরজায় পৌঁছচ্ছে কতখানি। দেখা যাচ্ছে সেখানেই পিছিয়ে পশ্চিমবঙ্গ। সংস্কারের নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ যেখানে ৯৯.৪৬% নম্বর ঘরে তুলেছে, সেখানে শিল্পমহলের প্রতিক্রিয়ার স্কোর মাত্র ৫৩.৬৯%।

প্রথম দশে থাকা যে কোনও রাজ্যের সঙ্গে ফারাক অনেকখানি। রিপোর্টে প্রথম তিন রাজ্য এ বার অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা ও হরিয়ানা। শিল্পমহলের ইতিবাচক সাড়ায় তাদের স্কোর ৮০ শতাংশের উপরে। নবম রাজস্থানও শিল্পমহলের কাছ থেকে ৬৪ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ ৫৩.৬৯%। সার্বিক স্কোরে পশ্চিমবঙ্গের পিছনে থাকা উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশও শিল্পমহলের কাছে বেশি নম্বর পেয়েছে।

- **নিরপেক্ষ নেটের পক্ষে টেলিকম কমিশন :**

নিরপেক্ষ নেটের বিধিতেই সায় দিল টেলিকম কমিশন। অনুমোদন করল নতুন টেলিকম নীতিও। টেলিকম সচিব অরুণা সুন্দরারাজন জানান, নিয়ন্ত্রক ট্রাইয়ের সুপারিশ মেনেই নেট নিরপেক্ষতার নীতিতে সায় দেওয়া হয়েছে। যেখানে ট্রাই বলেছিল, ইন্টারনেট পরিষেবায় সব গ্রাহকের অধিকার সমান। কাউকে বাড়তি সুবিধা দিয়ে বৈষম্য তৈরি করতে পারবে না সংস্থাগুলি। তবে 'রিমোট সার্জারি' বা স্বয়ংক্রিয় গাড়ির মতো কিছু ক্ষেত্র এই নীতির বাইরে। প্রসঙ্গত, ইন্টারনেট সেই পথ, যা দিয়ে জোড়া যায় দুনিয়ার সব কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, মোবাইল। ওই পথে সব গ্রাহকের অধিকার সমান। কাউকে কোনও অংশ ব্যবহারে বাধা দেওয়া চলে না। তাই নেট বেয়ে যাতায়াত করা তথ্য ব্যবহারের জন্য টাকা লাগে, পথের জন্য নয়। এটিই নিরপেক্ষ নেট। ধরা যাক, একটি সংস্থা নির্দিষ্ট কিছু পরিষেবা তার গ্রাহকদের জন্য চিহ্নিত করল। বলল, শুধু সেগুলি তাদের কাছে নিলে মিলবে বাড়তি সুবিধা — তা সে দ্রুত গতির নেট হতে পারে বা কম মাসুলের (এমনকি নিখরচার) সুবিধা — সে ক্ষেত্রে নেটের রাস্তায় বাড়তি সুবিধা পাচ্ছেন সংস্থাটির গ্রাহকেরা। বাকিরা বঞ্চিত। বিতর্ক এখানেই। ভারতে এই নিয়ে ছোটো-বড়ো আন্দোলন শুরু হয় বছর দুই আগেই। সবার জন্য সমান ইন্টারনেট — এই ছিল দাবি। ট্রাই এই দাবিকে সমর্থন করে গত বছরের নভেম্বরে কমিশনকে তাদের সমীক্ষা এবং নেট নিউট্রালিটি-র পক্ষে সুপারিশ করে। তার ছ'মাস পর, সরকারি ভাবে গত ১০ জুলাই এই ঘোষণা করা হয়।

এই ঘোষণার ফলে সাধারণ মানুষের বেশ সুবিধা হবে।

গ্রাম-পঞ্চায়েতে ১২.৫ লক্ষ ওয়াইফাই লাগানো হবে এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রতিটি মানুষ যাতে হাইস্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা পেতে পারেন তার জন্য অন্তত ৫০ মেগাবিট গতির ইন্টারনেটের আওতায় আনা হবে প্রত্যেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার আর কোনও রকম কারচুপি, ব্যান বা বিভিন্ন স্পিডের জোন তৈরি করতে পারবে না, ইন্টারনেট যথার্থই মুক্ত এ বারে। আশা করা হচ্ছে এর ফলে শুধু ব্যবহারকারীদের নয়, আরও অনেক ক্ষেত্রে সুবিধে বাড়বে। প্রায় ৬.৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ, ৪০ লক্ষ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে ২০২২-এর মধ্যে। নিয়মভঙ্গকারী সংস্থাকে দৈনিক ৫০,০০০ টাকা অবধি জরিমানা করা হতে পারে। এককালীন সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা অবধি জরিমানা হতে পারে ঘটনার গুরুত্ব বুঝে।

- **অনলাইন কেনাকাটা নিয়ে সমীক্ষায় বৃদ্ধির ইঙ্গিত :**

দেশে নেট বাজারগুলির ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠছে বহু দিন ধরেই। ভবিষ্যতে তা আরও দ্রুত বাড়ার ইঙ্গিত দিল ডিজিটাল মার্কেটিং সংস্থা অ্যাডমিট্যাডের সমীক্ষা। জানাল, ২০২১ সালে নেট ব্যবহাবকারীর হার হতে চলেছে ৪৫%। ফলে ২০২২ সালে ই-কমার্সগুলির মিলিত ব্যবসা ছুঁতে পারে ৫,২০০ কোটি। অর্থাৎ, এখনকার তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। বাড়ি বসে কেনা ও দামে ছাড় — দুই সুবিধাকে মূলধন করেই বাড়ছে নেট বাজার। সমীক্ষা বলছে, ২০১৭ সালে দেশে নেট কেনাকাটার অঙ্ক ছিল, ২,৫০০ কোটি ডলার। পরের ক'বছর তা ২০% করে বাড়বে। এর কারণ, ২০২০ সালের মধ্যে মানুষের হাতে ৫৪ শতাংশের হাতে মোবাইল পৌঁছে যাওয়া। যার বড় অংশ হবে স্মার্টফোন। ফলে মোবাইলে নেট মারফত কেনার (এম-কমার্স) অঙ্ক বাড়বে।

খেলা

✧ দীপা কর্মকার বিশ্ব মঞ্চে ফের সোনাজয়ী। তুরস্কের মেসিনে 'আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিক ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জ কাপ'-এ প্রথম ভারতীয় হিসাবে সোনা জিতলেন। বিশ্ব চ্যালেঞ্জ কাপের ফাইনাল ইভেন্টে ১৪.১৫০ স্কোর করেন তিনি। নতুন একটি ভল্টও এই প্রতিযোগিতায় দেন দীপা।

✧ গত ২৭ জুলাই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল (সিএবি)-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হল। বর্ষসেরা বোলার অশোক ডিন্ডা। বর্ষসেরা ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরন ও 'জেন্টলম্যান ক্রিকেটার' অভিষেক রামন। ৫৪-টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১৪৬ উইকেট পাওয়া প্রাক্তন পেসার বরুণ বর্মণকে জীবনকৃতি সম্মান দিল বাংলার ক্রিকেট সংস্থা সিএবি। প্রসঙ্গত, এই পুরস্কার তার গুরু কার্তিক বসুর নামাঙ্কিত।

✧ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের বিচারে ফের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত ভারতীয় দলের অধিনায়ক হলেন সুনীল ছেত্রী। গত ২২ জুলাই মুম্বইয়ে এগজিকিউটিভ কমিটির বৈঠকে সুনীলকেই বেছে নেওয়া হয়। এই বৈঠকেই সেরা প্রতিশ্রুতিমানের পুরস্কারের জন্য বেছে নেওয়া হয় অবিনাশ থাপাকে। বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের পুরস্কার দেওয়া হবে কমলা দেবীকে। মেয়েদের সেরা প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ই পাম্থোই। সেরা রেফারি নির্বাচিত হয়েছেন সি আর শ্রীকৃষ্ণ। যুব ফুটবলের উন্নতির জন্য পুরস্কৃত করা হবে কেরল ফুটবল সংস্থাকে।

- **হিমা দাসের নজির :**

গত ১২ জুলাই সুদূর ফিনল্যান্ডের তামপারে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার তৃতীয় দিনে মহিলাদের ৪০০ মিটারে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছেন অসমের নগাঁও জেলার ধিঙ গ্রামের কৃষক পরিবারের মেয়ে হিমা দাস। ট্র্যাক ইভেন্টে প্রথম ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনাজয়ী। প্রসঙ্গত, এদিন অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ৫১.৪৬ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার ইভেন্ট শেষ করে সোনা পান হিমা। রোমানিয়ার অ্যান্ড্রিয়া মিকলস ও আমেরিকার টেইলর ম্যানসন যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। শুধু এই প্রতিযোগিতাতেই নয়, যে কোনও বিশ্ব দৌড় চ্যাম্পিয়নশিপে এটাই ভারতীয় মেয়েদের প্রথম সোনা। গত মাসে জাতীয় আন্তঃরাজ্য সিনিয়র অ্যাথলেটিক্সে মাত্র ৫১.১৩ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা পান হিমা। তা ছিল জাতীয় রেকর্ড। ১৮ বছরের হিমা ২০০ মিটার দৌড়েছিল ২৩.১০ সেকেন্ডে। তা ছিল জাতীয় রেকর্ডের সমান সময়। দুই বিভাগেই এশিয়ান গেমসে নামতে চলেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, হিমার আগে জুনিয়র বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে সোনা জিতেছিলেন নীরজ চোপড়া। তবে তিনি জিতেছিলেন জ্যাভেলিনে। ২০১৬ সালে পোল্যান্ডে নীরজ সাফল্য পেয়েছিলেন। তবে তা অ্যাথলেটিক্সে ছিল না। এই প্রতিযোগিতায় এর আগে পদক পেয়েছিলেন সীমা পুনিয়া ও নভজিত্ কউর ধীলনও। ২০০২ সালে ডিসকাসে ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন সীমা। ২০১৪ সালে ডিসকাসেই ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন নভজিত্। কিন্তু, তা অ্যাথেলেটিক্সের ট্র্যাক ইভেন্টে ছিল না।

- **গল্‌ফে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন কপিল দেব :**

দেশকে প্রথম বিশ্বকাপের স্বাদ দিয়েছিলেন অধিনায়ক হিসেবে। ২৪ বছর আগে অবসর নিয়েছেন ক্রিকেট থেকে। আবার নামছেন ভারতের হয়ে খেলতে। কপিল দেব। এ বার গল্‌ফেই ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে। ২০১৮ এশিয়া প্যাসিফিক সিনিয়র গলফ টুর্নামেন্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যাবে তাকে। অক্টোবরে জাপানে হবে এই টুর্নামেন্ট। প্রাক্তন অ্যামেচার গলফার অমিত লুথরা ও ঋষি নারাইনকেও দেখা যাবে কপিলের সঙ্গে। ছ'জনের দল যাচ্ছে এই টুর্নামেন্টে খেলতে। জুলাইয়ে গ্রেটার নয়ডায় অল ইন্ডিয়া সিনিয়র টুর্নামেন্টে খেলেই এই টুর্নামেন্টের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছেন তারা।

- **রাশিয়া ওপেনে জয়ী ভারতের সৌরভ বর্মা :**

রাশিয়া ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সৌরভ বর্মা। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬৫ নম্বরে থাকা সৌরভ গত ২৯ জুলাই ফাইনালে হারান বিশ্বের ১১৯ নম্বর জাপানের কোকি ওয়াতানাবে-কে। ৭৫ হাজার ডলার পুরস্কারমূল্যের বিডব্লিউএফ সুপার ট্যুর ১০০ সিরিজের প্রতিযোগিতায় সেরা সৌরভ। প্রসঙ্গত, ২০১৬ সালে চিনা তাইপে গ্রঁ প্রি

গোল্ড প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন এবং তার পরে বিটবার্গার ওপেনে রানার্স হন তিনি। কিন্তু পরে গোড়ালিতে চোট পান সৌরভ। দু'মাস কোর্টে নামতে পারেননি সেই কারণে। ফিটনেস ফিরে পাওয়ার পরে নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগিতায় নামলেও প্রথম রাউন্ডে ছিটকে যান তিনি। দু'বারই তিন গেমের লড়াইয়ে হেরে যান।

- **জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার জোড়া সাফল্য :**

ভারতের নীরজ চোপড়া ফ্রান্সের শঁতেভিয়ে অ্যাথলেটিক্স মিটে সোনা জিতলেন জ্যাভলিন ছোড়ায়। হরিয়ানার পানিপথের খান্দ্রা গ্রামের এই অ্যাথলিট ছুড়েছেন ৮৫.১৭ মিটার। বাকি প্রতিদ্বন্দ্বীদের তিনি পিছনে ফেলে দেন অনেকটাই। দ্বিতীয় মলদোভার আন্দ্রিয়ান মারদারে ছুঁড়ছেন ৮১.৪৮ মিটার। এবং ব্রোঞ্জজয়ী লিথুয়ানিয়ার এডিস মাতুসেভিসাস ৭৯.৩১ মিটার। এই ইভেন্টে নেমেছিলেন ২০১২ অলিম্পিক্সে সোনাজয়ী ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর কেশর্ন ওয়ালকটও। কিন্তু তিনি মাত্র ৭৮.২৬ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সবাইকেই হতাশ করেন। ফ্রান্সের এই মিটে সোনা জিতলেও নীরজের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় রেকর্ড কিন্তু আরও ভাল। এই বছরই তিনি দোহায় ডায়মন্ড লিগে জ্যাভলিন ছোড়েন ৮৭.৪৩ মিটার। যা বর্তমান জাতীয় রেকর্ড। যদিও দোহায় তিনি চতুর্থ হয়েছিলেন। আর অস্ট্রেলিয়ার গোল্ড কোস্টে কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জেতেন ৮৬.৪৭ মিটার ছুঁড়ে।

এরপর ফিনল্যান্ডের সাভো গেমসেও দুরন্ত পারফরম্যান্স ভারতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার। এশিয়ান গেমস শুরু হওয়ার তিন সপ্তাহ আগে আরও একটি সোনা এল নীরজের ঝুলিতে। সম্প্রতি এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি নিতে ফিনল্যান্ড উড়ে গিয়েছিলেন নীরজ। সাভো গেমস খেলেই এশিয়াডের প্রস্তুতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই প্রতিযোগিতায় চিনা তাইপের চাও-সুন চেংকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন কমনওয়েলথ গেমস জয়ী তারকা ৮৫.৬৯ মিটার ছুড়ে আরও একটি পদক দেশকে উপহার দিলেন ভারতের প্রতিশ্রুতিমান জ্যাভলিন থ্রোয়ার। অন্য দিকে ৮২.৫২ মিটার ছোড়েন চেং। এশীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ারদের মধ্যে একমাত্র চেংয়েরই ৯০ মিটারের উপরে জ্যাভলিন ছোড়ার নজির রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় ৯১.৬৩ মিটার ছুড়ে বিশ্বমঞ্চে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন চেং। অথচ নীরজের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা হয়তো দিতে পারেননি চিনা তাইপের এই তারকা। উল্লেখ্য, নীরজের বয়স এখন মাত্র কুড়ি বছর। তিনি প্রথম নজর কাড়েন ২০১৬ সালে জুনিয়রে বিশ্বরেকর্ড করে। অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি সোনা জিতেছিলেন ৮৬.৪৮ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে।

- **মন্ধানার দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির নজির :**

মেয়েদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির তালিকায় শীর্ষে জায়গা করে নিলেন ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মন্ধানা। নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইনের সঙ্গে যুগ্ম ভাবে এই কীর্তির মালিক হলেন স্মৃতি। ২০০৫ সালে ভারতের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরুতে এই নজির গড়েন সোফি। যা গত ২৯ জুলাই ছুঁয়ে ফেললেন ভারতীয় ওপেনার। ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত কিয়া সুপার লিগের ম্যাচে ১৮ বলে হাফসেঞ্চুরি করেন স্মৃতি। ভারতীয় ওপেনারের মারমুখি মনোভাবের কারণেই ইংল্যান্ডের এই টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় প্রথম ভারতীয় হিসেবে তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হননি হরিয়ানার এই তরুণী।

এ দিন টনটনে ২০ ওভারের বদলে ছয় ওভারের ম্যাচ খেলতে হয় স্মৃতিদের। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ওভার কমাতে বাধ্য হন আম্পায়ারেরা। টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন স্মৃতিদের প্রতিপক্ষ লাফবোরো লাইটনিং। ওপন করতে নেমে শুরু থেকেই ব্যাটে ঝড় তোলেন ভারতীয় ব্যাটসম্যান। ১৯ বলে ৫২ রানে অপরাজিত থাকেন স্মৃতি। ১৩ বলে ২৫ রান করেন র‍্যাশেল প্রিস্টও। তাদের দাপটে ছয় ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ৮৫ রান করে ওয়েস্টার্ন স্টর্ম। জবারে ছয় ওভার খেলে ৬৭ রান তোলে বিপক্ষের দুই ওপেনার। প্রসঙ্গত, কিয়া সুপার লিগে স্মৃতির সতীর্থ ইংল্যান্ড অধিনায়ক হিথার নাইট ওয়েস্টার্ন স্টর্মকে তিনিই নেতৃত্ব দেন।

- **তিরন্দাজির ইতিহাসে এক নম্বরে ভারত :**

তিরন্দাজির বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে উঠে এক মহিলা কমপাউন্ড দল। গত ২৬ জুলাই বিশ্ব আর্চারি সংস্থা এই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। এই প্রথম ভারতীয় তিরন্দাজ দল র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছল। বিশ্বকাপের সব পর্বেই দারুণ সফল ভারতীয় রিকার্ভ মহিলা দল। আন্তালিয়া ও বার্লিনে রুপো জিতেছে ভারত। স্টেজ থ্রি বিশ্বকাপে দল পাঠায়নি ভারত। কমপাউন্ড মিক্স টিমে পাঁচে ও রিকার্ভ মিক্স টিমে সাতে রয়েছে ভারত। ৩৪২.৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পৌঁছেছে ভারত। শীর্ষে থাকা চাইনিজ তাইপে দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছে গিয়েছে ছ'পয়েন্টের ব্যবধানে। মহিলাদের রিকার্ভ টিম আট নম্বরে রয়েছে। মহিলাদের রিকার্ভ টিম ১২ নম্বরে রয়েছে। ২০১৪ ইনচিয়ন এশিয়ান গেমসের কমপাউন্ড মহিলা ও পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতেছিল ভারত।

প্রসঙ্গত, এর আগেই তৃষা দেব, মুস্কান কিরার ও জ্যোথি সুরেখাকে নিয়ে ভারতীয় মহিলা কমপাউন্ড দল বিশ্বকাপের মঞ্চ থেকে তুলে আনল সাফল্য। ফ্রান্সকে হারিয়ে রুপো তুলে নিল ভারতের মেয়েরা। মহিলাদের কমপাউন্ড টিম ফাইনালের স্টেজ চারে গত ২১ জুলাই এই জয় তুলে নিলেন মেয়েরা। সোফি ডোডেমন্ট, এমেলি সানসেনট ও সান্দ্রা হার্ভের ফান্স দলের সঙ্গে চার রাউন্ডের লড়াই শেষে খেলার ফল ২২৯-২২৮। প্রথমেই দু'পয়েন্ট তুলে নিয়ে শুরুটা ভালই করে দিয়েছিল ভারতের মেয়েরা। প্রথম রাউন্ডে দু'পয়েন্টে এগিয়েও যান তৃষারা। যা শেষ হয়েছিল ৫৯-৫৭তে। কিন্তু পরে ফ্রান্স টিম সমতায় ফেরে ১১৬-১১৬ তে। ম্যাচের ফল নির্ধারিত হয় তৃতীয় রাউন্ডে। যেখানে ভারতের মেয়েরা সাত ও ছয় মেরে পাঁচ পয়েন্টের লিড নিয়ে নেয়। ফাইনাল রাউন্ডে সাত ও আট মেরে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে ফ্রান্স। কিন্তু এক পয়েন্টে পিছিয়ে থাকে ফ্রান্স। ম্যাচের ফল দাঁড়ায় ৫৯/৬০। তুরস্ককে সেমিফাইনালে ২৩১-২৩৮ হারিয়ে ফাইনালে পৌঁছেছিল ভারত। তার আগে গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকাকেও হারিয়েছিল প্রথম রাউন্ড ও কোয়াটার ফাইনালে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত বিভাগে অতনু দাস, দীপিকা কুমারী, অভিষেক বর্মা ও তৃষা দেবরা ব্যর্থ।

- **কিনিয়ার বেয়াত্রিসের স্টিপলচেজে বিশ্বরেকর্ড :**

কিনিয়ার বেয়াত্রিস চেপকোয়েথ তিন হাজার মিটার স্টিপলচেজে বিশ্বরেকর্ড করলেন অবিশ্বাস্য নজির গড়ে। অবিশ্বাস্য নজির কারণ তিনি আগেকার বিশ্বরেকর্ডের সময়ের চেয়ে ৮ সেকেন্ড সময় কমিয়ে ফেলেছেন। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের ইতিহাসে বিরল এই ঘটনা ঘটল গত ২০ জুলাই মোনাকো ডায়মন্ড লিগে। এ বছর নিজের ইভেন্টে দ্রুততম সাতাশ বছরের বেয়াত্রিস মোনাকোয় সময় করলেন ৮ মিনিট ৪৪.৩২ সেকেন্ড। আগের রেকর্ডটি ছিল বাহরিনের রুথ জেবেতের। তিনি সময় করেছিলেন ৮ মিনিট ৫২.৭৮ সেকেন্ড। এই রেকর্ডটি ২০১৬ সালের। বেয়াত্রিসের আগের সেরা সময়টি ছিল ৮ মিনিট ৫৯.৩৬ সেকেন্ড। রিয়ো অলিম্পিক্স এবং লন্ডনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি কিন্তু চতুর্থ হন। মোনাকোয় এ দিন রুপো জিতেছেন কোর্টনি ফেরিখস। তিনি কিন্তু বেয়াত্রিসের চেয়ে অনেক পিছিয়ে শেষ করেছেন। তার সময় ৯ মিনিটেরও বেশি। প্রসঙ্গত, বিয়াত্রিসের অ্যাথলিটের জীবন শুরু হয়েছিল রোড রেস দিয়ে। সেটা ২০১৪ সালে। ট্র্যাক নামেন তার এক বছর পরে। প্রথমে তিনি দৌড়তেন দেড় হাজার মিটারে। এই ইভেন্টে তার আফ্রিকান গেমসে ব্রোঞ্জ পদকও আছে। তারও কিছু পরে স্টিপলচেজই তার পছন্দের ইভেন্ট হয়ে ওঠে। সেখানে দু'হাজার মিটারে শুরু করে পরে বেছে নেন তিন হাজার মিটার।

- **হকির র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম পাঁচে ভারত :**

আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের র‍্যাঙ্কিংয়ে একধাপ উঠে পাঁচে পৌঁছল ভারতীয় হকি দল। গত ১৭ জুলাই নতুন র‍্যাঙ্কিং ঘোষণা করেছে এফআইএইচ। গত মাসেই নেদারল্যান্ডসের ব্রেদাতে আয়োজিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে রানার্স হয়েছিল ভারতীয় দল। যার ফলে এই উত্থান। পর পর দু'বছর রানার্স হল ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া শীর্ষ স্থান ধরে রাখল। গত জুন মাসে শুট আউটে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ১৯০৬। দ্বিতীয় স্থানে থাকা আর্জেন্টিনার থেকে ২৩ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার পয়েন্ট ১৮৮৩। তিন নম্বরে থাকা বেলজিয়ামের পয়েন্ট ১৭০৯ এবং চারে ১৬৫৪ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। ১৪৮৪ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে ভারত। যার ফলে পাঁচ নম্বর থেকে নেমে গিয়েছে জার্মানি। জার্মানির পয়েন্ট ১৪৫৬।

- **টি-২০তে ফিঞ্চের জোড়া রেকর্ড :**

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের টি-২০ র‍্যাকিংয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার অ্যারন ফিঞ্চ। তিনিই প্রথম ক্রিকেটার যিনি ৯০০ পয়েন্ট স্পর্শ করলেন এই ফরম্যাটে।

প্রসঙ্গত, গত ৩ জুলাই টি-২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নিজেরই রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন অ্যারন ফিঞ্চ। ২০১৩ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৫৬ করেছিলেন ফিঞ্চ। এতদিন যা ছিল সর্বাধিক। এ দিন তা নিজেই টপকে গেলেন হারারেতে। ৭৬ বলে করলেন ১৭২। হারারে স্পোর্টস ক্লাবের মাঠে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ত্রিদেশীয় টি-২০ সিরিজের ম্যাচে নয়া বিশ্বরেকর্ড করলেন তিনি। ২২৬.৩১ স্ট্রাইকরেটে ১০-টি ছয় ও ১৬-টি চার মারলেন ফিঞ্চ।

- **ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ ভারতের :**

রোহিত শর্মার ঝোড়ো সেঞ্চুরি ও হার্দিক পাণ্ডিয়া-র অলরাউন্ড পারফরমেন্সের দাপটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ পকেটে পুরল ভারত। ব্রিস্টলে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ১৯৮ রানের বিশাল স্কোর খাড়া করে ইংল্যান্ড। ৩১ বলে ৬৭ রান করেন জেসন রায়। চারটি উইকেট নেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। রান তাড়া করতে গিয়ে শুরু থেকেই খেলার রাশ হাতে নিয়ে নেন রোহিত শর্মা। ৫৬ বলে ১০০ করে অপরাজিত থেকে ম্যাচ শেষ করেন রোহিত। পাঁচটি ছয় ও ১১-টি চারে সাজানো তার ইনিংস। শেষে তাকে ঝোড়ো সঙ্গত করেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। দুটি ছয় ও চারটি চারে সাজানো তার ১৪ বলে ৩৩ রানের ইনিংস। ২৯ বলে ৪৩ করেন কোহলিও। আট বল বাকি থাকতেই সাত উইকেটে জয় ও সিরিজ ছিনিয়ে নেয় ভারত।

- **বিরাট কোহলির অধিনায়ক হিসেবে নতুন রেকর্ড :**

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজের শেষ ম্যাচে বিরাটের মুকুটে যুক্ত হল আরও একটি পালক। অধিনায়ক হিসেবে দ্রুততম ৩ হাজার রান করে ফেললেন তিনি। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ ১-১ হয়ে যাওয়ায় এই ম্যাচ দুই দলের জন্য কার্যত ফাইনালের রূপ নিয়ে নিয়েছিল। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচেও রেকর্ডে পা রাখলেন তিনি। এই ৩ হাজার রান করতে বিরাট কোহলি নিলেন ৪৯-টি ইনিংস। দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডিভিলিয়ার্সের থেকে ১১-টি ইনিংস এগিয়ে থাকলেন তিনি। ডিভিলিয়ার্স নেমে গেলেন দ্বিতীয় স্থানে। তার ৩ হাজার রান করতে লেগেছিল ৬০ ইনিংস। এমএস ধোনি এই রানে পৌঁছেছিলেন ৭০ ইনিংসে। সৌরভ গাঙ্গুলি ৭৪ ইনিংসে ৩ হাজার রানে পৌঁছেছিলেন। এর পর রয়েছেন গ্রেম স্মিথ ও মিসবা-উল-হক (৮৩ ইনিংস) এবং সনথ জয়সূর্য ও রিকি পন্টিং (৮৪ ইনিংস)। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহালি এই লক্ষ্যে পৌঁছলেন ১০ ওভারে। টি-২০ সিরিজে কোহালিই প্রথম ভারতীয় যার ব্যাট থেকে এসেছিল ২ হাজার রান। যা দ্রুততমও বটে। ওল্ড ট্রাফোর্ডে প্রথম টি-২০তেই হয়েছিল এই রেকর্ড। কোহলি ২ হাজার রানে পৌঁছলেন ৫৬ ইনিংসে। তার পরে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের মার্টিন গাপ্তিল (৭৩ ইনিংসে ২২৭১ রান) ও ব্রেন্ডন ম্যাকালাম (৭১ ইনিংসে ২১৪০ রান)।

- **উইম্বেলডন ২০১৮ :**

গত ২ থেকে ১৫ জুলাই। লন্ডনের উইম্বেলডনে 'অল ইংল্যান্ড লন টেনিস অ্যান্ড ক্রোকে ক্লাব'। বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্ট আয়োজক 'অল ইংল্যান্ড লন টেনিস ক্লাব' ও আন্তর্জাতিক টেনিস ফেডারেশান। খেলা হয় ঘাসের কোর্টে। উইম্বেলডন টুর্নামেন্টের ১৩২তম প্রতিযোগিতায় পুরুষ ও মহিলাদের সিংলেস-এ যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সার্বিয়ার নোভাক জোকোভিচ ও জার্মানির অ্যাঞ্জেলিক কের্বার। ফাইনালে নোভাক জোকোভিচের প্রতিপক্ষ ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেভিন অ্যান্ডারসন। কোয়ার্টার ফাইনালে আগের বারের চ্যাম্পিয়ন রজার ফেডেরারকে হারান অ্যান্ডারসন। মেয়েদের বিদায়ী চ্যাম্পিয়ন গারবিনে মুগুরুজা আগেই ছিটকে যান দ্বিতীয় রাউন্ডে। মেয়ে হওয়ার মাত্র ১১ মাস পরে উইম্বলডনে

নেমে আট নম্বরে ট্রফি জয়ের সামনে চলে এসেছিলেন সেরিনা উইলিয়ামস। কিন্তু চূড়ান্ত লড়াইয়ে সেরিনা হার মানেন অ্যাঞ্জেলিক কের্বারের কাছে। এ বার চ্যাম্পিয়ন হলেই ২৩ গ্রান্ড স্ল্যাম জয়ী সেরিনা ছুঁয়ে ফেলতেন মার্গারেট কোর্টকে, সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের রেকর্ড যার দখলে।-

- **এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ :**

ফাইনালে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতল ফ্রান্স। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার। প্রথম বার ফরাসিরা বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ১৯৯৮ সালে। রাশিয়া বিশ্বকাপের রানার্স আপ হল ক্রোয়েশিয়া। বিশ্বকাপের সেরা ফুটবলার হয়ে 'গোল্ডেন বল' পেলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদরিচ। প্রতিটি ম্যাচেই দলের ভরকেন্দ্র ছিলেন ক্রোয়েশিয়া অধিনায়কই। সবথেকে বেশি গোল করে 'গোল্ডেন বুট' পেলেন হ্যারি কেন। সাতটি ম্যাচে ছ'টি গোল করেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। সেরা উদীয়মান ফুটবলার হলেন ফ্রান্সের এমবাপে। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে না পারলেও পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলার জন্য 'ফেয়ার প্লে' পুরস্কার পেল স্পেন দল। গোলপোস্টের নিচে সেরা পারফরম্যান্সের জন্য পুরস্কার পেলেন বেলজিয়ামের থিবে কুঁর্তোয়া। এই বিশ্বকাপের সেরা গোলরক্ষক তিনিই।

বিশ্বকাপ ফাইনালে গোলের বন্যা। ফাইনালে বেশি গোল করার ধারা বজায় রাখল ফ্রান্স। ১৯৯৮ সালেও ফাইনালে ৩ গোল দিয়ে বিশ্বকাপ নিয়েছিল ফ্রান্স। এবারও চার গোল করে বিশ্বকাপ মাতাল ফ্রান্স। বিশ্বকাপ ফাইনালে হাফ ডজন গোল। শেষ বার হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। ৪-২ গোলে পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়েছিল ইংল্যান্ড। এর আগে ১৯৫৮ সালে ১৮ বছর বয়সি পেলের জোড়া গোলে সুইডেনকে ৫-২ গোলে হারায় ব্রাজিল। দুটি করে গোল করেছিলেন পেলে ও ভাভা।

সাল ১৯৫৮। ১৭ বছরের একটি ছেলে বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার জোড়া গোলে বিশ্ব সেরার খেতাব পেয়েছিল ব্রাজিল। আর সেই সঙ্গে বিশ্বকাপ ফাইনালে গোল করা কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে ফুটবল ইতিহাসে নামও তুলেছিলেন। তিনি বিশ্ব ফুটবলের কিংবদন্তি পেলে। ৬০ বছর পর সেই নজিরের পুনরাবৃত্তি হল ২০১৮-র বিশ্বকাপ ফাইনালে। পেলের পর এ বার সেই বিরল নজির স্পর্শ করলেন ১৯ বছরের কিলিয়ান এমবাপে। এ বারের বিশ্বকাপ ফাইনালের ৬৫ মিনিটে ফরাসি তরুণের পা থেকে বল গোলে ঢুকতেই ফিরে এল '৫৮-র স্মৃতি। মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়াম এ দিন সাক্ষী থাকল এমবাপের অনন্য কৃতিত্বের। ফাইনালে ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো শটে দলের হয়ে চতুর্থ গোল করেন এমবাপে। তবে কনিষ্ঠ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার তালিকায় এমবাপে তৃতীয় স্থানে। ১৯৫৮ বিশ্বকাপে পেলে, ১৯৮২ বিশ্বকাপে গিসেপে বার্হোমি এবং ২০১৮-য় কিলিয়ান এমবাপে। এই তিন কনিষ্ঠ ফুটবলার বিশ্বকাপ ফাইনাল খেললেও গোল পাননি একমাত্র বার্হোমি-ই। তাই ১৯৮২-তে তার দেশ ইতালি বিশ্ব জয় করলেও গোল আসেনি বার্হোমির পা থেকে। পেলে জোড়া গোল করে ৫-২ ব্যবধানে সুইডেনকে হারিয়ে ১৯৫৮-তে বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছিলেন রিও-তে। পেলের পরে এমবাপে সেই কৃতিত্ব স্পর্শ করলেন।

রাশিয়া বিশ্বকাপের ফাইনালে ক্রোয়েশিয়া ও ফ্রান্সের খেলার মাঝে অন্য রকম এক রেকর্ড গড়লেন মারিও মান্দজুকিচ। বিশ্বকাপ ফাইনালের ইতিহাসে প্রথম আত্মঘাতী গোলদাতা হিসাবে নজির গড়লেন তিন। বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথম বার ব্যবহার করা ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভার)। রেফারি নেস্তর পিতানা ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের মাঝে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির ব্যবহার করেন। হ্যান্ডবল এবং পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিতেই ভারের ব্যবহার করেন পিতানা। এ বছর প্রথম বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল আইসল্যান্ড। পেশায় দন্ত চিকিৎসক হলেও আইসল্যান্ডের কোচ হেইমির হ্যালগ্রিমসনের হাত ধরেই ফুটবলে নতুন বিপ্লবের সূচনা করে মাত্র তিন লক্ষ কুড়ি হাজার জনবসতির দেশটি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

- **বিরল যমজ গ্রহাণুর হদিশ :**

এই প্রথম একটি এক জোড়া গ্রহাণু বা 'বাইনারি অ্যাস্টারয়েড'-এর হদিশ পেলেন বিজ্ঞানীরা, যারা আকারে-আকৃতিতে হুবুহু একই রকমের। আর তারা একে অন্যকে পাক মারছে, নিয়মিত। একইসঙ্গে। ২০ থেকে ২৪ ঘন্টা অন্তর। প্রতিটির ব্যাস ৩ হাজার ফুট বা, ৯০ মিটার। গ্রহাণুটির নাম - '2017-YE-5'। পাথুরে গ্রহাণুটি কয়লার মতো কালো। নাসার নেতৃত্বে এই বিরল মহাজাগতিক বস্তুটির হদিশ পেয়েছে যে আন্তর্জাতিক গবেষকদল, তার সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন ৬ ভারতীয় রেডিও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এমন মহাজাগতিক বস্তু যে এই ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে, তা জানাই যেত না, যদি না তা গত ২১ ডিসেম্বর এসে পড়ত পৃথিবীর খুব কাছে। ওই দিনই প্রথম সেটি এসে পড়েছিল পৃথিবী থেকে মাত্র ৩৭ লক্ষ মাইল (বা, ৬০ লক্ষ কিলোমিটার) দূরে। পৃথিবী থেকে চাঁদ যতটা দূরে রয়েছে, তার ১৬ গুণ দূরত্বে। পৃথিবীর এতটা কাছে ওই বিরল মহাজাগতিক বস্তুটি আবার আসবে ১৭০ বছর পর।

যে দিন সেই 'আগন্তুক' আমাদের সবচেয়ে কাছে এসেছিল, সে দিন কিন্তু বিজ্ঞানীরা আদৌ বুঝে উঠতে পারেননি তার চেহারা, চরিত্র। শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছিলেন, তারা মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝের 'গ্রহাণুদের মুক্তাঞ্চল' বা অ্যাস্টারয়েড বেল্ট থেকে আসেনি। 'লাল গ্রহ' মঙ্গল পেরনো তো দূরের কথা, তাদের 'ঘর-বাড়ি' পৃথিবীর খুব কাছেই। তাই এদের বলা হয়, 'নিয়ার-আর্থ অ্যাস্টারয়েড'। এরা ঠিক কোথায় রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, সংখ্যায় তারা ক'জন, কেমন তাদের চেহারা-চরিত্র, আচার-আচরণ, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ততটা জানা-শোনা নেই বলেই এদের থেকে আমাদের বিপদের আশঙ্কা বেশি। কোন দিন থেকে তারা কখন এসে হামলে পড়ে। পৃথিবীর কাছে-পিঠে থাকা বাইনারি গ্রহাণুগুলির ১৫ শতাংশেরই শরীরের দু'টি খণ্ডের চেহারায় ভিন্নতা রয়েছে। একটি খণ্ড খুব বড়ো। অন্য খণ্ডটি অনেকটা চাঁদের মতো, খুব ছোট। এ সব ক্ষেত্রে একটি খণ্ডের জন্ম হতে পারে অন্য খণ্ডটি থেকে। ১৫ শতাংশের শরীরের দু'টি খণ্ড অনেকটাই গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে। কিন্তু সে দিক দিয়ে '2017-YE-5' গ্রহাণুটি একেবারেই অন্য রকমের। এমন গ্রহাণুর জন্ম আলাদা ভাবে হতে পারে।

- **ত্রিমাত্রিক, রঙিন এক্স-রে'র উদ্ভাবন :**

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে ত্রিমাত্রিক (থ্রি ডি), রঙিন এক্স-রে'র উদ্ভাবন করলেন বিজ্ঞানীরা। কুড়ি বছরের গবেষণায় এল সাফল্য। সার্ন (ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ)-এর গবেষকদের কৃতিত্ব এটাও যে, তারা সেই পদ্ধতিকে আরও উন্নত করতে পেরেছেন। মূলত কণা-সন্ধানী প্রযুক্তি (পার্টিকল ট্র্যাকিং টেকনোলজি)-কে কাজে লাগিয়ে এই আবিষ্কার করেছেন সার্ন-এর বিজ্ঞানীরা। গবেষকদের মতে, এই আবিষ্কারের ফলে শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশের ছবি আরও স্পষ্ট ও নির্ভুল হবে। কারণ, এই পদ্ধতিতে শরীরের কোষ, কলা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া সম্ভব হবে। এক্স-রে'র চালু পদ্ধতিতে শুধু দ্বিমাত্রিক (বাই ডামেনশনাল বা টু-ডি) ছবি পাওয়া সম্ভব হয়। সার্ন-এর গবেষকদলের প্রধান ফিল বাটলারের দাবি, আর কোনও যন্ত্রই এত নির্ভুল ছবি তুলবে না। অধরা হিগস-বোসন কণার সন্ধান দেওয়া সার্নের বিখ্যাত লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডারের মাধ্যমেই এই আবিষ্কার করেছেন তারা। বিশেষ রঙিন এক্স-রে দেহের অস্থি, তরুণাস্থি ও পেশীগুলিকে আরও স্পষ্ট করে তুলে আঘাতের সঠিক উৎপাদনস্থল ও তার অবস্থা নির্ণয়ে সক্ষম হবে। শুধু তা-ই নয়, এর মাধ্যমে টিউমারের উপস্থিতিও শনাক্ত করা যাবে। এই যন্ত্রের ব্যবহারে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেকটাই এগোবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন গবেষকরা। সার্নের এই প্রযুক্তিকে বাণিজ্যিক ভাবে কাজে লাগাচ্ছে নিউজিল্যান্ডের এক বহুজাতিক কোম্পানি। তাদের এই কাজে সাহায্য করছে ইউনিভার্সিটি অব ওটাগো এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যান্টারবেরি।

প্রয়াণ

- **রমাপদ চৌধুরী :**

প্রয়াত হলেন সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। গত ২৯ জুলাই কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু। তার স্ত্রী ও দুই কন্যা বর্তমান। ১৯২২ সালে ব্রিটিশ ভারতের খড়গপুর শহরে জন্মেছিলেন রমাপদ চৌধুরী। প্রেসিডেন্সি কলেজে তার বিষয় ছিল ইংরেজি সাহিত্য। তার আসল মুন্সিয়ানা ছিল উপন্যাস ও ছোটোগল্প সৃষ্টিতে। পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস ও একশোটিরও বেশি ছোটগল্প লিখেছেন তিনি। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন 'বাড়ি বদলে যায়' উপন্যাসের জন্য। ১৯৭১-এ রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৮৯-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 'জগত্তারিণী পদক' অর্পণ করে, ১৯৯৯ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দেয় সাম্মানিক ডি লিট।

রমাপদবাবুর প্রথম উপন্যাস 'প্রথম প্রহর'। তার স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত উপন্যাস 'বনপলাশীর পদাবলী' ১৯৬০ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'দেশ' পত্রিকায়। পরে সেই কাহিনিকে রুপোলি পর্দায় রূপ দেন স্বয়ং উত্তমকুমার। তার লেখা 'অভিমন্যু' নিয়ে তপন সিংহ তৈরি করেন স্মরণীয় ছবি 'এক ডক্টর কি মওত'। 'খারিজ' নিয়ে ছবি করেছেন মৃণাল সেন। 'এক দিন অচানক' ছবিটিও রমাপদবাবুর 'বীজ' উপন্যাসের ভিত্তিতে। রমাপদবাবুর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আছে 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস', 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে', 'দ্বীপের নাম টিয়া রং', 'এখনই', 'হারানো খাতা' এবং 'লালবাঈ'।

বিবিধ

- **বিশ্বের দীর্ঘতম নখের মালিক ৬৬ বছর পর নখ কাটলেন :**

হাতের নখ কাটাতে পুনে থেকে নিউ ইয়র্কে উড়ে গেলেন ৮২ বছরের বৃদ্ধ শ্রীধর চিল্লাল। তবে যে সে নখ নয়, শ্রীধর চিল্লাল নখের জন্যই বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। এর আগে শেষ যখন নখ কেটেছিলেন, তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। অর্থাৎ তিনি নখ কাটেননি শেষ ৬৬ বছর। পৃথিবীর দীর্ঘতম নখের মালিক ছিলেন তিনিই। সবগুলি নখ মেলালে যা দাঁড়ায় ন' মিটার লম্বা। সব থেকে লম্বা নখ ছিল তার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে। ২০১৬ সালেই তার নাম উঠেছিল গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ। তবে নখের জন্য অনেক ভোগান্তিও ছিল তার জীবনে। ঘুমোতে পারতেন না তিনি। পেশায় ছিলেন আলোকচিত্রী, সেই কাজও এক সময় নখের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল তাকে। পরে ক্যামেরার জন্য বিশেষ হাতল বানিয়েছিল, যাতে এক হাতে ছবি তুলতে পারেন। নিউইয়র্কে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে কাটা হয় তার নখ। তবে তা ফেলে দেওয়া হচ্ছে না। বাঁ হাতের পাঁচটি নখই রাখা থাকবে নিউইয়র্কের 'বিলিভ ইট অর নট' জাদুঘরে।

- **গলসিতে উদ্ধার আরও প্রত্নসামগ্রী :**

বর্ধমানে গলসিতে হদিশ মিলল প্রায় দু'হাজার বছর বা তারও বেশি পুরনো প্রত্নসম্পদের। দামোদরের ধারে গলসি এলাকায় আগেও প্রত্ন সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। এ বার তার থেকে সামান্য দূরে খানো গ্রামে মিলল আদি মধ্যযুগ ও তারও আগের গ্রামের নিদর্শন । যা পাওয়া গিয়েছে, তাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শত শত বছরের সংসারের টুকরোও। লাল, কালো ধুসর মৃৎপাত্র। পোড়ামাটির নলযুক্ত মৃৎপাত্র। হাঁড়ি, কড়া, খেলার সামগ্রী। পোড়ামাটির বল। রয়েছে প্রাণীর হাড়ের টুকরোও। মনে হচ্ছে, সম্পন্ন এলাকাই ছিল এই জনপদ। খানোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দামোদরের ধারে মল্লসারুল থেকে রাজা গোপালচন্দ্রের সময় তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু খানোতে এই প্রথম এমন পুরাবস্তু মিলল। রাস্তা তৈরির জন্য উঁচু ঢিবি থেকে মাটি কাটা হচ্ছিল। তাতেই বেরোল এই পুরাবস্তু। বৃষ্টির জলে মাটি গলে রাস্তায় এসে পড়ে কয়েকটি পোড়ামাটির পাত্রের টুকরো। সংরক্ষণের জন্য গ্রামের মানুষই প্রথমে এগিয়ে যান।

সংকলন : রমা মণ্ডল ও পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

(বিবিধ সূত্র থেকে সংকলিত)

প্রধানমন্ত্রীর বার্তা

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলাপচারিতা

ভিডিও ব্রিজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এই প্রকল্পগুলি হল অটল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা ও বয়ঃবন্দনা যোজনা। ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত এটি প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের অষ্টম আলাপচারিতা (সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে)। সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন :

- সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প মানুষকে ক্ষমতায়িত করে।
- বর্তমান সরকারের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলি মানুষকে জীবনের অনিশ্চয়তার সঙ্গে কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতেই সাহায্য করে না, পারিবারিক পরিসরে আর্থিক সংকটের সঙ্গে লড়ার জন্যও ক্ষমতায়িত করে।
- প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনার আওতায় ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে মোট ২৮ কোটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়, যা কি না বিশ্বে খোলা মোট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের প্রায় ৫৫ শতাংশ।
- প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনার জন্য মাত্র ৩৩০ টাকার সামান্য প্রিমিয়াম দিয়ে উপকৃত হয়েছেন পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষ।
- প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার জন্য মাত্র ১২ টাকার বার্ষিক প্রিমিয়াম দিয়ে ১৩ কোটিরও বেশি মানুষ ২ লক্ষ টাকার দুর্ঘটনা বিমার আওতাভুক্ত হয়েছেন।

- বয়ঃবন্দনা যোজনা চালু হয় গত বছর। উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ প্রবীণ নাগরিক। ১০ বছরের জন্য ৮ শতাংশ হারে সুদ পাচ্ছেন তারা। এর পাশাপাশি ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের জন্য আয়করের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের ঊর্ধ্বসীমা আড়াই লক্ষ থেকে বাড়িয়ে তিন লক্ষ টাকা করা হয়েছে। সরকার প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ।
- গত তিন বছরে অটল বিমা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা, এই তিনটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে ২০ কোটিরও বেশি মানুষকে।

সুবিধাভোগীদের মতামত

- সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা জানালেন যে প্রয়োজনের সময়ে এই প্রকল্পগুলি কীভাবে তাদের সাহায্য করেছে। জীবনের জন্য যথোপযোগী প্রকল্পগুলি চালু করার জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। ❑

কৃষকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আলাপচারিতা

ভিডিও ব্রিজের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত এটি প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের সপ্তম আলাপচারিতা (সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে)। কৃষকদের কল্যাণসাধনে তার অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে আলোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন :

- কৃষকরা দেশের অন্নদাতা। ভারতের খাদ্য সুরক্ষার পুরো কৃতিত্বই চাষীদের।
- ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকের আয় দ্বিগুণ করতে ও কৃষি পণ্যের জন্য সর্বোচ্চ দাম প্রদান করতে সরকার সচেষ্ট।
- 'বীজ থেকে বাজার' পর্যন্ত বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে চাষীরা প্রথাগত কৃষিকাজে উন্নতির কথা যাতে উপলব্ধি করতে পারেন, সে বিষয়ে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।
- ২০১৪ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে সরকার কৃষিক্ষেত্রের জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রায় দ্বিগুণ করেছে — ২,১২,০০০ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে খাদ্য শস্য উৎপাদন হয়েছে ২৭.৯ কোটি টনেরও বেশি।
- সরকার মাটির স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করেছে; কিসান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ; নিম-যুক্ত ইউরিয়ার সংস্থানের মাধ্যমে উন্নতমানের সারের ব্যবস্থা; ফসল বিমা যোজনার মাধ্যমে সুরক্ষা ও প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার আওতায় সারা দেশজুড়ে ১০০-টি সেচ প্রকল্পের গড়ার কাজ চলছে আর ২৯ লক্ষ হেক্টর এলাকা সেচভুক্ত।
- গত চার বছরে e-NAM-এর আওতায় আনা হয়েছে ৫৮৫-টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজার। অর্গ্যানিক কৃষির আওতায় ২২ লক্ষ হেক্টর এলাকা। ২০১৩-১৪ সালে যা ছিল মাত্র ৭ লক্ষ হেক্টর। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সরকার অর্গ্যানিক কৃষির তালুক হিসেবে প্রসারিত করতে চায়।
- গত চার বছরে ৫১৭-টি কৃষক-উৎপাদক সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং চাষীদের মধ্যে সমবায়কে উৎসাহ দিতে কৃষক-উৎপাদক কোম্পানির ক্ষেত্রে আয়করে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সুবিধাভোগীদের মতামত

- বিভিন্ন কৃষি প্রকল্পের সুবিধাভোগীরা জানালেন যে কিসান ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ঋণ, নিম-যুক্ত ইউরিয়ার সংস্থানের মাধ্যমে উন্নতমানের সারের ব্যবস্থা, ফসল বিমা যোজনার মাধ্যমে সুরক্ষা ও প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনার মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা দ্বারা কীভাবে তারা উপকৃত হয়েছেন, বেড়েছে ফলন।
- সমন্বিত কৃষিব্যবস্থা ও মাটির স্বাস্থ্য কার্ডের গুরুত্ব এবং সমবায়ের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন সুবিধাভোগীরা। ❑

Erfan Habib
WBCS 2015 (Gr-A)
Dr. Dipanjan Jana
WBCS 2016 (Gr-A)
Suman Rajbangshi
WBCS 2016 (Gr-A)
Sam Mohammed Sk.
WBCS (Gr-C)
Ajijul Shaikh
WBCS (Gr-A)
Surajit Mondal
(DSP)
Shayan Ahmed
(WBCS) DSP
Ramanath Das
WBCS
Krishnendu Khan
(WBCS 2016)
Aparna Das
(WBCS 216)
বিশিষ্ট লেখক তুজামমেল হোসেনের কোচিং সেন্টার
NEW HORIZON STUDY CIRCLE
POSTAL COACHING | CLASS COACHING | MOCK TEST | INTERVIEW PROGRAMS
C(P) 2/2, 66 Barnaparichay Market (Block A, 1st floor), College st. Kolkata - 700 007
Ph: 033 2241 6899 / 98364 84969
Durbar Banerjee
(DSP)
Md. Saiful Rahaman
(WBCS) C.T.O
No. 1
Courses Offered
WBCS (Exe.) Full Course
Class Coaching | Mock Tests | Interview Preparation
Special Coaching
Maths, Econ., Current Affairs & Anthro. Optional
Only Mock Test Program.
W.B. Miscellaneous Crash Course / Postal Coaching
English Foundation Course
Kalyan Laha
WBCS (Gr-C)
Piyali Mondal
WBCS (Exe.) BDO
Tarikul Islam
(WBCS) R.O.
Chitra Majumdar
(WBCS) JSWS
তুজামমেল হোসেন-এর বইগুলি WBCS ও অন্যান্য চাকরির পরীক্ষায় সাফল্যের শেষ কথা
Rathin Sarkar
WBCS (Gr-C)
Dip Sankar Das
(WBCS) R.O.
WBCS Arithmetic & Reasoning
INDIAN ECONOMY PLUS
ভারতের অর্থনীতি-বিশ্লেষণে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
WBCS (Preli. & Mains) পরীক্ষার জন্য যে সব Maths & Reasoning এর materials দরকার তা chapterwise অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে exclusive tips সহ সমাধান করা হয়েছে। সঙ্গে আছে WBCS (Preli. & Mains), Central SSC-এর প্রায় সব পরীক্ষা ও IBPS পরীক্ষার প্রশ্নগুলির সঠিক সমাধান।
This book deals with basic concept of Economics that is essencial for the non-economic students. The essential study materials including solutions of questions of WBCS (Preli. & Mains), IAS (Preli.), SSC (CGL) & IBPS etc. Examinations. This is essential for success.
Golden opportunity - Upto WBCS Mains Exam. 2018 suggestive MCQs and crucial practice sets are provided at FREE of cost alongwith this book.
WBCS (Preli. & Mains) ও IAS (Preli. & Mains) সহ যে কোনো ধরনের চাকরির পরীক্ষার উপযোগী ভারতীয় অর্থনীতি বিষয়ে সব ধরণের পঠ্যবস্তু স্বযত্নে বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সব ধরনের চাকরির প রীক্ষার পূর্বতন বছরগুলি প্রশ্নের সঠিক সমাধান সূত্র এই বই।
Nilanjan Sinha
WBCS (Gr-C)
Souvik Chatterjee
(WBCS) R.O.
Eleyas
WBP (S.I.)
Chandrani Bandhyapadhyay
WBCS (Gr-C)
Mofijur Rahaman
WBCS (ACTO)
Sounak Banerjee
WBCS (Gr-A)
WBCS Compulsory
Practice Sets & Solutions of Previous Years' Questions
Compulsory Bengali & English
ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস
Target WBCS Preliminary
Practice Sets
Current Affairs
Competitive Mathematics for all Competitive Exam.
T. Hossain
Comming Soon
... etc.
Anjan Chatterjee
(A.P.O)
Monirul Islam
(WBCS) R.O

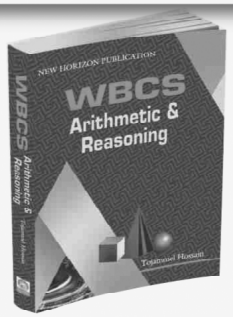

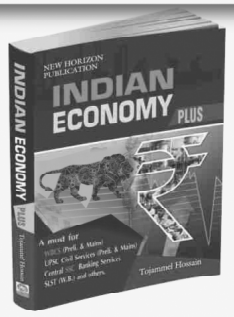

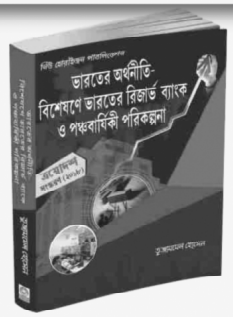

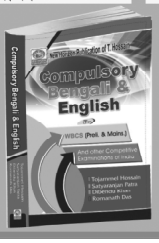

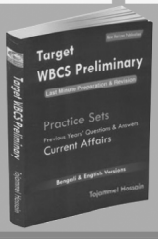

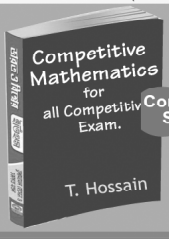

Mock Test for WBCS - 2019 Prelim

Academic Association's Mock Test at your Door Step

Starting - 7th October 2018

No matter you reside in Coochbehar or Kakdwip

Avail Academic Association's well crafted MOCK TEST at your nearest town. Evaluate your performance well before the original exam; Get feedback accordingly and Ensure your Success in this attempt itself.

Mock Test Package ● 10 Mock Test ● 50 CT ● CA Round up ● 1000 MCQ Bank

WBCS-2019 PRELIM : SYLLABUS OF THE MOCK TESTS

	VST-01	VST-02	VST-03	VST-04 & 05	VST-06 - 10
ENG	Conventional	Conventional	Conventional	PREVIOUS YEARS' QUESTION / SCANNER - 5th EDITION	FULL SYLLABUS
HIST	Ancient	Medieval upto Maratha	Ancient & Medieval		
Modern Hist & INM	Arrival of European Company, Provincial state, Bengal, Mysore and Revolt of 1857, Governor General, Educational Development, Newspaper journal.	Indian History (1885 - 1930).	Indian History (1930 - 1947).		
GEO	India & its surroundings, Physiographic Division of India, Rivers & Project, Resources of India and Industry.	Agriculture, Soil & Vegetation, Settlement, Indian Climate, Biodiversity & Its conservation, West Bengal, Census - 2011.	Indian States & Uts, Physiographic Division of India, Physical, Census, Transport, West Bengal, EVS.		
IP	Making of Constitution, Features, Citizenship, Part & Schedule, FR, FDs, DPSP, Planing Commission & NITI Aayog.	Union Executive, Union Legislature, Indian Judiciary, Centre - State relation, constitutional & non coustitutional bodies .	Executive of State Emergency, State legislature, Emergency, Local Government, Official language, Amendment till date.		
ECO	Agriculture, Commercial Banking, Basic Concepts of Economics, Unemployment, FYP (1-3rd Plan), International org.	FYP : (4-12th Plan), NITI Ayog, RBI, Yoganas, National Income, Finance Commission.	Inflation, FYP, Schemes, Fiscal, Industry, SEZ, FDI, Indian Currency System, Monetary Policy, LPG, Schemes.		
GI	All	All	All		
MATH	Number system, Simplification, Ratio, Percentage, Mixture or Alligation.	Interest, Profit & loss, Boat & stream, Fraction Time & Work, Pipe & Cistern, Mensuration.	Average, Problem of Ages, Time & Distance, Decimal, Surds, Train, Probablity.		
PHYCS	State of matter, Sound, Light, Gravitation, Friction.	Work, energy & Power, Nuclear Physics Motion, Forces, Semiconductors.	Thermodynamics, Optics, Electricity, Nuclear Physics, Communication & Computer Awareness.		
CHEM	Structure of atom, Gas, Metal -Nonmetal, Chemical name, Radiactivity, Alloy .	Chemistry in everyday life, Colloids, Acid-base, Polymer, Salt, Industrial Chemistry.	Periodic Table, Inorganic, Organic & Bio Chemistry.		
BIO	Hormone, Vitamin, Digestive system.	Heredity, Chromosome, Excretion, Blood, & Evolution, Ecology.	Photosynthesis, Physiology, Plant Morphology, Genetics, Cell division.		
CA	January '18 - March '18 & Schemes	April '18 - June '18 & Schemes	July '18 - October '18 & Schemes		

MOCK TEST CENTRES

● College Street : 9038786000	● Barasat : 9073587432	● Uluberia : 9051392240	● Berhampur : 9474582569
● Siliguri : 9474764635	● Darjeeling : 9832041123	● Bankura : 7908521232	● Magra : 9674478600
● Durgapur : 9434351919	● Kalimpong : 9832041123	● Alipurduar : 7476352234	● Basirhat : 7074266482
● Raigang : 8768187988	● Kalyani : 8282909032	● Ranaghat : 8282909032	● Burdwan : 7679039891
● Siuri : 9434351919	● Bolpur : 7980549367	● Falakata : 7476352234	● Tamluk : 8653515580
● Purulia : 9932601811	● Contai : 8479918049	● Mecheda : 8967105406	● Midnapur : 9474736230

(For Detailed Syllabus of Mock Test and information visit our website : www.academicassociation.in)

Admission Going On For Last Batch WBCS-2019

Class Start From : 1st Sept'18 I Postal Course Also Available

Academic Association

53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

Website : www.academicassociation.in Study Center ✹Uluberia-9051392240

✹Berhampur-9474582569 ✹Darjeeling-9832041123 ✹Barasat-9073587432 ✹Siliguri-9474764635

9038786000
9674478600
9674478644

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 22.00

August, 2018
R.N.I. No. 19740/69

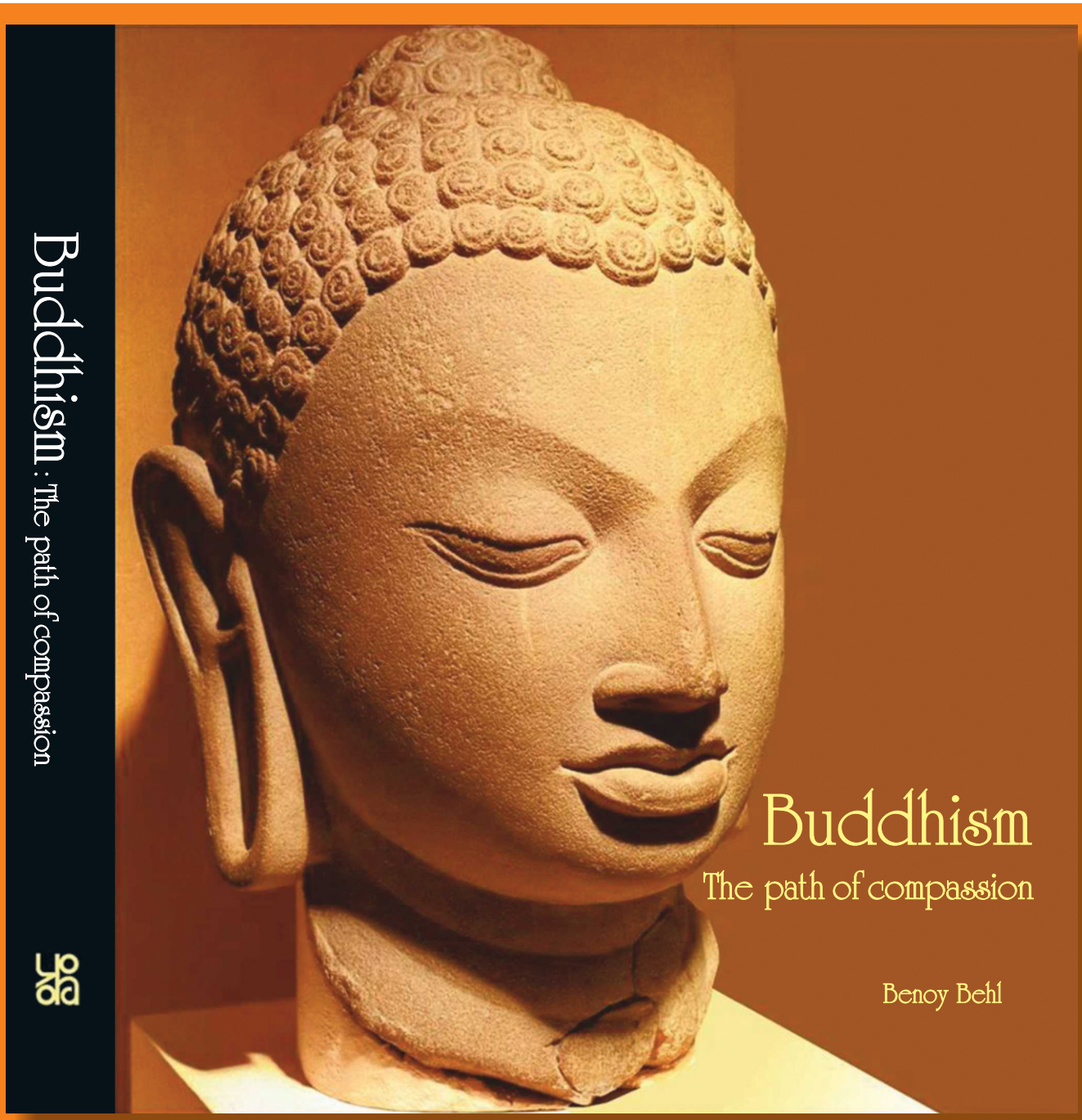

Buddhism
The Path of Compassion

A unique book !

Depicting the Buddhist Heritage of the World

By Benoy K. Behl

Publications Division
Government of India

238 Photographs!
By India's famous cultural photographer

130 Buddhist Sites Covered in 17 countries

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের মহানির্দেশক, ড. সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯ থেকে প্রকাশিত এবং
পপুলার আর্ট প্রিন্টার, ১ মুক্তারাম বাবু সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৭ থেকে মুদ্রিত।